বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি

সামাজিক ও রাজনৈতিক রঙ্গপুস্তক।

"Utopia to-day, flesh and blood tomorrow."—Hugo

শ্রীহরিদাস হালদার।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

১২নং কালী লেন, কালীঘাট, কলিকাতা

হইতে প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বনাশী আধুনিক সভ্যতার জালে জড়িত হইয়া মানবজাতি ধ্বংসের পথে ধাবিত হইয়াছে। বিশ্বমানবকে এই জাল ছিন্ন করিয়া অতি প্রাচীন যুগের আদর্শে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, নচেৎ তাহার রক্ষা নাই। সে আজ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। জগতের চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, ভগবৎ কৃপায় মানবজাতির এই মহাপ্রত্যাবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। এই সত্যটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই এই রঙ্গপুস্তকের অবতারণা। লেখক এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা পাঠকপাঠিকাগণই বলিতে পারিবেন।

এই পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে যে সকল ডাক্তারের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভিজিটর্ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। আমি এইগুলির জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। আর যে সহৃদয় বন্ধুর অর্থসাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহার কাছেও গ্রন্থকার যথেষ্ট ঋণী।

ভাদ্র, ১৩২৮ সাল।
১২নং কালী লেন,
কালীঘাট, কলিকাতা।

শ্রীহরিদাস হালদার।

কিঞ্চিৎ আত্মজীবনী ও মুখবন্ধ।

কোন্ স্থানে কোন্ সনে কোন্ তারিখে এবং কোন শুভক্ষণে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম তাহা পাঠকবর্গকে জানাইতে চাহি না। আমার বিস্তারিত বংশ পরিচয়ও সম্প্রতি গোপন রাখা আবশ্যক। মহাকবি কালিদাস তাঁহার জন্ম ও কুলের পরিচয় দিয়া যান নাই বলিয়া আজ ভারতের একাধিক প্রদেশ তাঁহার জন্মস্থানের দাবী করিয়া লাঠালাঠি বাধাইয়াছে। কে বলিতে পারে অধীন বক্কেশ্বরের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার লইয়া একদিন নিখিল ভারতের সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে ঐরূপ একটা সংঘর্ষ না বাধিবে ?

তবে আপাততঃ এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জগতের কোন মহান্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে যেরূপ গোঁজামিল দিয়া গোয়ালার ঘরে জন্ম লইতে হইয়াছিল, আমাকেও তদ্রূপ এই গ্রন্থের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শাপভ্রষ্ট হইয়া চাষার ঘরে জন্ম লইতে হইয়াছে। গোপনন্দন কৃষ্ণকে গোঠে গরু চরাইতে ও বাঁশী বাজাইতে হইত; আর এই কৃষকনন্দন বক্কেশ্বরকেও মাঠে গরুর ল্যাজ মলিতে ও লাঙ্গল ঠেলিতে হইয়াছে। ইহা হইতে পাঠক মনে করিবেন না যে, আমি একটি নীরেট মূর্খ চাষা ছিলাম।

আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক পাদ্‌রী সাহেবের স্কুলে আমি

কিছুদিন কিছু বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখিয়াছিলাম। আমার মুখে সাধু ভাষা ও ইংরাজী বুলী শুনিয়া বাবা আমার মনে করিয়াছিলেন, আমি যথাকালে একটি ডেপুটী বা পুলিসের দারোগা হইব। কিন্তু একদিন চাষাপাড়ায় এক দাদাঠাকুর আমাদের ঘরে আসিয়া সব মাটি করিয়া দিলেন। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এই দাদাঠাকুরের টোল ছিল। বাবার আদেশমতে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। আমার নাম বক্কেশ্বর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার নাম বক্রেশ্বর হবে; অভিধানে বক্কেশ্বর বলে কোন শব্দ নাই।" নামের আভিধানিক সংস্করণে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাবার তাহাতে অমত হইল। তিনি বলিলেন, "চাষার ছেলে বক্কেশ্বরকে বাঁকাইয়া বক্রেশ্বর করিবার দরকার নেই দাদাঠাকুর! আপনি আশীর্ব্বাদ কর, যেন ছেলে আমার বক্কেশ্বর হয়েই বেঁচে থাকে।" তৎপরে দাদাঠাকুর আমার বিদ্যার কিছু পরিচয় চাহিলেন। আমি ত্রাণকর্ত্তা যীশু এবং পিতাপুত্র ও পবিত্রাত্মা সম্বন্ধে স্কুলে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। শুনিয়া দাদাঠাকুরের আক্কেল্ গুড়ুম্ হইল। তিনি বাবাকে বলিলেন, "বাপু হে,! তোমার ছেলেকে আর পাদ্রীর স্কুলে যেতে দিও না, তা'হলে তোমার ছেলে খৃশ্চান্ হয়ে যাবে।" তিনি বলিলেন, কলিযুগে সকল লোক ম্লেছাচার পরায়ণ হবে, অর্থাৎ বাবুরা সহেব সেজে হোটেলে গিয়ে ব্রাণ্ডী আর খানা খাবে; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ পাবে, অর্থাৎ চাষার ছেলেরা চাষবাস ছেড়ে দিয়ে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হবে, কেউ আর দেবতাব্রাহ্মণকে ভক্তি করবে না। ক্রমে যখন ঘোর কলির

প্রভাবে পৃথিবীতে চার পোয়া পাপ পূর্ণ হবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার হয়ে ঘোড়ায় চড়ে খাপ খোলা তরোয়াল হাতে করে এসে সমস্ত পাপীদের কেটে ফেল্‌বেন। তারপর যুগ উল্টে গিয়ে আবার সত্য যুগ আস্‌বে। দাদাঠাকুর বলিলেন, কলিতে যে এই সকল ব্যাপার হবে মুনি ঋষিরা যোগবলে তা জানতে পেরেছিলেন এবং তাঁরা এই সকল কথা পুরাণে লিখে গিয়েছেন। তিনি অনেক শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণ আওড়াইয়া আমাদিগকে অনেক তত্ত্বকথা শুনাইয়া বিদায় হইলেন। আমি তাঁহার কথাগুলি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলাম। ফলতঃ পরদিবস হইতে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। আমার আর ডেপুটী বা দারোগা হওয়া হইল না। আমি যে চাষার ছেলে সেই চাষার ছেলেই থাকিয়া গেলাম, এবং দিব্য করিলাম যে, কখনও চাষবাসের কায ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইব না।

যথাকালে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটিল। আমি শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছিলাম, এবং এতাবৎ আমার বিবাহ হয় নাই। সুতরাং পিতৃবিয়োগের পর হইতে আমার সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া গেল, আমি মুক্তিপথের পথিক হইলাম। এই সময় এক জটাজূটধারী বাবাজী আসিয়া আমার এই পথের সহায় হইলেন। আমি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। অল্প কালের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম, ইনি একজন সিদ্ধ যোগীপুরুষ। একদিন বাবাজী আমাকে বলিলেন, "বৎস বক্কেশ্বর! তুমি সর্ব্ব-বন্ধনমুক্ত স্বধর্ম্মনিরত জীব, অতএব তোমার কিঞ্চিৎ যোগ শিক্ষা করা আবশ্যক।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব! আমি চাষার

ছেলে, যোগ শিক্ষা করা কি আমার সাধ্য ?" গুরুদেব বলিলেন, "কলিতে যোগ শিক্ষা কর্‌বার সহজ উপায় হচ্ছে গঞ্জিকা। এই উপায়ে যেকোন সাধক বিনা কঠোরে ত্বরায় তুরীয়ানন্দ লাভ কর্‌তে পারে। এই জন্যই গঞ্জিকার আর একটি নাম হচ্ছে ত্বরিতানন্দ। স্বয়ং শঙ্কর এই যোগমার্গ আবিষ্কার করেছেন। এই হেতু এই যুগের যোগীসন্ন্যাসিগণ দিবারাত্র গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি এই দেবদুর্ল্লভ বস্তুর ধূম পান করিয়া যোগমার্গে পদার্পণ কর।" আমি যথানিয়মে গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিলাম।

কিছুদিন সুলভে যোগাভ্যাস করিয়া বুঝিয়াছি, গঞ্জিকা যথার্থই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বস্তু। ইহার ধূমে দেহযষ্টি পক্ক করিয়া এককালে আমি যেমন সারা বর্ষা জল কাদায় ভিজিয়া দক্ষতার সহিত হাল চালাইয়াছি, তেমনই আজ আমি সেই বশ্বেকর আবশ্যকমত গঞ্জিকা সেবন করিয়া কলম চালাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে বেয়াকুব খেতাব অর্জ্জন করিয়াছি। আর আশা করি, ভবিষ্যতে একদিন আমি এই গাঁজা খাইয়াই এঁড়ে গরুর ল্যাজ্ ধরিয়া সশরীরে শিবলোকে যাইতে সক্ষম হইব।

তবে লোকে বলে যে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়, সেকথা কতকটা সত্য। আমি একদিন এই নেশার ঝোঁকে আমাদের জমীদারকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার ফলে আমার পৈত্রিক জমীজমা খসিয়া যায়। আমি এই বলিয়া মনকে বুঝাইলাম যে, যেখানকার জমী সেইখানেই চিরদিন পড়িয়া থাকে, মাঝে থেকে জমীদার ও নৃপতিগণ এই জমী লইয়া মরামারি

কাটাকাটি করিয়া মরেন, এবং তাঁহাদের চন্দনচর্চ্চিত দেহ শেষে ভস্ম ও মাটি হইয়া এই জমীতেই মিশাইয়া যায়।

জমিদারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া আমার চাষের কায ঘুচিয়া যাইবার পর আমি কামার, কুমার, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রি, ধোপা, নাপিত, এমন কি মুটে মজুরের কাযও করিয়াছি; কিন্তু কোন কাযেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। বুঝিয়াছি, গঞ্জিকা তাহার সেবকের সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া তাহাকে সেরেফ সাধনের পথে লইয়া যায়। অতঃপর এক প্রিয়বন্ধু আমাকে বলিল, "ভাই বক্কেশ্বর! তুমি কল্‌কাতায় যাও। তোমার পেটে যখন একটু বিদ্যা আছে, তখন তুমি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে একটি চাকরীর সুবিধা ক'রে নিতে পার্‌বে।"

বন্ধুবরের কথামত আমি কলিকাতায় আসিয়া চাকরীর জন্য সহরের এক নামজাদা ধনাঢ্য বাবুর দ্বারস্থ হইলাম। বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেউ জামীন আছে?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আমরা চাষার ছেলে, খাটিয়ে লোক, আমরা ফাঁকিদারী জানি না। আমি ভদ্রলোক হলে আপনি security * চাইতে পার্‌তেন। আমি গরীব লোক; আমার দ্বারা আপনার তহবিলের embezzlement † হবার সম্ভাবনা নেই।" আমার মুখে ইংরাজী কথা শুনিয়া বাবু একটু অশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আমার নাম বক্কেশ্বর বাগ।"

বাবু। বক্কেশ্বর! তুমি লেখাপড়া জান?

---

* জামীন। † তহ্‌রুপাত।

আমি। আজ্ঞে একটু আধটু জানি।

বাবু। তুমি ইংরেজী কাগজ পড়্‌তে পার?

আমি। আজ্ঞে একটু আধটু পারি।

বাবু। তবে তুমি কেরাণী হও না কেন?

আমি। আজ্ঞে ভগবান্ আমাকে হাত পা দিয়েছেন। আমি হাত পা খাটিয়ে খেতে চাই। আমার বাপ্‌দাদারা খাটিয়ে লোক ছিল। আমি কেরাণীবাবু হ'লে আমার বাপ্‌দাদার নাম ডুব্‌বে। আমাদের বংশে ও-পাপ সইবে না।

বাবু। বক্কেশ্বর! তুমি আগে কি কর্‌তে?

আমি। আজ্ঞে আমি সব রকম কাযই করেছি। আমি চাষের কায জানি; কামার, কুমার, ছুতারের কায জানি; ধোপা নাপিতের কাযও জানি। আমি কুলিমজুরের কাযও কর্‌তে পারি।

বাবু তবে তুমি দেখ্‌ছি সকল কাযই জান।

আমি। আজ্ঞে আমি কতকগুলি কায জানি নি।

বাবু। কি কি কাজ তুমি জান না?

আমি। আজ্ঞে এই ভদ্র বাবুলোকদের ফাঁকিদারী কায-গুলি আমার জানা নেই। বাবুরা ওকালতি, ব্যারিষ্টারী, হাকিমী, ডাক্তারী; ইঞ্জিনিয়ারী, জমীদারী, তেজারতি প্রভৃতি হরেক রকম কায ক'রে দেশের যত গরীব চাষাভুষা আর খাটিয়ে লোকদের মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেরা বড়লোক হন। এই কাযগুলি আমার জানা নেই।

বাবু। আরে বাপু! এসকল হচ্ছে brain work—মগজের

কায। এসব কাযে অনেক বুদ্ধি খরচ কর্‌তে হয়। সকল সভ্যদেশে বিদ্বান্ লোকরা এই সব brain work ক'রে চট্‌পট্ বড়লোক হয়ে পড়ে। বক্কেশ্বর! তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ, আর টাকা রোজগার কর্‌বার জন্য সহরে এসেছ! সুতরাং তুমি কোন রকম brain work ক'রে বড়লোক হ'বার চেষ্টা কর।

আমি। আজ্ঞে আমরা চাষা মানুষ; আমাদের কি brain আছে যে brain work কর্‌ব? হুজুর, আমি বড়লোক হ'তে চাই নি। অনেক লোককে গরীব ক'রে তবে একজন বড়লোক হয়। বড়লোক হওয়া মহা পাপের কায।

বাবু। তোমার দেখ্‌ছি মাথার একটু গোলযোগ আছে। তুমি কোন নেশাটেসা কর?

আমি। আজ্ঞে নেশা কল্লেই কি মাথার গোলযোগ হয়? শুনেছি, কল্‌কাতার বাবুরা অনেকেই ব্রাণ্ডী টেনে থাকেন। তা'বলে কি তাঁদের মাথার ঠিক নেই বল্‌তে হবে? নেশা কল্লেই, হুজুর, মাথা খারাপ হয় না। আমি মধ্যে মধ্যে দু'এক ছিলিম মহাতামাক টেনে থাকি সত্য। আপনি আমায় কায দিয়ে দেখুন। যদি মাথা ঠিক ক'রে আপনার কায করে দিতে না পারি, তখন বল্‌বেন আমার মাথার গোলযোগ আছে।

আমার কথা শুনিয়া বাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "বক্কেশ্বর! তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমারও রোজ রাত্রে দু'চার পাত্র ওল্ড্ ব্রাণ্ডী পান করা অভ্যাস আছে। আমার জলপথ, তোমার ধূমপথ। আমি সর্ব্বজীবে নারায়ণ জ্ঞান ক'রে থাকি। তুমি একটি দরিদ্র নারায়ণ আমার দ্বারস্থ হয়েছ। আমি

ধনী নারায়ণ, আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমাকে আশ্রয় দেওয়া। তুমি আমার বাড়ীতে থাক। আমি তোমাকে ভৃত্যের মত না দেখে বন্ধুর মত দেখ্‌ব।

তদবধি আমি তিন বৎসর এই ধনী নারায়ণের অন্নধ্বংস করিতে লাগিলাম। এই গৃহে অবস্থান কালে বহুবিধ 'নিকম্মা' ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। আমার আশ্রয়-দাতা ধনী নারায়ণ আমাকে একটি অদ্ভুত জীব, পণ্ডিত চাষা ও গঞ্জিকাসেবী বেয়াকুব বক্কেশ্বর বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতেন। আমি প্রত্যহ রাত্রে আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিতাম, এবং গাঁজার ছিলিমে দম লাগাইয়া সাদা কাগজের উপর কলমবাজী করিতাম। পাঠক এই গ্রন্থে আমার যে কয়েকখানি পত্রের পরিচয় পাইবেন, তাহার কয়েকখানি এই সময়েই লেখা হইয়াছিল।

আমি লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকাসেবী হইলেও আমার আশ্রয়দাতার বিশেষ হিতসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। অভাগা বক্কেশ্বরের কয়েকটি বেয়াকুবির ভিতর দিয়াই তাঁহার ভাগ্য গড়িয়া উঠিতে লাগিল। পাঠক এই গ্রন্থে আমার অন্যান্য অনেক বেয়াকুবির পরিচয় পাইলেও, আপাততঃ ঐ কয়েকটী বেয়াকুবির পরিচয় পাইবেন না। মোটের উপর আমার ধনী নারায়ণ ক্রমে লক্ষপতি নারায়ণ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিতেন, "বেয়াকুব বক্কেশ্বরের আয়পয় আছে, সে আজীবন আমার আশ্রয়ে থাকিবে।" ক্রমে অতিরিক্ত অর্থাগমের সঙ্গে তাঁহার মধ্যে ধনমদমত্ততা প্রবেশ করিতে লাগিল, তাঁহার নৈতিক অধঃপতন সূচিত হইল। আমি

কোনও দিন তাঁহার অযথা তোষামোদ করি নাই। এখন কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার কোন কোন কাযের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে লাগিলাম। আমার এই বেয়াদবী ক্রমে ধনী নারায়ণের অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে একদিন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি আমার প্রতি কয়েকটি অকথ্য সকার বকার প্রয়োগ করিলেন। আমি বুঝিলাম, ধনী নারায়ণের গৃহ হইতে তাঁহার বন্ধু দরিদ্র নারায়ণের অন্ন উঠিয়াছে। আমি আমার গাঁজার ছিলিম ও তৈজসপত্রাদি গুছাইয়া লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার "ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে" হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে কিছুদিন পরে ধনী নারায়ণ দম্ভপূর্ণ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া অধীন বক্কেশ্বরকে আবার তাঁহার অন্নধ্বংস করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে আমি বলিয়া পাঠাইলাম,

বরমসিধারা তরুতলে বাসঃ।
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসঃ ॥
বরমিহ ঘোরে নরকে মরণং।
ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণং ॥

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সুতরাং এখন আমার তরুতল আশ্রয় হইয়াছে। এই আস্তানা হইতেই আমি পাঠকবর্গকে আমার যাহাকিছু দিবার ছিল তাহা গ্রন্থাকারে দিয়া দিলাম। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আমার মত গঞ্জিকাসেবী না হইবেন, তাঁহারা এই উপহারের কিম্মৎ বুঝিতে পারিবেন না।

শ্রীবক্কেশ্বর বাগ্‌চী

বঙ্কেশ্বরের বেয়াকুবি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বোধোদয় নামক পুস্তকে সকল বস্তুকে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্ এই তিন ভাগে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের মতে উদ্ভিদেরও নাকি চেতনা আছে। আর আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মতে জড়পদার্থের মধ্যেও পরব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদের বিভাগে বিলক্ষণ গোল বাধিয়াছে। স্থূলভাবে দেখিলে এ গোল আরও পাকা হইয়া দাঁড়ায়। মনে কর আমি বঙ্কেশ্বর বাগ সম্প্রতি একটি চেতন পদার্থ বিশেষ। কিন্তু গাঁজার ছিলিমে জোরে দম লাগাইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ অচেতন হইতে হয়। আবার আমি যদি এই সহরের ভদ্রবাবুদের দলে ভিড়িয়া বহুতর ধড়িবাজী করিয়া ধড়িধক্কা বড়লোক হইয়া

দাঁড়াই, তাহা হইলে তোমরাই তখন আমাকে "আঙুল ফুলে কলাগাছ" বা "ভুঁইফোড়" অর্থাৎ উদ্ভিদ্ বিশেষ বলিবে।

অতএব বিদ্যাসাগরী বিভাগকে বাতিল করিয়া আমি জগতের যাবতীয় বস্তুকে দুইভাগে বিভাগ করিব, যথা "দরকারী" ও "অদরকারী"। ইচ্ছা করিলে তোমরা ইহাকে বক্কেশ্বরী বিভাগ বলিতে পার। দরকারী ও অদরকারীর প্রভেদ কাহাকেও কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। পেটের ভাত ও পরণের কাপড় না হইলে কাহারও চলে না। এগুলি হচ্চে necessaries of life অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। কি রাজা কি ভিখারী, ভাত কাপড় বিনা কাহারও প্রাণ বাঁচে না। যে দেশে বরফ পড়ে সে দেশে খুব গরম পশমী কাপড় ও চামড়ার জুতা না হইলে দেহরক্ষা হয় না। এজন্য আমি এই গুলিকে "দরকারী" বস্তু বলিব। আর, ইলেক্‌ট্রিক্ আলো, ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা, হাওয়াগাড়ী, মখ্‌মল্, কিংখাব প্রভৃতি দ্রব্যের অভাবেও লোকের দিন গুজরান্ হইতে পারে। এজন্য আমি এই সকল সৌখীন জিনিষকে more or less unnecessaries of life অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে অল্প বিস্তর "অদরকারী" বস্তু বলিব। প্রাচীন কালে যখন ধরাধামে এই সকল অদরকারী বস্তু ছিল না তখন মানবজাতির সংসার অচল হয় নাই।

দরকারী অদরকারীর ভেদ বিচার করিতে হইলে কোন কোন স্থলে একটু তর্কযুক্তির আবশ্যক হয়। এই যে আমার একটুখানি কুঁড়ে ঘর, ইহা আমার পক্ষে একটি নিতান্ত দরকারী জিনিষ;

যেহেতু আমরা সপরিবারে রোদবৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য ইহার মধ্যে কোন গতিকে কষ্টে মাথা গুঁজিয়া থাকি। আর তুমি ক্রোড়পতি ধনকুবের, তোমার যে প্রকাণ্ড পাঁচতালা প্রাসাদ, তাহার পাঁচটি মাত্র কামরা তোমার পরিবারবর্গের ব্যবহারে লাগে, বাকী তিপ্পান্নটি কামরা তোমার বড়মানুষী জাহির করিবার জন্য দামী দামী আস্‌বাবে সাজাইয়া রাখিয়াছ। সেগুলি "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়"। তোমার দাসদাসীরা নিত্য এই ঘরগুলির ধূলা ঝাড়িয়া ঘষিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া রাখে। অতএব তোমার এই বিরাট অট্টালিকাকে আমি একটি অদরকারী বস্তু বলিব—অন্ততঃ ইহা তোমার পক্ষে অদরকারী বটে। তবে এই অট্টালিকার মালিক স্বয়ং তুমি একটি দরকারী কি অদরকারী বস্তু তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ হইতে পারে। তোমার সমশ্রেণীর লোক ও তোমার মোসাহেবগণ বলিবে যে, তোমার মত বস্তু দুনিয়ায় দুর্লভ। আর, শ্রমজীবী অর্থাৎ খাটিয়ে লোকেরা বলিবে যে, তুমি একটি বিশিষ্ট "নিকম্মা" বা idler, তোমার হস্তের দ্বারা কোনও দরকারী জিনিষ তৈরি হয় না, অতএব জগতে তোমার মত জীব না থাকিলেও চলে।

ভগবান্ সকল মানুষকেই হাত পা দিয়াছেন। এই হাত পা খাটাইয়া কিছু না কিছু দরকারী জিনিষ তৈরি করা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম—সুতরাং ধর্ম্ম কর্ম্ম। চাষারা চাষ করে, কামার কুমারেরা হাতাবেড়ি ও হাঁড়িকুড়ি গড়ে। এগুলি হচ্ছে তাদের জাতিগত ধর্ম্মকর্ম্ম। এই সকল কাজের ভিতর দিয়াই

যুগ যুগান্তর ধরিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা হইয়া আসিতেছে। এই জন্য আমি স্বহস্তে লাঙ্গল ঠেলিয়া থাকি। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াও এ কুকর্ম্ম করি কেন, আমি বলিব, সেকালের মুনিঋষিরা বেদের মন্ত্র ও উপনিষদ্ রচনা করিতেন এবং স্বহস্তে চাষ করিতেন। রাজর্ষি জনকও নিজের হাতে চাষ করিতেন। এই কাজ করিবার সময় তিনি ক্ষেতে সীতাদেবীকে কুড়াইয়া পান। যদি বল, অতি প্রাচীন অসভ্যতার যুগে বর্ব্বর মুনিঋষিরা যাহা করিতেন, এই সভ্যতার যুগ বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত লোকদের তাহা করা অকর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমি বলিব, চাষার ছেলে বক্কেশ্বর বাগ কিঞ্চিৎ কালির অক্ষর পেটে ঢুকাইয়া বড়ই বেয়াকুবি করিয়াছে, যেহেতু সে তার বাপদাদার কর্ম্ম চাষবাস ছাড়িয়া আজকালকার কলেজের ছেলেদের মত শিক্ষা ও সভ্যতার দোহাই দিয়া পরপিণ্ডভোজী ও ফাঁকিদার হইতে নিতান্তই নারাজ।

হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া যারা পৃথিবীতে আসিয়া স্বহস্তে কিছু না কিছু দরকারী বস্তু প্রস্তুত করার কায একদম বর্জ্জন করেছে তারা নিশ্চয়ই পরপিণ্ডভোজী ফাঁকিদার। আমি যদি নিজের হাতে চাষ করিয়া খাটিয়া ধানচাল প্রস্তুত করি, আর তুমি যদি তাহার কিছুই না করিয়া ছলে বলে কৌশলে আমার তৈরি ধানচালে ভাগ বসাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পরপিণ্ডভোজী ফাঁকিদার না বলিব কেন? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সারা বৎসর খাটিয়া খামারে ফসল তুলিয়াছি, আর তুমি যদি

তলোয়ার বন্দুক লইয়া মার্‌মার্ কাট্‌কাট্ শব্দে আমার খামারের উপর আসিয়া পড়িয়া সেই ফসল লুট করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে শুধু আমি কেন, দুনিয়ার সকল লোকই তোমাকে দস্যু বলিবে। অথবা তুমি যদি কোন সৌখীন অদরকারী জিনিষ তৈরি করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা আমাকে ভুলাইয়া আমার ঐ দরকারী ফসল লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি যখন বুঝিতে পারিব যে, তুমি আমাকে ঠকাইয়াছ, তখন তোমাকে প্রতারক বলিব।

মনে কর আমি বক্কেশ্বর বাগ একটি নিরেট পাড়াগেঁয়ে চাষা। আমি চাষবাস করিয়া পরিবারের সম্বৎসরের খোরাকীর জন্ত আমার ঘরের আঙ্গিনায় দুইটি ধানের মরাই করিয়া রাখিয়াছি। আর মনে কর তুমি একজন জার্ম্মান্ সওদাগর ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার ব্যবসা করিবার জন্ত আমাদের গ্রামে আসিয়াছ। তোমার একখানি পাখা আমার মাথার উপর টাঙ্গাইয়া তাহাতে ব্যাটারী জুড়িয়া দিলে, পাখাখানি বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তোমার পাখার হাওয়া খাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি বলিলাম, "বাঃ! বিনা মেহনতে কি সুন্দর হাওয়া খাওয়া যায়! ভাই, তোমার এই কলের পাখাখানি আমায় কি হ'লে দিতে পার?" তুমি বলিলে, "তোমার একটি মরাই ধান আমাকে দাও, আমি তোমায় পাখাখানি দিচ্ছি।" আমি আয়েস করিয়া হাওয়া খাইবার লোভে তাহাই করিলাম। তুমি মনে মনে আমার বেয়াকুবির তারিফ করিতে করিতে চলিয়া গেলে। দুইটি

মরাইয়ের একটি মরাই ধান তোমাকে দিয়া অর্দ্ধেক বৎসর আমরা ভাতের বদলে তোমার পাখার হাওয়া খাইয়া কাটাইলাম। বল দেখি ভাই, আমাদের সপরিবারের এই অনাহারের জন্য তোমাকে একদিন ভগবানের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে কি না? এ বিষয়ে আমি যে সম্পূর্ণ নিরপরাধী তাহা বলিতেছি না। পরিশ্রম না করিয়া ফাঁকতলে একটু আয়েস ভোগ করিতে সকল মানুষেরই ইচ্ছা হয়। এটি হচ্ছে মানুষ মাত্রেরই একটি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা হচ্ছে আমার পাপ, এটি লঘু পাপ। তুমি আমার এই পাপের ছিদ্র দিয়া ঢুকিয়া আমাকে ঠকাইলে—তুমি আমার ঐ দুর্ব্বলতাকে exploit করিলে। তোমার পাপ গুরুতর। আধাদরে পাইবার লোভে আমার মত যে বেয়াকুব হীরাভ্রমে কাচ কিনিয়া বসে, সে পাপী হইলেও আদালতে দণ্ডনীয় হয় না। সে যে ঠকিল, তাহাই তাহার দণ্ড। কিন্তু যে লোক ঝুঠা মালকে সাচ্চা বলিয়া বিক্রয় করে, আদালতে তাহারই দণ্ড হয়। Unnecessaries of life অর্থাৎ অদরকারী জিনিষ হচ্ছে ঝুঠা মাল। দরকারী জিনিষের সঙ্গে ইহার বিনিময় ভগবানের দণ্ডবিধি আইনে নিষেধ।

তোমরা আলস্যপরতন্ত্র আরামপন্থী ধনীর দল। তোমরা হস্তপদাদির কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত ফাঁকিদার হইয়া দাঁড়াইয়াছ। তোমরা 'টাকা' নামক একটি কৃত্রিম বস্তুর উপর তোমাদের এই ফাঁকিদারী গড়িয়া তুলিয়াছ। তোমরা টাকার বলে ইচ্ছামাত্র সকল দরকারী বস্তু সংগ্রহ করিয়া থাক। তোমরা

কেহই একটি ধান বা একগাছি কাপাস তুলা নিজের হাতে তৈরি করিবে না, অথচ সকলেই সরু চালের ভাত খাইবে ও মিহি সূতার কাপড় পরিবে। জগতে তোমাদের ন্যায় idlers বা ফাঁকিদারের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, চাল ডাল ঘী তেল ও কাপড় চোপড়ের দর ততই চড়িতেছে। আজ যদি সরকার বাহাদুর এরূপ একটি আইন করেন যে, দেশের প্রত্যেক নিকম্মা লোককে দরকারী জিনিষ তৈরি করার জন্য রোজ দু'ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হইবে তাহা হইলে ঐ সকল জিনিষপত্রের দর নামিতে অধিক সময় লাগে না।

তুমি ধনী ভোগবিলাসে মগ্ন হইয়া আছ। তুমি বলিবে হাওয়াগাড়ী বিজলীর পাখা প্রভৃতি সৌখীন ভোগের বস্তুগুলিও নিতান্ত দরকারী জিনিষ। তোমার কথা মানিয়া লইলেও তুমি পার পাও কই? এগুলি যদি এত দরকারী জিনিষ, তবে তুমি ইহার একটিও নিজের হাতে তৈরি কর না কেন? দরিদ্র শ্রমজীবীরা খাটিয়া দেহপাত করিয়া এই সকল জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিবে, আর তুমি নিষ্ক্রিয় আত্মারামের ন্যায় তাহা উপভোগ করিবে, ইহা সঙ্গত নহে। তোমাদের এই irrational life অর্থাৎ অসঙ্গত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার জন্য জগতে পাপের স্রোত প্রবল হইতেছে। ইহা আধুনিক সভ্যতার বিষময় পরিণতি। চীনদেশের বড়ঘরের মেয়েদের শিশুকাল থেকে পায়ে লোহার জুতা পরাইয়া রাখা হইত। এজন্য তাহারা জন্মের মত পঙ্গু হইয়া থাকিত, এক পাও হাঁটিতে পারিত না। কিন্তু

ইহাতে সমাজের মধ্যে তাহাদের সম্মান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইত। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধুনিক সভ্য সমাজে টাকাওয়ালা বড়লোকদের হাত ঐ প্রকারে সোণারূপা দিয়া মুড়িয়া জন্মের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া হয়। এই হাতে তাহারা আর লাঙ্গল ঠেলিতে বা মাকু চালাইতে পারে না। কিন্তু ঠুঁটা জগন্নাথ হইয়াও তাহারা সমাজের মধ্যে মহা সম্মানের আসন দখল করিয়া বসে। এর চেয়ে আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

আমি গরিব মানুষ বাধ্য হইয়া বা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ ও সংযমের পথে চলিয়াছি। তোমার ভোগের জন্য দরকারী জিনিষ হাওয়াগাড়ী ও বিজলীর পাথায় আমার দরকার নাই। তোমার এই দরকারী জিনিষগুলিকে আমি বর্জ্জন করিতে পারি। কিন্তু আমার দরকারী জিনিষ চাল ডালকে তুমি অদরকারী বলিয়া বর্জ্জন করিতে পার না। আমরা উভয়েই যে অন্নগতপ্রাণ। চাষ না করিলে অন্ন জন্মে না; তাই আমি স্বহস্তে চাষ করি। তুমি এই নীচ কাজ করিবে না। কিন্তু তোমার জজিয়তি, ওকালতি, ডাক্তারী ও কেরাণীগিরিতে মাটি খুঁড়িয়া ধানগাছ গজাইবে না। সুতরাং তোমাকে পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া আমার অন্নে ভাগ বসাইতে হইবে। অতএব আমি তোমাকে পরপিণ্ডভোজী বলিতে বাধ্য।

এখন এক রুশিয়া ছাড়া য়ুরোপের আর সকল দেশের লোকই চাষবাসের কায একরকম ছেড়ে দিয়ে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, তাদের সঙ্গতভাবে জীবন যাপন করা ঘুচে গেছে। ইংলণ্ডে যে

শস্যাদি জন্মে তদ্দ্বারা সে দেশের পাঁচ ভাগের একভাগ লোকের সম্বৎসরের খোরাক চলে; বাকী চার ভাগ লোকের খোরাকী তাদের অন্যান্য দেশ থেকে জোগাড় করিতে হয়। ফরাসী ও জার্ম্মানদের অর্দ্ধেক লোকের খাদ্য তাদের দেশে জন্মে; বাকী অর্দ্ধেক লোকের খাদ্য তাহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আনিতে হয়। এই কাযটিকে য়ুরোপের লোক তাদের সাধুভাষায় বলে "acquiring markets" ও "colonial policy"। য়ুরোপের কোন দেশেই চাষের জমীর অভাব নাই। ইংলণ্ডেও চাষের জমী যথেষ্ট আছে। কিন্তু য়ুরোপের লোক চাষবাসের কায করিতে নিতান্ত নারাজ। এই জন্য তারা নিজেদের দেশে চাষবাসের কায না ক'রে বড় বড় চিম্‌নীওয়ালা কলকারখানা খাড়া করেছে, এবং ঐ সকল কলকারখানার মধ্যে তারা অসংখ্য রকম দরকারী ও অদরকারী জিনিষ পর্ব্বতপ্রমাণ প্রস্তুত কর্‌ছে। এই সকল জিনিষের মধ্যে বেশীর ভাগই অদরকারী জিনিষ। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ ছয় দিন কল চালাইতে হইবে; কল বন্ধ রাখিলে কুলিমজুরদের রোজ কামাই যাইবে এবং তাহারা না খেতে পেয়ে ক্ষেপে উঠিবে। আর, কারখানা বন্ধ রাখিলে ধনকুবের মালিকদেরও ক্ষতি হয়। আবার হাজার লোক হাতে যে কাজ এক দিনে করিবে কলে সেই কাজ এক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক দেশের সমস্ত লোকের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ মালের আবশ্যক, তাদের কলকারখানায় তার

চেয়ে লক্ষগুণ অধিক মাল তৈরি হয়। এই মালের অধিকাংশই আবার "অদরকারী" জিনিষ। ইহাই হচ্ছে য়ুরোপের "mad industrialism" অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসার বাতুলতা। এই পর্ব্বতপ্রমাণ মাল ত কাটাইতে হইবে। তাই য়ুরোপবাসীরা তাহাদের ঐ সকল মাল সওদাগরী জাহাজে বোঝাই করিয়া পৃথিবীর নানাদেশে রপ্তানি করে এবং তাহার বিনিময়ে ঐ সকল দেশ থেকে যতকিছু দরকারী জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। য়ুরোপের commerce বা বহির্ব্বাণিজ্যের মানে আমি সাদা কথায় এইরূপ বুঝিয়াছি।

তুমি বল্‌বে, য়ুরোপের লোক বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞান চর্চ্চা ক'রে পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য লুটে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বলেই য়ুরোপের এই অদ্ভুত অভ্যুত্থান। এক হিসাবে তোমার কথা ঠিক। য়ুরোপবাসীরা বাষ্প ও বিদ্যুৎকে তাদের গোলাম করেছে। এই দুই বাহনের পিঠে চড়ে তারা জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে ছ'মাসের পথ ছ'দণ্ডে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এতে তাদের উত্থান কি পতন হয়েছে, তা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তাদের ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, সত্যযুগে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্য আদি মানব আদমের পতন হয়েছিল। আমার মনে হয়, এই কলিযুগে বিজ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়ার ফলে আদমের পাশ্চত্য বংশধরগণের উত্থান বা পতন যাহা হউক কিছু একটা ঘটেছে। এই কারণেই য়ুরোপবাসীদের বর্ত্তমান (irrational life) ফাঁকিদারী অসঙ্গত জীবন ও (mad industrialism)

শিল্প ব্যবসার জন্য উদ্দাম উন্মত্ততা। আর এই দুইটি পাপকর্ম্মকে বজায় রাখিবার জন্য তাদের ম্যাক্সিম, হাউইজার, সব্‌মেরিন্‌, ড্রেড্‌নট্‌, এরোপ্লেন্‌ ও বিষাক্ত গ্যাসের বিরাট আয়োজন; এবং এই সকলের অনিবার্য্য যোগফলে বিশ্বব্যাপী মহাসমর ও লক্ষ লক্ষ মনুষ্য বধ। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বা সিভিলিজেশন হচ্ছে ইহাদের সমবায়। আমাদের ইংরাজীনবীশ বাবুভায়ারা এখন এই সভ্যতার অন্ধ উপাসক। বেয়াকুব বক্কেশ্বর এই সভ্যতাকে ঢাকঢোল বাজাইয়া দরিয়ায় বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করে। আর রুশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বেয়াকুব টলষ্টয় এই সভ্যতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"As every creed has a science of its own, so this faith in 'civilisation' has a science —Sociology, the one aim of which is to justify the false and desperate position in which the people of the Western world now find themselves. The object of this science is to prove that all these inventions, iron clads, telegraphs, nitroglycerine bombs, photographs, electric railways, and all sorts of similar and nasty inventions that stupefy the people and are designed to increase the comfort of the idle classes and to protect them by force, not only

represent something good, but even something sacred predetermined by supreme unalterable laws; and that, therefore, the depravity they call 'civilisation' is a necessary condition of human life, and must inevitably be adopted by all mankind." *

---

* ভাবার্থ,—"সকল মতবাদের পোষকতার এক একটি বিজ্ঞান বা তন্ত্র আছে। সেইরূপ আধুনিক সভ্যতার মতবাদের পোষকতার যে তন্ত্র তাহার নাম হচ্ছে সোসিওলজি বা সমাজবিজ্ঞান। এই সভ্যতার উপাসনা করিতে করিতে পাশ্চাত্য জগৎ আজ মহা বিপদজালে জড়িত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান ইহা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ করিতে চাহে যে, রণতরি, টেলিগ্রাফ্, ডাইনামাইট্ বোমা, ফটোগ্রাফ্ এবং বৈদ্যুতিক রেলওয়ে প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি জগতের অশেষ কল্যাণকর বস্তু। ফলতঃ এই সকল কিম্ভূতকিমাকার আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, এবং ঐ সকলের সাহায্যে সমাজের মধ্যে আলস্যপরতন্ত্র ফাঁকিদারের দল কেবল মাত্র নিজেদের সুখভোগের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে এবং তদ্বারা নিজেদের ফাঁকিদারী বজায় রাখিবার জন্য বল সঞ্চয় করিতেছে। এই ফাঁকিদারী সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিতগণ তাহাদের সমাজবিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহে যে, এই সভ্যতাই হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য এবং তাঁহারই নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত। সুতরাং মানবের যে অধঃপতনের অবস্থাকে 'সভ্যতা' বলে, এই পণ্ডিতগণের মতে সেই অবস্থাই সমগ্র মানবজাতির লক্ষ্য; সুতরাং জগতের সকল জাতি এককালে নিশ্চয়ই এই সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইবে।"

এদেশের শিক্ষিত সমাজের ঘাড়ে এই সভ্যতার ভূত আসিয়া ভর করিয়াছে। এই ভূতগ্রস্ত ইংরাজী নবীশ বাবুদের অধুনা দৌরাত্ম্যের অবধি নাই। য়ুরোপের অনুকরণে ইহারা এদেশে কল কারখানা, ব্যাঙ্ক, কলেজ, হাঁসপাতাল, ষ্টিমার কোম্পানি, স্বদেশী রেজিমেণ্ট, বয়-স্কাউট্, ও অসংখ্য অদরকারী যৌথ কারবার বা লিমিটেড্ কোম্পানি গড়িয়া তুলিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। এই সকল পাশ্চাত্য ভৌতিক উপদ্রব এদেশে কস্মিন কালে ছিল না। এই সকল উপদ্রবের ফলে দেশে নিকম্মার দল যেরূপ হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, আমাদের জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত দরকারী দ্রব্যগুলিও সেই হারে দিন দিন অগ্নিমূল্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। আধুনিক সভ্যতার কৃপায় সমাজের মধ্যে শতকরা দশ জন লোক ধনী হইয়া দাঁড়ায়, আর শত করা বাকী নব্বই জনের হাড়ীর হাল হয়। তাই অধুনা এদেশের সহর গুলিতে নিকম্মা ধনকুবেরদের নিষ্ঠুর ভোগবিলাসের ঢেলখেল, আর মফঃস্বলের প্রতি পল্লিতে ঘরে ঘরে অন্নবস্ত্রের অভাবে ও রোগে শোকে মর্ম্মভেদী হাহাকার।

এই কারণে একদিন আমি গ্রামের ভদ্র ঘরের যুবকবৃন্দকে ডাকিয়া একটি সভা করিয়া বলিলাম,—

"তোমারা লেখাপড়া শিখিয়া হাকিম, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা কেরাণী হইবার জন্য আর চেষ্টা করিও না। আমাদের জীবন ধারণের জন্য অন্নবস্ত্রাদি হচ্ছে নিতান্ত দরকারী জিনিষ। এই সকল দরকারী জিনিষের কিছু না কিছু তোমাদের নিজের

হাতে তৈরি করা চাই। চাষী ও তাঁতীরা ভাত কাপড় তৈরি ক'রে দেবে, আর তোমরা তাই খেয়ে প'রে যদি বাবু হয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, তাহলে আমি তোমাদের ফাঁকিদার বল্‌ব। অতএব তোমরা আজ হ'তে চাষ বাসের কাজে লেগে যাও। এ কাজে বাবুয়ানি চাল ছাড়তে হবে, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে কোমরে গামছা বেঁধে গরুর ল্যাজ মলে জল কাদার ভিতর দিয়ে হাল ঠেল্‌তে হবে। একাজে কষ্ট আছে বটে। কিন্তু একাজ কর্‌লে তোমরা নিজ হাতের চাষের ভাল ভাল জিনিষ পেট ভরে খেতে পাবে, মাঠের মুক্তবায়ু সেবন ক'রে তোমাদের দেহ সুস্থ ও সবল হবে, এবং সহরের সহস্র প্রলোভন হ'তে দূরে থাকায় তোমাদের স্বভাব চরিত্র ভাল থাক্‌বে। তোমরা অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছ। তিনি এই জন্য ব্যারিষ্টারী ছেড়ে চাষবাসের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। অতএব 'back to the land' * যেন এখন থেকে তোমাদের মন্ত্র হয়।"

আমার হিতোপদেশ শুনিয়া একজন যুবক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "কি ? আমরা ভদ্র ঘরের ছেলে ; তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা যে আমাদের চাষা হ'তে বল ?" আর একজন যুবক বলিল, "আমি উকিল না হ'তে পার্‌লেও উকিলের মুহুরি হয়ে মক্কেলের টাকা ভেঙ্গে জেলে যেতে পার্‌ব, তবু হাল বা মাকু ঠেল্‌তে পার্‌ব না।" তার পর আর একজন যুবক সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমরা সকলেই ভদ্র বংশের সন্তান। আমাদের মধ্যে যে

---

* চাষবাসের কাযে ফিরে এস।

পারবে সে উকিল মোক্তার ডাক্তার দারোগা বা নিদেন পক্ষে মটর ড্রাইভার হবে। যে তা হ'তে না পারবে সে যেন বন্দুক ঘাড়ে ক'রে মেসপটেমিয়ায় চলে যায়। সেখানে সে লড়াই ফতে ক'রে ভিক্টোরিয়া ক্রশ্ পাবে। এত পথ খোলা থাকতে কি দুঃখে আমাদের চাষ করতে হবে? তুমি নিতান্ত বেয়াকুব, তাই আমাদের তোমার মত চাষী হ'বার পরামর্শ দিচ্ছ।" যুবকদের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি মাফ কর বাপধনগণ, আর আমি এমন কথা মুখে আনব না।" তদবধি আমি বুঝিয়াছি যে. ভদ্র ঘরের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ বা ফেল হইয়া সহরে আসিয়া চাকরীর চেষ্টায় টোটো কোম্পানির আফিসে ছুটাছুটি করিতে করিতে যখন তাহাদের পায়ের বাঁধন ছিড়িয়া আসিবে তখন তাহাদের কর্ম্মক্ষয় হইবে। তৎপূর্ব্বে তাহাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিবে না, সুতরাং এ বেয়াকুবের কথাও তাহাদের কাণে স্থান পাইবে না।

একদিন এক রাজনৈতিক সভায় দেশের এক বিরাট নেতা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়া বলিতেছিলেন যে, ভারতের কৃষক-বৃন্দকে জাগাইতে হইবে, যেহেতু তাহারা না জাগিলে দেশ জাগিবে না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়, আপনি টাউন হলে বক্তৃতা করিবেন ও সংবাদপত্র লিখিতে থাকিবেন; আপনার পুত্র শামলা মাথায় দিয়া আদালতে হাকিমের এজলাসে বক্তৃতা করিতে থাকিবে; আপনার ভাগ্নে ও শালা মার্চ্চেণ্ট আফিসে সারাদিন কলম পিষিতে থাকিবে।

আপনারা কেহই প্রাণ থাকিতে চাষাদের সঙ্গে মিশিয়া চাষবাস করিবেন না। সুতরাং আপনারা চাষাদের জাগাইবেন কি করিয়া ?"

বক্তামহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমরা কাগজ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া ভারতের বিশকোটী চাষাকে অনায়াসে জাগাইতে পারিব। আমাদের কলমের খোঁচা খেয়ে ও গলাবাজি শুনে মরা মানুষও জেগে ওঠে। এই সামান্য কাযের জন্য আমাদের চাষার সঙ্গে মিশে চাষা হ'তে হবে না।" তাঁর এই সঙ্গত জবাবে সভাস্থলে আমাকে বেয়াকুব বনিতে হইল।

আধুনিক ফাঁকিদারী সভ্যতার বিরুদ্ধে আমি যেখানে কোন কথা বলিয়াছি, সেই খানেই আমাকে হাসি ঠাট্টা খাইতে হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, ইহা কাল-মাহাত্ম্য। এই ঘোর কলিযুগে মনুষ্যসমাজে পুরা টনটনে চার পোয়া পাপ ঢুকিয়াছে। এই হেতু বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরেক রকম labour saving machineryর * আবিষ্কার ও প্রচলনের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। এখন কলে কাপড় চোপড় বোনা, মানুষের যাতায়াত এবং সংবাদ সরবরাহ হইতেছে। ক্রমে কলের সাহায্যে ফাঁকতালে আমাদের বক্তৃতা, পানভোজন, মলমূত্রত্যাগ ও বংশবৃদ্ধির কার্য্যও সম্পাদিত হইবে। তখন মানব জাতির বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে কাটিয়া ফেলিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আধুনিক ফাঁকিদারী সভ্যতার

* হাতের খাটুনি লাঘব করিবার যন্ত্র।

চরম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে চূড়ান্ত ফাঁকিদার করিয়া তোলা। কালপ্রভাবে পৃথিবীতে যে পরিমাণে এই ফাঁকিদারী বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে মানবজাতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুখশান্তি লোপ পাইতেছে। ভগবান মানুষকে উড়িবার পাখা দেন নাই। কিন্তু সে এখন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ফাঁকতলে পাখীর ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। এখন এক দেশের লোক এরোপ্লেনে চড়িয়া উড়িয়া গিয়া আর এক দেশের লোকদের উপর বোমা ফেলিয়া অনন্ত পাপ অর্জ্জন করিতেছে।

সত্যযুগের প্রথমভাগে জগতে বিন্দুমাত্র পাপ ছিল না। তখন সকল লোক পূর্ণমাত্রায় স্বধর্ম্মনিরত ছিল। তখন "ন দণ্ডং ন চ দণ্ডিতং" অর্থাৎ কাহাকেও দণ্ড দিতে হইত না, সুতরাং দণ্ডদাতা রাজারও আবশ্যক ছিল না। সত্যের শেষভাগে সমাজে এক পোয়া পাপ প্রবেশ করিল, তখন কতকগুলি লোক ফাঁকিদার বা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তখন রাজপদের সৃষ্টি করা হইল। মান্ধাতা প্রভৃতি দু'চারজন রাজা সত্যযুগের শেষ ভাগে দণ্ডধারী হইয়া সিংহাসনে বসিল। তাহারা বলিল, "আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট লোকদের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় স্বধর্ম্মনিরত করিব।" কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত ঘটিল। রাজপদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে স্বধর্ম্মচ্যুতি ও ফাঁকিদারী বাড়িতে লাগিল। সত্যযুগের রাজারা অবশ্য স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নাই, তাহারা নিজ হাতে চাষের কায করিত।

কিন্তু তাহাদের পরবর্ত্তি কালের রাজারা ক্রমে নিজ হাতে চাষ করার কায ছাড়িয়া দিয়া চূড়ান্ত ফাঁকিদার হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া যত রাজকর্ম্মচারী ও রাজসৈন্যগণ কৃষিজীবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মানবসমাজের মধ্যে একটি বিরাট idle class বা ফাঁকিদারের দল গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

এই জন্য সত্যের পর ত্রেতায় দুই পোয়া, ও তৎপরে দ্বাপরে তিন পোয়া পাপ সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন কলিযুগে চার পোয়া পাপ পূর্ণ হইয়াছে। বুঝি বা কিছুকালের মধ্যে সভ্যতার চরমোৎকর্ষের ফলে পাপের মাত্রা চার পোয়ারও উপরে উঠিবে।

এই যুগের নিকম্মা ফাঁকিদারগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা হস্তপদাদির কর্ম্ম না করিয়া brain work বা মগজের কায করেন। যে মগজের কায মানবজাতির rational life বা ধর্ম্মজীবনের সহায়তা করে তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আধুনিক সভ্যসমাজে শ্রমজীবীদের খাটুনির ফল ঠকাইয়া খাইবার বিবিধ ফাঁকিদারী ফন্দিগুলিকেই brain work বা মগজের কায বলিয়া পেশ করা হয়। গরিব চাষা আদালতে গিয়া যাহাদের জালে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় তাহারাও মগজের কায করে। রোগী আরোগ্য হইবার আশায় যাহাদের হাতে পড়িয়া ধনে প্রাণে মারা যায় তাহারাও মগজের কায করে। হতভাগ্য দেনদার যাহাদের কাছে ঋণ করিয়া ভিটামাটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহারাও মগজের কায করে। যাহারা

বৈজ্ঞানিক লেবরেটরিতে বসিয়া নূতন নূতন মানুষমারা কল ও বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কার করিতেছে তাহারাও মগজের কাষ করিতেছে। কলির মাহাত্ম্যে সভ্যসমাজের এইরূপ অসংখ্য রকম মগজের কাযের জন্য ভূভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভূভারহারীর আসন টলিতে আর কত বিলম্ব আছে জানি না।

কিন্তু কলির এত প্রাদুর্ভাব দেখিয়াও আমার হতাশ হইবার কারণ নাই, যেহেতু আমি শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান্ হিন্দু। আমার ধ্রুব বিশ্বাস আছে যে, কলির অন্তে আবার সেই আদি সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে এবং তখন পৃথিবী হইতে সকল রকম ফাঁকিদারী নিঃশেষে লোপ পাইবে। তখন সকল লোক আবার স্বধর্ম্মনিরত হইবে, সমাজে আর পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। আমার এই কথা শুনিয়া হয়ত তোমরা কিঞ্চিৎ পরিহাস করিয়া আমাকে একটি গঞ্জিকাসেবী হিন্দু বলিবে। কিন্তু তোমাদের জানা না থাকিতে পারে যে, গঞ্জিকা সেবনে মানবের অন্তর্দৃষ্টি সহজে খুলিয়া যায় এবং তখন দূর ভবিষ্যতের চিত্রপট তাহার চিদাকাশে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। আমার জীবনে বহুবার এই সত্যের উপলব্ধি ঘটিয়াছে।

একদিবস আমি সত্যযুগের প্রতীক্ষায় গাঁজার ছিলিমে দম লাগাইয়া দেবাদিদেবের অনুকরণে সমাধিস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তখন অকস্মাৎ আমার অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দেখিলাম, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া মহাপ্রলয়ের ঝড় উঠিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন ভীষণ বজ্রাঘাত, উল্কাপাত

ও ভূকম্পন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে যত বড় বড় স্তম্ভ অট্টালিকা ও কলকারখানার গগনচুম্বী চিম্‌নি ও চূড়া সকল চুরমার হইয়া ধূলিসাৎ হইল। ট্রেণসহ রেললাইন সকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল। অর্ণবপোত সকলকে সাগরবক্ষ হইতে উড়াইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে নিক্ষেপ করা হইল। প্রলয়প্লাবনে আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ ছোট বড় সহর সকল ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল। তখন সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া বায়ুগামী শ্বেতাশ্বপৃষ্ঠে বিদ্যুৎজ্বালাময় নিষ্কোষিত অসি হস্তে এক অগ্নিময় দিব্য পুরুষকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহার কপালে ইংরাজীতে অস্পষ্টভাবে কি লেখা আছে, তাহা demo কি demon ঠিক পড়িতে পারা গেল না। তখন চারিদিক্ হইতে একটা আর্ত্তধ্বনি উঠিল যে কল্কি অবতার আসিয়াছেন। আমি চিরদিন non-violence বা অহিংসার উপাসক। আমি ভয়বিহ্বল কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে সেই দিব্যপুরুষকে বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি যে আমার চিরপ্রেমময় হরি! তোমার এ জিঘাংসাময় মূর্ত্তি আমি আর দেখ্‌তে পারছি না। সৃষ্টি যে রসাতলে যায় প্রভো! তুমি এই ভীষণ মূর্ত্তি সম্বরণ কর।" তখন ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া এই দৈববাণী হইল,—"ভূভারহরণ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমার আগমন। এখন থেকে সকলকে আবার স্বধর্ম্মনিরত হ'তে হবে। আজ থেকে পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ।" এই বলিয়া কল্কিদেব অন্তর্দ্ধান হইলেন। প্রকৃতির সকল উপদ্রব মুহূর্ত্তমধ্যে থামিয়া গেল। অতঃপর দেখিলাম,

সভ্যতার তিরোভাব হইয়া প্রাচীন বর্ব্বরতার পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, সকলকেই আবার লাঙ্গল ঠেলিতে হইতেছে। জেপলীন্, সাব্‌মেরিণ্, হাউইজার প্রভৃতি বিদ্যাগুলি গুপ্তবিদ্যা হইয়া গিয়াছে, এবং যুদ্ধবিদ্যা লুপ্তবিদ্যা হইয়াছে। আর, এই নবযুগের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও মৃৎস্তরের পরীক্ষা করিয়া অতীত কলিযুগের লুপ্ত সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের গ্রামের জমীদার বাবু প্রায় সারা বৎসর কলিকাতাতেই বাস করিতেন। জমীদারীতে আমরা কেহ কখন তাঁহার টিকি দেখিতে পাইতাম না। এদিকে তাঁহার আমলা ও পাইক পিয়াদাদের পীড়নে জমীদারীর সকল প্রজা সর্ব্বদা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িত। ক্রমে সকলের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল তখন আমি জমীদার বাবুকে এই পত্রখানি লিখিলাম,—

"হুজুর!

আমি যে জমীজমা করি তাহার জন্য গত দশবৎসর যাবত আপনাকে ভূস্বামী জ্ঞানে রাজকর দিয়া আসিতেছি। সকল প্রজাই জমীদারকে খাজনা দিয়া থাকে। শাস্ত্রে জমীর উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশকে রাজকর বলে। ইহা নাকি রাজা বা ভূস্বামীর ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা। সম্প্রতি আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। সে কারণে আমার মনে আপনার ভূস্বামিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আপনার ভূস্বামিত্বের বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি অজুহাত আছে।

"প্রথমতঃ, আমি ভূ অর্থে মৃত্তিকাখণ্ড বুঝি। আপনি এই 'ভূ'র স্বামী হইলেন কিরূপে তাহা বুঝিতে পারি না। মন্ত্রোচ্চারণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া স্ত্রীর উপর পুরুষের স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, চলিত ভাষায় ইহাকে বিবাহকার্য্য বলে। কোন মৃত্তিকাখণ্ডের

সহিত আপনার এইরূপ বিবাহ হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সুতরাং আপনি ভূস্বামী বলিয়া আপনাকে জাহির করিয়া সত্যের অপলাপ করিতেছেন। পক্ষান্তরে, আমরা কৃষক, আমরাই প্রকৃত ভূস্বামী, যেহেতু আমরাই 'ভূ'কে কর্ষণ করিয়া তাহার গর্ভ হইতে ফলশস্য উৎপাদন করিয়া থাকি। এই কারণেই ইংরাজীতে আমাদিগকে husband-men অর্থাৎ 'স্বামী মনুষ্য' বলে। কেবল একমাত্র অগ্নিদেব কেন, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ আদি সকল দেবতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া আমাদের ক্ষেত্রকর্ষণ ও শস্য উৎপাদন রূপ স্বামীকার্য্যের সহায়তা করেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই আমাদের ভূস্বামিত্বের সাক্ষী। প্রথম দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাপতি স্যার জেম্‌স কেয়ার্ড এই সত্যটি ভালরকম বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি এদেশে free peasant proprietary * গঠনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে আমরাই যথার্থ ভূস্বামী।

"হুজুর! আপনি স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ না করিয়াও ভূস্বামী হইয়া বসিয়াছেন। তবে ভূমির পরিবর্ত্তে আপনি প্রজাদের ভিটামাটি কর্ষণ করিতেছেন, একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। জলকষ্ট দূর করিবার জন্য প্রজা তাহার জমীতে পুকুর বা কূয়া কাটাইবে, আপনি এজন্য তাহার নিকট হইতে নজর-সেলামী আদায় করিবেন এবং আপনার আমলা পেয়াদারাও সঙ্গে সঙ্গে কিছু তহুরী আদায় করিয়া লইবে। রায়ত বেচারা গাছ পুঁতিবে এবং অনেক কষ্টে তাহাকে বড় করিয়া তুলিবে, কিন্তু তাহার আবশ্যক

* স্বাধীন কৃষক যে স্বয়ং জমীর মালিক।

হইলে সে গাছ সে নিজে কাটিতে পারিবে না—আপনি ভূস্বামী বলিয়া স্বেচ্ছামত তাহা কাটিয়া লইয়া যাইবেন। আপনার পুত্র-কন্যার বিবাহ এবং হাতী ও মটরগাড়ী খরিদের সময় গরিব প্রজাদের কাছ থেকে মাথট বা মাগন আদায় করিবেন; আবার সেই প্রজাদের ছেলেমেয়ের বিবাহের সময় আপনি মাড়োচা আদায় করিতে ভুলিবেন না। আপনি যথার্থ শাঁখের করাত—আসিতেও কাটিবেন, যাইতেও কাটিবেন। আপনি দরিদ্র রায়তের নিকট হইতে খাজনার কিস্তি-খেলাপী সুদ পর্য্যন্ত আদায় করিয়া থাকেন; আবার আবশ্যক হইলে তাহাকে বিনা বেতনে বেগার খাটাইয়া লন। নাম খারিজের সময় প্রজা হুজুরকে নজর-সেলামী দিতে বাধ্য। আবার সে যখন হুজুরের দর্শন লাভ করিতে আসিবে তখন তাহাকে হাজীরা-নজর হাতে করিয়া আসিতে হইবে। প্রজা মরিয়া পচিয়া আপনারই জমীতে সার হইয়া মিশিয়া যাইবে, তথাপি তাহার কবর খননের জন্য আপনার নজর চাই। শ্মশান ও গোরস্থানের জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনি এই বাজে আদায়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। আপনার earth hunger বা জমীর ক্ষুধা বাড়িয়া যাওয়ায় প্রজাদের গোচারণের মাঠ ও ভাগাড় পর্য্যন্ত আপনার উদরস্থ হইয়াছে। বাস্তু ও বারোয়ারীর জমী হুজুর কর্ত্তৃক বহুপূর্ব্বে বাজেয়াপ্ত হইলেও হুজুরের আমলাগণ বারোয়ারী, বাস্তুপূজা ও গ্রাম খরচার নাম করিয়া এখনও প্রজাদের দোহন করিতে ছাড়ে না। হুজুরের পেয়াদা বরকন্দাজেরা তলব চিঠি লইয়া প্রজার বাড়ী গিয়া তাহার

কাছে রোজ খোরাকী আদায় করে, যেহেতু তাহাকে মালখানায় দেওয়া, চৌদ্দ পোয়া করা ও শ্যামচাঁদ লাগানর ভার তাহাদেরই উপর ন্যস্ত আছে। হুজুরের এ সকল ব্যবস্থার কথা অদ্যাবধি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে পৌঁছায় নাই।

"হুজুর হয়ত বলিবেন যে, সরকার বাহাদুর যখন আপনাকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করেন, তখন এ সকল কায করিবার আপনার অধিকার আছে, যেহেতু আপনি ভূস্বামী। আমি কিন্তু বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাসের এক লুপ্ত পৃষ্ঠা হইতে আপনার কিঞ্চিৎ কুলের পরিচয় জ্ঞাত হইয়াছি। আপনার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নবাব সায়েস্তা খাঁর গণিকার বাজার-সরকার ছিলেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন তিনি নবাব বাহাদুরের মোসাহেবী করিয়া জায়গীর প্রাপ্ত হন। তৎপরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই জায়গীরের মালিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তদবধি আপনারা ভূস্বামী। আপনি ওয়ারিশান সূত্রে ভূস্বামী হইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পৃথিবীর আর কয়েকজন বিখ্যাত জ্ঞানীলোক একবাক্যে বলিয়াছেন 'all inheritance is theft' অর্থাৎ ওয়ারিশান সূত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহা অপহরণ। সুতরাং ঐ সকল বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদিগের মতে আপনি লোকসাধারণের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াই ভূস্বামী হইয়াছেন। আপনি যখন ভূস্বামী বলিয়া পরিচয় দেন, তখন মা বসুমতীও হাস্য করেন। আপনাকে একটি শ্লোক শুনাইতেছি,—

মৃত্যুঃ শরীর গোপ্তারং স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বামীনং পুত্রবৎসলং ॥

অর্থাৎ, কোন লোক যখন তাহার কুলটা স্ত্রীর জারজ সন্তানকে নিজের ঔরসজাত সন্তান জ্ঞানে আদর করিতে থাকে, তখন তাহার দুশ্চরিত্রা স্ত্রী তাহা দেখিয়া যেমন মুখ টিপিয়া হাসিতে থাকে ও মনে মনে বলে, 'দেখ, কার ছেলেকে কে আদর করছে'; এবং কোন লোক যখন তাহার শরীরের তোয়াজ করে তখন যমরাজ যেমন তাহা দেখিয়া হাস্য করেন, যেহেতু এই দেহ পরিণামে তাঁহারই অধিকারে আসিবে, সেইরূপ কোন ভূস্বামী যখন আপনাকে জমীদার জ্ঞানে মনে মনে গর্ব্ব করেন তখন বসুন্ধরাও সেইরূপ হাসিতে থাকেন, যেহেতু জমী প্রকৃতপক্ষে ভূস্বামীর নহে।

"সে যাহা হউক, হুজুর যদি একটি কায করিতে পারেন তাহা হইলে আমি হুজুরকে আমার ক্ষেতের ফসলের ষষ্ঠাংশ কেন, অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত অকাতরে দিতে পারিব। আমি প্রখর রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এবং বর্ষাকালে সারাদিন জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাটি কাটিয়া ক্ষেতে আল দিব, লাঙ্গল ঠেলিব, মই দিব, বীজ বপন করিব, জল সেচিব অথবা কাঠ ফাটা রৌদ্রে বৃষ্টির জন্য হাঁ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিব, আর ফসল পাকিলে তাহা কাটিয়া মাড়িয়া শস্য গোলাজাত করিব; আর হুজুর সহরে থাকিয়া মখ্‌মলে মোড়া দেড় ফুট উঁচু গদির উপর শয়ন করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়া খাইয়া বৎসরান্তে আমার ফসলের ষষ্ঠাংশ দাবী করিবেন, এরূপ কখনই হইতে পারে না। আপনি

ঐ স্প্রীংএর গদি থেকে নেমে এসে কোমরে গামছা বেঁধে আমার সঙ্গে একযোগে লাঙ্গল ঠেলুন, আমি ফসলের অর্দ্ধাংশ আপনাকে বিনা আপত্তিতে দিব। তখন ঐ অর্দ্ধাংশে আপনার ধর্ম্মসঙ্গত দাবী দাঁড়াইবে।"

"হুজুর মনে করিবেন না যে, আমি আপনার সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষা করিতেছি। আমি দরিদ্র হইলেও হুজুরকে আমার চেয়ে সুখী বা ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি না। আমি সারাদিন পরিশ্রম করি বলিয়া রাত্রে আমার পর্ণকুটীরে তৃণশয্যায় পরম শান্তিতে প্রগাঢ় নিদ্রাসুখ ভোগ করি। আর আপনি আলস্যপরতন্ত্র বলিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও অনিদ্রায় ছটফট্ করেন। আপনি নিত্য দু'বেলা যে কালিয়া পোলাও ও ক্ষীর সর নবনী খান তাহাতে আমি হিংসা করি না। তবে আপনার ঐ সকল অতি সারবান্ দ্রব্য আহার করায় আমার কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আপত্তি আছে। আপনারা নিকম্মা, দৈহিক পরিশ্রম করেন না, সুতরাং প্রত্যহ আপনাদের মাংসপেশীর অধিক ক্ষয় হয় না। আমরা খাটিয়ে লোক, সর্ব্বদা খাটুনির জন্য আমাদের মাংসপেশীর নিত্য অধিক ক্ষয় হয়। মানবদেহের এই ক্ষয় পূরণের জন্যই খাদ্যের আবশ্যক। সুতরাং আপনাদের জন্য কেবল একটু জলসাগু পথ্যই যথেষ্ট। আর ক্ষীর সর নবনী প্রভৃতি আমাদেরই আহার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু আমাদের পরিশ্রমজনিত নিত্য দেহের ক্ষয় অত্যন্ত অধিক। প্রকৃতির নিয়মানুসারে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, তাঁহা-

দিগকে brain work বা মগজের কায করিতে হয়, সেজন্য তাঁহাদের সারবান খাদ্য আহার করা আবশ্যক। এ কথা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের মতে দীর্ঘ উপবাসে মগজ যেরূপ পরিষ্কার হয় ও সুন্দরভাবে কার্য্য করে সেরূপ আর কিছুতে হয় না। দুই পাঁচ দিন উপবাস করিয়া থাকিলে জ্যামিতি ও বীজগণিতের অতি কঠিন সমস্যা সহজে মীমাংসা করিতে পারা যায়। অতএব মগজের কাযের জন্য অনাহার বা খুব লঘু আহার আবশ্যক।"

"আহার বিষয়ে এই সকল নিয়ম অমান্য করিয়া আপনারা অনর্থক কতকগুলি অতি সারবান ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু উদরস্থ করেন বলিয়া আপনাদের শরীরে বিস্তর foreign matter বা বাজে জিনিষ জমিতে থাকে, ইহাকেই মেদ বৃদ্ধি বলে। হুজুরের যে অত্যন্ত মেদ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাই তাহার কারণ। এই মেদ বৃদ্ধির জন্য হুজুরকে আধোবায়ু নিঃসরণের সময় ভৃত্যদের সাহায্য লইতে হয়।"

"হুজুর! আপনার দেহের অপটুতা দেখিয়া আমার দয়া হয়। আমি নিজের হাতে চায করি বলিয়া আমার কর্ম্মপটু সবল দেহ। আপনি একজন নিকম্মা ফাঁকিদার। আপনার এই ফাঁকিদারীর জন্য ভগবান আপনাকে দণ্ড দিয়াছেন। আপনি একটু দীর্ঘ পথ হাঁটিতে পারিবেন না, এক মাইল পথ যাইতে হইলে আপনার মটর গাড়ী ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই তড়িৎগতি বাহন আপনার অপটু দেহের মাংসপিণ্ড বহন করিয়া রাস্তাঘাট ধূলায় আঁধার করিয়া

যখন নক্ষত্রবেগে ছুটিতে থাকে ও আপনি তাহাতে বসিয়া বিপরীত বায়ুসন্তাড়নে হাঁপাইতে থাকেন, তখন আমরা চাষাভুষা ও কুলী-মজুর লোক মাথায় মোট করিয়া পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আপনার হাওয়াগাড়ীর ধূলা খাইয়া ধন্য হই, আর সেই ধূলার সঙ্গে যক্ষ্মা নিউমোনিয়া প্রভৃতি নানা রোগের বীজ হজম করিয়া দেহের রোগ-নিবারক শক্তি বাড়াইয়া লই। আর বৃষ্টির সময় যখন আপনার ঐ মটর রথচক্র সবেগে চারিদিকে জলকাদা ছিটাইতে থাকে, তখন আমরা পথবাহী পদচারী দরিদ্র লোক তাহা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নন্দোৎসব-দধিকাদার আনন্দ উপভোগ করি এবং আপনাকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিই। আর আমাদের দেশের বড় বড় সহরে প্রতি বৎসর হাজার হাজার অল্পায়ু লোক আপনাদের সাক্ষাৎ যমরূপী নিঃশব্দপদসঞ্চারী হাওয়াগাড়ীর চাকার তলে পড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। তাহাদের দেহমুক্ত আত্মা সর্ব্বদা ভগবানকে বলি-তেছে, 'হে ঠাকুর মর্ত্তলোকে এমন একটা ঝড় বা ঘুর্ণিবায়ু পাঠাইয়া দাও যাহা এই সকল হাওয়াগাড়ীকে সওয়ারী সমেত এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া স্বর্গে আনিয়া হাজির করিবে। যাঁহাদের হাওয়াগাড়ীর কৃপায় আমাদের অনায়াসে এই স্বর্গলাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে এখানে আনিয়া আমাদের এই স্বর্গসুখের অংশীদার করিতে ইচ্ছা করি।'

"শুনা যায় হুজুরের স্বর্গীয় পিতামহ নিজের জমীদারীতে প্রজাদের মধ্যেই বাস করিতেন। তিনি কখনও কলিকাতায় যাইতেন না। পল্লিজীবন তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি

আট হাতী ধুতি পরিয়া গামছা কাঁধে করিয়া প্রজাদের চাষবাসের কায দেখিয়া বেড়াইতেন। গ্রামের মুচী চটী জুতা তৈরি করিত, তিনি তাহাই পরিতেন। গ্রামের কুমার হাঁড়ি কুড়ি প্রস্তুত করিত, তাঁহার সংসারে তাহারই ব্যবহার হইত। গ্রামের কামার হাতা বেড়ি গড়িত, তিনি তাহার শতমুখে প্রশংসা করিতেন এবং আবশ্যক মত তাহা খরিদ করিতেন। গ্রামের তাঁতি প্রজা ধুতি উড়ানি বুনিত, তিনি আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত তাহাই পরিতেন। জমীদারের দৃষ্টান্তের অনুসরণে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ গ্রামের তৈরি জিনিষপত্রে আপনাদের সমস্ত অভাব মোচন করিতেন। তখন পল্লিসমাজের সকল লোকের জীবনে সংযম ও সরল ভাব ছিল। গ্রামের উপার্জ্জনশীল ধনীলোকেরা নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের ভিতর দিয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেন। হুজুরের পিতামহের আমলে হুজুরদের বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ উপলক্ষে মহা ধুমধাম হইত। এতদ্ব্যতীত তীর্থযাত্রা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দানসাগর শ্রাদ্ধ ও তুলট প্রভৃতি আরও বহুপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্ম হইত। এই সকল ক্রিয়াকর্ম্মের কেবল একটিমাত্র অর্থ ছিল, 'দরিদ্রান্ ভর-কৌন্তেয়'। জমীদারীর আয়ের অধিকাংশই হুজুরের পিতামহের হাত দিয়া এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম ও দান উপলক্ষ করিয়া আবার প্রজাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। যাহাদের ধন লইয়া তাঁহার ধন-সম্পত্তি, তিনি সেই ধন এই উপায়ে আবার তাহাদিগকেই ফিরাইয়া দিতেন। ইহার ফলে সমাজের রস সমাজেই ফিরিয়া আসিত এবং তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিত। সেকালের জমীদার ছিলেন প্রজা-

দের patriarch বা গোষ্ঠীপতি। তিনি প্রজাদিগকে সন্তানের মত দেখিতেন ; তাহাদের সকল বিবাদ স্বয়ং নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, সুতরাং আদালতে আনাগোনা করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। ভূস্বামীর পুণ্যে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইত, সকল প্রজার ঘর ধনধান্যে পূর্ণ থাকিত। এই কারণে তখন সকলে উদর পুরিয়া খাইতে পাইত, সুতরাং সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি ও ধর্ম্মভাব বিরাজ করিত।

"আর হুজুর হচ্ছেন একালের সভ্য ভূস্বামী। হুজুরের আমলে সেকালের সমস্ত ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। আপনি জমীদারী ছাড়িয়া সম্বৎসর সহরেই বাস করেন এবং জমীদারীর আয়ের সদ্ব্যয় করিয়া সহরের নানাবিধ সুখ ভোগ করেন। আপনার আমলে সে বার মাসে তের পার্ব্বণ আর নাই। আপনার দেশের বাটীতে দোল দুর্গোৎসব আদি যা দু'একটি ক্রিয়া হয়, তা আর প্রাচীন কালের মত সাত্বিক ভাবে হয় না। তদুপলক্ষে আপনি কলিকাতা থেকে বাইজী, থিয়েটার, বিলাতী খানা ও হুইস্কীর আমদানী করেন। আপনার তীর্থ হচ্ছে দার্জ্জিলিং, সিমলা ও মশুরী। এই সকল তীর্থে জমীদারীর আয় লুটাইয়া দিয়া আপনি চতুর্ব্বর্গ লাভ করেন। আপনার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আপনার গ্রামের শিক্ষিত লোকরাও গ্রাম ছাড়িয়া নগরবাসী হইতেছে। তাহাদের দেখাদেখি গ্রামের কৃষিজীবীরাও চাষবাস ছাড়িয়া দলে দলে সহরে আসিয়া কলকারখানায় চাকরী লইতেছে এবং সহরের পাপে

ডুবিয়া যাইতেছে। লোকাভাবে গ্রাম জঙ্গলে পূর্ণ হইতেছে এবং তাহাতে ম্যালেরিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। এদিকে আপনার সহরের ব্যয়বাহুল্য সঙ্কুলানের জন্য জমীদারীর হতভাগ্য প্রজাদের শোষণ ও পেষণ বাড়িয়া যাইতেছে। কেবল আপনার জমীদারীর কথা বলি কেন? অধিকাংশ জমীদারের জমীদারীতে প্রজাদের অল্পবিস্তর এই হাল। দেশে লক্ষ্মীর দৃষ্টির অভাবে ষষ্ঠীর দৃষ্টি বাড়িতেছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক জেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু আবাদী জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে না। ভূমিকরের সীমা ও নিশ্চয়তা নাই, বিলি বন্দোবস্ত স্থায়ী নহে। কৃষকেরা ঋণদায়ে নিত্য নিষ্পেষিত। সুতরাং দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।' একালের ভূস্বামী-দিগের অসঙ্গতভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পাপে পল্লিসমাজের ধ্বংস ও দেশব্যাপী হাহাকার।

"অতএব হুজুরের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি অচিরে সহর ছাড়িয়া আপনার জমীদারীতে আসিয়া প্রজাদের মা বাপ হইয়া বসুন, এবং একালের তথাকথিত সভ্য চালচলন ছাড়িয়া সেকালের মোটা চাল ধরিয়া নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পল্লিসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করুন। মোট কথা এই—আপনাকে আমাদের মধ্যে আসিয়া কোন না কোন প্রকারে খাটিতে হইবে। আপনাকে আমাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হইতে হইবে। রুমের বাদসাহ খালিফকেও পেটের খোরাকীর জন্য দরিয়ার কিনারায় বসিয়া নিত্য স্বহস্তে

একটি করিয়া টুপি সেলাই করিতে হইত। এই জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেবও নিজের হাতে টুপি তৈরি করিতেন এবং তাহা বাজারে বেচিতে পাঠাইতেন। সেই অর্থে তাঁহার রুটী খরিদ হইত। আপনি যদি এইরূপে নিজের খোরাকীর জন্য কিছু না কিছু দৈহিক শ্রম করিতে প্রস্তুত থাকেন এবং জমীদারীর সকল আয় প্রজাদের হিতার্থে ব্যয় করিতে রাজী হন, তবেই আমি আপনাকে আমার ভূস্বামী বলিয়া মানিতে পারিব। নচেৎ আপনি যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আধুনিক ফাঁকিদারী সভ্যতায় মজিয়া দূরস্থ প্রজাদের দুঃখ ভুলিয়া স্বয়ং দিবারাত্র সহরের মজা লুটিতে থাকেন, তাহা হইলে আমিও মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট সম্পত্তি ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম্ এই পঞ্চভূতে সকল মানবের ভগবান প্রদত্ত সমান অধিকার, মানুষ বায়ু হইতে শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া, পুষ্করিণী ও নদী থেকে জল পান করিয়া, এবং ভূমি হইতে শস্যাদি উৎপাদন করিয়া তাহা খাইয়া জীবনধারণ করিবে। এ অধিকারে কেহ তাহাকে কোন প্রকারে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সুতরাং এখন হইতে আপনার ভূস্বামিত্বের বড়াই চলিবে না। নিবেদন ইতি—

শ্রীবক্কেশ্বর বাগ।"

এই পত্র লেখা নিষ্ফল হয় নাই। যেহেতু ইহা পাঠ করিয়া জমীদারবাবুকে তাঁহার জমীদারীতে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল। তিনি বরকন্দাজ পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে

তাঁহার কাছারীবাড়ীতে লইয়া গেলেন। জমীদারবাবু আমার পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিলেন। আমি বলিলাম, "হুজুর! আমি উপর্য্যুপরি তিন ছিলিম মহাতামাক সেবন করিয়া আপনাকে ঐ পত্র লিখিয়াছিলাম। সুতরাং তাহা ভাল না হইবে কেন?" জমীদারবাবু বলিলেন, "বক্কেশ্বর! আমি তোমার পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। তোমার নামে আর বাকী খাজনার নালিশ করা হইবে না।" অতঃপর তাঁহার আদেশ ক্রমে কাছারীর দ্বারবানদ্বয় তাহাদের নাগরা নামক চর্ম্মপাদুকার দ্বারা আমার পৃষ্ঠদেশে দামামাধ্বনি করিয়া সবিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিল। আমার দুই চক্ষু ফাটিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জেলা কোর্টের এক উকিলবাবু আমাদের গ্রামের অনেক চাষার মামলা মোকর্দ্দমা করিতেন। তিনি আদালতে এবং বহুতর সভায় বেশ তেজের সহিত বক্তৃতা করিতে পারিতেন। গলাবাজীর জোরেই তিনি সকল দিকে বিলক্ষণ পসার জমাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি সকলকে বলিতেন যে, আইন-ব্যবসায়িগণই দেশের একমাত্র নেতা, যেহেতু তাঁহাদের আইন আদালতের ভিতর দিয়াই দেশোদ্ধারের যত কিছু কায আছে তাহা করিতে হইবে। আমার মনে কিন্তু এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল যে, উকিল ব্যারিষ্টার বাবুরা আইনের ভিতর দিয়া দেশোদ্ধারের অছিলা করিয়া আত্মোদ্ধারের পথ প্রশস্ত করেন। এই জন্য আমি আমাদের উক্ত উকিলবাবুকে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলাম,—

"উকিলবাবু!

আমরা চাষবাস করিয়া সারা বৎসর খাটিয়া যাহা কিছু রোজগার করি তাহার বার আনা রকম অংশ আদালতে গিয়া মামলা মকোর্দ্দমায় খরচ করি। বাকী-খাজনার নালিশে ও ধান কাটার মোকর্দ্দমায় আমরা হাল গরু বেচিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উল্টে কর্জ্জদার হইয়া পড়ি। আদালতে আমরা যে অর্থের শ্রাদ্ধ করি তাহার বেশীভাগ আপনাদের পেটে প্রবেশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমরা যে বৃষ্টিতে ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া প্রাতঃকাল

হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খাটিয়া মরি, তাহা কেবল আপনাদিগকে বড়-লোক করিয়া দিবার জন্য।

"সুবিচারের জন্য আইন আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিচারের কাযে সাহায্য করিবার ভার আপনাদের উপরে। এ অতি মহৎ কায। এ কাযে বিস্তর পুণ্য আছে। সেকালের য়ুরোপের নাইট্ টেম্প্লারগণ নিঃস্বার্থ ভাবে টাকা না লইয়া এই কায করিয়া ধন্য হইতেন। বর্ত্তমান কালে আপনারাই তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের ঐ পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পুণ্য কার্য্যের ভিতর দিয়া এখন আপনারা একটি সুন্দর ব্যবসা চালাইয়া দিয়াছেন, এটি আপনাদের মহা রোজগারের পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক ব্যক্তি খুন করার অপরাধে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইল, তাহার ফাঁসী হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়াইল; সে ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন আপনাদের স্মরণাপন্ন হইল। আপনারা আদালতে বিস্তর লড়ালড়ি করিয়া হাকিম ও জুরীদিগের সঙ্গে অনেক ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া তাহাকে ফাঁসী থেকে বাঁচাইলেন সত্য, কিন্তু এই মোকর্দ্দমায় আপনাদের উদর পূরণ করিয়া বেচারীকে পথের ভিখারী হইতে হইল। হয়ত এই আসামী সম্পূর্ণ নিরপরাধী, সে বাস্তবিক খুন করে নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আপনাদের একালের সভ্য আইন আদালতের কলে পড়িয়া তাহাকে নিদারুণ অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হইল। এখন হইতে তাহার ছেলেপিলেরা ক্ষুধার সময় আহার পাইবে না। অর্থাভাবে তাহাদের পড়াশুনা করা ঘটিয়া উঠিবে না। এজন্য তাহারা সম্ভবতঃ মানুষ না হইয়া পশু

হইয়া দাঁড়াইবে এবং চিরদিন সাধ্যমত সমাজের অনিষ্ট করিবে। তাহাদের এই ভাবী পাপের জন্য আপনারা যে কি পরিমাণে দায়ী তাহা একবার হিসাব করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আপনারা এখন যদি এই হিসাব না করেন, তাহা হইলে যাহারা আপনাদের শোষণে সম্প্রতি ফকির হইতেছে তাহাদের ভাবী বংশধরগণ একদিন না একদিন আপনাদের কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ বুঝিয়া লইবে।

"উকিলবাবু! আপনারা সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে লাইসেন্স্ পাইয়া আইনের কারবারে প্রচুর লাভ করিয়া এক নূতন aristocracy * গঠন করিতেছেন। দেশের পুরাতন বুনিয়াদী জমীদারগণ এখন দেউলিয়া হইয়া যাইতেছেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আইন ব্যবসার শীর্ষস্থানে, তাঁহারা লক্ষপতি ক্রোড়-পতি হইতেছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে এমন বলিহারী আইনের ব্যবসা ছিল না। তখন অপরাধী ব্যক্তির যে ধর্ম্মতঃ যথাযথ একটা বিচার না হইত এমন নহে। তবে প্রাচীন যুগের বিচার ছিল একটা সরাসরি সাদাসিধা ব্যাপার, তাহার ভিতর এত মেচ্‌কো ফের ও ফাঁকিদারী ছিল না। সমাজের শ্রদ্ধাভাজন গোষ্ঠীপতি বা পঞ্চায়েতদিগের বিচারে প্রকৃত দোষী ব্যক্তি দণ্ডের হাত এড়াইতে পারিত না। সেকালের বিচার ও একালের বিচারে এই প্রভেদ।

"সেকালে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া টাকার লেন দেন হইত। সেকালের হরিশ চাটুয্যে গোপাল ঘোষের কাছ থেকে দুইশত

* ধনী সম্প্রদায়।

টাকা গোপনে কর্জ্জ করিয়া আনিল, গ্রামের কাক পক্ষী পর্য্যন্ত কেহই এই টাকা ধারের কথা জানিল না। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে এই টাকা ধারের কথা জানিত কেবল হরিশের দিদিমা ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী—ওরফে গ্রামের ব্রহ্মদিদি। তখন তিন বৎসরে তমাদীর আইন ছিল না। পাঁচ সাত বৎসর পরে অভাবে পড়িয়া হরিশের দুর্ম্মতি হইল, সে গোপালের কাছে ঋণ অস্বীকার করিল। গোপাল অগত্যা গ্রামের পঞ্চায়েতমণ্ডলীর নিকট নালিশ দায়ের করিল এবং বলিল যে টাকা লেন দেনের কথা জ্ঞাত আছেন একমাত্র ব্রহ্মদিদি। পঞ্চায়েতের দুইজন মোড়ল ঘাটে স্নান করিতে যাইবার সময় গামছা কাঁধে করিয়া হরিশ চাটুয্যের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া 'ব্রহ্মদিদি কোথায় গো!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে একেবারে অন্দর মহলে ঢুকিয়া গেল। ব্রহ্মদিদি ব্রাহ্মণের ঘরের প্রাচীনা বিধবা। তিনি হরিশের টাকা ধার লওয়ার কথা যাহা জানিতেন তাহা সব বলিয়া দিলেন, কিছুই গোপন করিলেন না। গোপাল সহজেই ডিক্রী পাইল। এই হইল সেকালের পঞ্চায়েতের বিচার।

"উকিলবাবু! আপনারা একালের আইন-ব্যবসায়ী। আপনাদের হাল আইনে কর্জ্জ করার জন্য হয়েছে ষ্ট্যাম্প কাগজে রেজেষ্টারী করা দলিল, তাহাতে খাতকের স্বাক্ষর ও তাহার বাম হাতের বুড়া আঙ্গুলের ছাপ, এবং অধিকন্তু দুই চারিজন সাক্ষীর সই। একালের হরিশ চাটুয্যে একালের গোপাল ঘোষের নিকট এই রকম রেজেষ্টারী করা দলিল দিয়া দুই হাজার টাকা কর্জ্জ

করিল। যথাকালে আপনাদের আদালতে এই লেন দেন লইয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। আপনারা উপযুক্ত ফী পাইয়া বিচারের সহায়তার জন্ত বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। হরিশ এই রেজেষ্টারী করা দলিল ও তাহার স্বাক্ষর অস্বীকার করিল। দলিলের স্বাক্ষীর মধ্যে যাহারা সাক্ষ্য দিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহাদের সাক্ষাতে টাকার আদান প্রদান হয় নাই। হস্তাক্ষর প্রমাণের বিশেষজ্ঞ স্বাক্ষী অর্থাৎ hand-writing expert এজাহার দিলেন যে খাতকের স্বাক্ষর genuine অর্থাৎ প্রকৃত না হইলেও হইতে পারে। একালের হরিশ চাটুয্যের ব্রহ্মদিদিও টাকা লেন দেনের কথা জানিতেন। কিন্তু বাদীপক্ষ কিছুতেই তাঁহার জবানবন্দি করাইতে পারিলেন না। ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী যে ভীষণ শিরঃপীড়ায় এজাহার দিতে একান্ত অক্ষম, প্রতিবাদীপক্ষ হইতে যথামূল্যে সংগৃহীত এই মর্ম্মের এক সিভিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট্ দাখিল করার ফলে বাদী পক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। তৎপরে উভয় পক্ষের উকিল বাবুদের তুমুল সওয়াল-জবাবের ঝড়ে প্রমাণ-সমুদ্র মথিত হইল। সর্ব্বশেষে হাকিম বাহাদুর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন। আপনাদের একালের সভ্য আইন আদালতের কৃপায় এবং আপনাদের কেরামতিতে গোপাল ঘোষের হক পাওনা টাকা উড়িয়া গেল।

"উকিলবাবু! আপনাদের আদালতের আর একটি স্থায় বিচারের গল্প আপনাকে শুনাইব। এক জমীদারের একটী গরীব চাষা প্রজার দ্বিতীয়পক্ষের একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ছিল। এই

পরস্ত্রীটির উপর জমীদার বাবুর কুদৃষ্টি পড়িল। তিনি অনেক প্রলোভন দেখাইয়াও তাহাকে কুলের বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন রাত্রে তাহার স্বামীর স্থানান্তরে যাওয়ার সুযোগে জমীদারবাবু পাইক লাঠিয়াল পাঠাইয়া যুবতীকে বল-পূর্ব্বক তাহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। এই ঘটনায় চারিদিকে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। যুবতীর স্বামী পরদিবস বাড়ী আসিয়া সকল ব্যাপার অবগত হইল, এবং মহাকুমার থানায় গিয়া জমীদারের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিল। যথাকালে দারোগাবাবু তদন্তে আসিলেন। জমীদারবাবু কিছু মোটা রকমের অর্থব্যয় করিয়া পুলিস তদন্তের পূর্ব্বক্ষণে আবশ্যকীয় তদ্বির করিলেন। দারোগাবাবু ঘটনা সত্য নহে বলিয়া রিপোর্ট লিখিয়া আসামীকে চালান না দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে কেস্‌টি বার আনা রকম হাল্‌কা হইয়া গেল। শেষে চাষা বেচারা সদরে গিয়া আদালতে দরখাস্ত করিয়া জমীদারের বিরুদ্ধে মোক-র্দ্দমা রুজু করিল। এই মোকর্দ্দমায় উক্ত জমীদারবাবু হাজার দশেক টাকা খরচ করিয়া জেলার বড় বড় উকিল ও হাইকোর্টের একজন বড় ব্যারিষ্টারকে তাঁহার পক্ষে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তাহার ফলে সকল চার্জ্জ উড়িয়া গেল। তখন জমীদারবাবু তাঁহার জয় ঘোষণার জন্য ঢাক ঢোল বাজাইয়া গ্রামের কালীবাড়ীতে মহা ধুমধামের সহিত পূজা দিলেন। বাবুর মোসাহেবগণ বলিল, 'বলং বলং অর্থ বলং।' গ্রামের লোকসাধারণ চুপি চুপি বলিল, 'কাল মাহাত্ম্য! ঘোর কলি!' কারণ, সকলেই জানিত যে,

জমীদারবাবু তখনও প্রকাশ্যভাবে ঐ চাষার স্ত্রীকে তাঁহার বাগান-বাড়ীতে রাখিয়া উপভোগ করিতেছিলেন। বলুন দেখি উকিল-বাবু! আজ যদি আপনাদের আইন আদালত ও পুলিস না থাকিত, আর যদি দেশে ধনের আদর ও জমীদারের কদর না থাকিত, তাহা হইলে ঐ নরাধম পাষণ্ড কি নিস্তার পাইত? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, গ্রামের জনসাধারণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিত।

"উকিলবাবু! আপনাদের আইন আদালতের বিচার বিভ্রাটের উদাহরণ আর কত দেখাইব? সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, মামলা মোকর্দ্দমায় যে পক্ষ যত অধিক টাকা ঢালিতে পারিবে, সে পক্ষের ততই অধিক জয় লাভের সম্ভাবনা। কিছুদিন পরে justice বা বিচার নামক বস্তুটি যে সোণা রূপার মত ভরি দরে বিক্রয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধুনিক সভ্যতার স্রোত যতই প্রবল হইতেছে, penalogy, judiciary ও penitentiary * ততই ফ্যালাও হইতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচার নামক বস্তুটি একেবারে অদৃশ্য না হইলেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে নিরপরাধীর দণ্ড ও অপরাধীর অব্যাহতির পথ প্রশস্ত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে আপনাদের লাভ বই লোকসান নাই। আপনারা আইন-ব্যবসায়ী, আপনাদের লাভের ব্যবসা ইহার ভিতর দিয়াই দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। আপনাদের এই ব্যবসাদারীর জন্য বিচারের

---

* আইন বিচার ও কারাতন্ত্র।

ব্যাপারটি জুয়াখেলায় পরিণত হইয়াছে। বাদী প্রতিবাদীর কোন আদালতে হারজিতের স্থিরতা নাই, কেহ বা নিম্ন-আদালতে হারিয়া আপীল-আদালতে জয়লাভ করিতেছে, কাহারও বা নিম্ন আদালতগুলিতে জয়লাভ হইয়া শেষ আপীল আদালতে ভরাডুবি হইতেছে। এই ভাবে আশা মরীচিকার দ্বারা প্রতারিত হইয়া বাদী প্রতিবাদী সর্ব্বস্বান্ত হইতে থাকে, কিন্তু আপনারা আইনব্যবসায়ী, কি নিম্ন-আদালত কি উচ্চ আপীল-আদালত, আপনাদের সর্ব্বত্রই জয়জয়কার! হতভাগ্য মামলাবাজ দেশের লোকের সর্ব্বনাশের উপর আপনাদের সুখৈশ্বর্য্য গড়িয়া তুলিতেছেন। তবে দেশের ইতর-সাধারণ লোকের দৌরাত্ম্যে যদি কোথাও মার্শাল ল জারী হয় তাহা হইলেই আপনাদের চক্ষু স্থির। মিলিটারী আদালতে আপনাদের কেরামতি চলে না, সেখানে আপনাদের নজিরের পাততাড়ি ও ব্যবসার জাল গুটাইতে হয়। এই কারণেই মামলায় সর্ব্বস্বান্ত গরীব লোকেরা মার্শাল ল ভালবাসে। এই জন্যই বোধ হয় সেদিন পাঞ্জাবের দরিদ্র লোকসাধারণ 'মার্শাল ল কি জয়!' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। আমিও এই জন্য বলি, আপনাদের আইন আদালতের চেয়ে মার্শাল ল ভাল, যেহেতু সেখানে এক কোপে বিচারের ব্যবস্থা।

"আইনের ব্যবসায়ে আপনাদের আর এক দিক দিয়া বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। আজকাল এদেশের রাজনীতির ব্যবসাও আইন ব্যবসার অন্তর্গত। বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টারেরাই কংগ্রেস,

কন্‌ফারেন্স গুলির সর্দ্দার পাণ্ডা। আপনি যে এখন সামান্ত উকিল যদুগোপাল ঘোষ, আপনিও পলিটিক্‌স করিয়া একদিন যুগপৎ ন্যাশন্তাল কংগ্রেসের সভাপতি এবং লাট মজলিসের মাননীয় সদস্ত হইতে পারেন। একবার লাট মজলিসে বসিয়া সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হিসাব করিয়া চলিতে ও বলিতে পারিলে আপনি সাগর পার হইয়া বিলাতে ভারত-সচিবের কাউন্সিলের মেম্বর হইতে পারিবেন, এবং ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলে আপনি লর্ড ঘোষ হইয়া হাউস্ অফ্ লর্ড্‌সে আসন গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি লর্ড সিংহ সাহেবের এই পদপ্রাপ্তিতে ভারতের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। What man has done, man can do
আপনি সম্রাটের কৃপাদৃষ্টির প্রসাদাৎ লর্ড ঘোষ হইলে একদিন লাট সাহেব হইয়া His Excellency Lord Ghose রূপে বঙ্গের বা দিল্লীর মসনদে আসিয়া বসা আপনার পক্ষে অসম্ভব না হইতেও পারে। তখন আমরা দেশের যত গরীব চাষা মজুর লোক আনন্দে দিশাহারা হইয়া বলিব, 'আমাদের ঘোষজা লাট সাহেব হয়ে এসেছেন, আর আমাদের দুঃখ থাকবে না, এইবারে চালের দর দশ টাকা থেকে নেমে আড়াই টাকা হবে।' আমাদের পলিটিক্‌স হচ্ছে পেটের মধ্যে। একদিন আমরা মামলা করিয়া হাল গরু পর্য্যন্ত আপনার পেটে ঢুকাইয়াছি। সুতরাং যখন আপনি লাট হইয়া দেশে ফিরিবেন, তখন আমরা আপনার

* একজন মানুষ যাহা করিতে পারিয়াছে তাহা আর একজন মানুষও করিতে পারিবে।

অনুগ্রহে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাব এরূপ আশা করা কি আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হবে? যদি আপনি দেশে ধান চাল সস্তা করিয়া দিতে পারেন, তবেই বলিব যে, উকিল ব্যারিষ্টার বাবুরা স্বার্থক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা না করিতে পারিয়া যদি আপনারা ভারতের ও বিলাতের ব্যাঙ্কে কেবল লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইতে থাকেন, তাহা হইলে আমি বক্কেশ্বর বাগ জঠর জ্বালায় অধীর হইয়া ভগবানকে বলিব, "হে ঠাকুর! সর্ব্বনেশে আইনের ব্যবসা ঘুচিয়ে দাও, দেশে আবার পঞ্চায়েতের বিচার চলিত কর, সত্যযুগ ফিরে আসুক, দেশের বিশ কোটী চাষার আদালতে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হবার পথ বন্ধ হয়ে যাক্।

শ্রীবক্কেশ্বর বাগ।"

এই পত্রের উত্তরে উকিলবাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন, "বক্কেশ্বর! আমি তোমাকে আমার মামলা যোগাড় করিবার 'catching clerk' অর্থাৎ টাউট্ নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। কিছুদিন এই কায করিলে তোমার সকল বেয়াকুবি ঘুঁচিয়া যাইবে। তখন আদালতের মাটিতে যে কত রস আছে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া তাহাতে একেবারে মজিয়া যাইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাকে একবার কয়েকমাস কলিকাতায় বাস করিতে হইয়াছিল। তখন দেখিয়াছিলাম, দেশের যত নিকম্মা লোক সহরে আসিয়া গাঁদি দিয়াছে এবং কেবল টাকা রোজগার করিবার জন্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সকলে দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতেছে। এখানে ডাক্তারবাবুরা সাহেব সাজিয়া হাওয়া-গাড়ী চড়িয়া চিকিৎসার ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। আমাদের পাড়ায় ডাক্তার রামগোপাল বসু এম. বি. মহাশয় এক চেটিয়া পসার জমাইয়াছিলেন। তিনি রোগ আরোগ্য করিতে সিদ্ধহস্ত না হইলেও অর্থ উপার্জ্জনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রামগোপাল বাবু সর্ব্বদা বিলক্ষণ চালের উপর চলিতেন এবং তাঁহার রোগীদিগকে ফোঁড়া-ফুঁড়ি না করিয়া মরিতে দিতেন না। সকলে বলিত, যাহার আয়ু ফুরাইয়াছে তাহাকে মরিতেই হইবে, তবে এই ডাক্তারবাবু চিকিৎসার চূড়ান্ত না করিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেন না। আমি ডাক্তার রামগোপাল বাবুকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলাম,—

"ডাক্তারবাবু!

আমাদের শাস্ত্রে আছে, '<u>শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ</u>।' সুতরাং আপনি যদি এতাবৎ হাজার লোকের

প্রাণ বধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শাস্ত্রমতে নিশ্চয় চিকিৎসক হইয়াছেন। এখন যদি আপনি একবার বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া আপনার পদবীর গায়ে Edin. বা London জুড়িয়া কিছু পসার জমাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার হাজার হাজার লোককে ধনে প্রাণে মারিবার অধিকার জন্মিবে। তখন একটা ফোঁড়া কাটিতে ছুরি ধরিলে আপনি দু'শ টাকা চার্জ্জ করিতে পারিবেন; আর প্রসব করাইবার জন্য শাঁড়াষী ধরিলে পাঁচ'শ টাকা চার্জ্জ করিবেন। সুতরাং আপনার হাতের ঐ ফোঁড়া কাটা ছুরি-খানিকে আমি গৃহস্থকে জবাই করিবার ছুরি বলিব, আর আপনার প্রসবের শাঁড়াষীকে বিপন্ন গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব পাক দিয়া টানিয়া বাহির করিবার শাঁড়াষী বলিব। আমার এই সত্য কথায় আপনি রাগ করিবেন না। আপনাদের ব্যবসা learned profe-ssion হইতে পারে, কিন্তু তাহা noble profession হইতে পারে না। আপনারা বলেন, রোগে মৃত্যুর হার কমাইয়া দেওয়াই হচ্ছে ডাক্তারীর উদ্দেশ্য। এজন্য আপনাদের তন্ত্রে নিত্য নূতন নূতন ভ্যাক্সিন্ ও অ্যাণ্টি-টক্সিন্ এবং অসংখ্য নূতন নূতন ঔষধ বাহির হইতেছে। কিন্তু আপনারা মানবজাতির রোগে মৃত্যুর হার তিলমাত্র কমাইতে পারিয়াছেন কি? এক বৎসরে এক ভারতবর্ষেই ষাট লক্ষ লোক কেবল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা পড়িল। প্লেগে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর কত লোক মরিতেছে তাহার কথা আর কি বলিব। এই সকল রোগের কাছে আপ-নাদের বিদ্যাকে হার মানিতে হইয়াছে। গীতায় স্বয়ং ভগবান

বলিয়াছেন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ' অর্থাৎ আমি লোক-ক্ষয়কারী কাল। ভূভার হরণের জন্ম তিনি রোগে লোকক্ষয় করিয়া থাকেন। মানুষ অমর হইলে পৃথিবীতে লোক থাকিবার স্থান সঙ্কুলান হইত না। এই কারণে জগতে মানুষ মরা দরকার। আপনারা এই সরল সত্য কথাটি না বুঝিয়া ভগবানের লোকক্ষয়কর কার্য্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছেন। আপনারা নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া কতকগুলি সাবেক রোগকে কতকটা কায়দা করিয়া বড়াই করিতেছেন; আর কালরূপী ভগবান আপনাদের কায ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া হাসিতেছেন এবং আপনাদের মাথা ঘুরাইয়া দিবার জন্ম নূতন নূতন রোগ পাঠাইতেছেন। ভগবানের সঙ্গে আপনাদের বেশ এক প্রকার সংগ্রাম চলিয়াছে। আপনারা ভগবানকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, আপনারা রোগে লোকক্ষয় কমাইতে পারিবেন না। মানুষ পাপের ফলে অন্যান্য যন্ত্রণার মধ্যে রোগ-যন্ত্রণাও ভোগ করে। তাহার পাপক্ষয় না হওয়া অবধি রোগযন্ত্রণা ঘুচে না। এই কারণে পাপক্ষয়ের পূর্ব্বে ডাক্তারের ঔষধে এক রোগের যন্ত্রণা দূর হইলে সঙ্গে সঙ্গে বা অনতিবিলম্বে আর এক রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং জগতে যতদিন পাপাচার প্রবল থাকিবে ততদিন আপনারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বলে মানবজাতির রোগ-যন্ত্রণার সমষ্টির বিন্দুমাত্র লাঘব করিতে পারিবেন না। তবে এইরূপে রোগারোগ্যের ও রোগযন্ত্রণা লাঘবের ভাণ করিয়া ফাঁকি দিয়া দেশের লোকের প্রচুর অর্থ হরণ করিয়া আপনারা রাজভোগে

থাকিতে পারিবেন এবং মটর-গাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইতে সক্ষম হইবেন।

"যখন মড়ক হইয়া দেশের লোকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় তখনই আপনাদের পৌষমাস। তখন আপনাদের আহার নিদ্রার সময় থাকে না, তখন আপনাদের আনন্দ ধরে না। কি পুণ্যের ব্যবসা আপনাদের! এক ব্যক্তি রোগে বিপন্ন হইয়া আপনাকে ডাকিল। আপনি গিয়া নাড়ী টিপিয়া বুকে চোং বসাইয়া পেট পাঁজরা ঠুকিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ, সম্ভবতঃ টাইফয়েড্, কন্‌সাল্টেশনের জন্য একজন বড় ডাক্তার ডাকা আবশ্যক। এই বড় ডাক্তার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনার পীড়িত স্ত্রীকে ফী না লইয়া তিন দিন দেখিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহাকে কিছু টাকা পাওয়াইয়া দেওয়া দরকার, নচেৎ আপনার ধর্ম্ম থাকে না। আর, বড় ডাক্তার আসিলে দামী দামী দরকারী অদরকারী অনেক রকম ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন হয়, তাহাতে আপনার ডাক্তারখানার বিশেষ লাভ বই লোকসান নাই। অধিকন্তু, কন্‌সাল্টেশনের বড় ডাক্তার আপনার হাত ধরা, তিনিও বিলক্ষণ ব্যবসাদার, নতুবা বড় ডাক্তার হইলেন কি করিয়া। তিনি আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া আপনার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন গুলি দেখিয়া বলিলেন, 'ডাক্তার বোস যেরূপ চিকিৎসা করিতেছেন, তাহাতে কোন ভুলচুক হয় নাই।' সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার এই বাচনিক সার্টিফিকেটে সেই পাড়ায় আপনার খুব প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। বড় ডাক্তার তাঁহার মোটা

ফী পকেটস্থ করিবার সময় বলিলেন—রোগীর রক্তটা একবার একজামিন্ করা হউক, তাহাতে রোগটি টাইফয়েড্ কিনা ঠিক জানা যাইবে। তখন আরও ষোল টাকা ব্যয় করিয়া রক্ত পরীক্ষা করা হইল এবং তাহার রিপোর্ট আসিল 'Widal negative' অর্থাৎ সম্ভবতঃ টাইফয়েড্ নয়।

"কিন্তু রোগ টাইফয়েড্ না হইলেও আপনারা সকলে মিলিয়া মিছামিছি গৃহস্থকে যে শতাবধি টাকার ঋণগ্রস্ত করাইলেন ইহাই হইল আপনাদের কেরামতি। এই ঋণদায়ে এই গরীব গৃহস্থের কাচ্ছাবাচ্ছাকে যে কতদিন আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে এবং তাহাতে তাহাদের কিরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে তাহা আপনারা একবার ভাবিয়া দেখেন কি? চিকিৎসার কায এইরূপ দোকান-দারীতে পরিণত করিয়া আপনারা সমাজের দারিদ্র্য বাড়াইয়া দিতেছেন। আপনারা চিকিৎসক, রোগনির্ণয় সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ বা ভুল হইতে পারে। কিন্তু এই সন্দেহ বা ভুলের জন্য আপনাদেরই দণ্ড লওয়া উচিত। আপনাদের ভুল ভ্রান্তির জন্য রোগীর অর্থদণ্ড হয় কেন? আপনারা রোগ আরোগ্য করিয়া পারিতোষিক লইতে পারেন। এই প্রথা প্রচলিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। যেখানে আপনারা রোগ আরোগ্য করিতে না পারিবেন সেখানে কিছুই পাইবেন না। প্রাচীন কালে এদেশে এইরূপ নিয়মই প্রচলিত ছিল। তখন রোগীর আরোগ্যলাভের পর পাড়ার মুরুব্বিগণ উপস্থিত থাকিয়া সন্তোষজনকরূপে বৈদ্যবিদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। এ ব্যবস্থার

মধ্যে কোন পক্ষেই প্রতারণা প্রবেশ করিতে পারিত না। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারেরা রোগীর বাড়ী পদার্পণ করিয়াই ফীর জন্য হাত পাতিতেন না, যেহেতু স্বর্গে প্রবঞ্চনা চলিত না। তবে আপনারা মর্ত্ত্যের অশ্বিনীকুমার, আপনারা বলিতে পারেন যে, কলিযুগের বিংশ শতাব্দীতে আপনাদের মটরগাড়ীর পেট্রল খরচ অত্যন্ত অধিক হয়, সুতরাং রোগীকে ধনে প্রাণে মারিবার আপনাদের অধিকার আছে।

"ডাক্তার বাবু! আপনি বুকে হাত দিয়া ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন কি যে সর্ব্বত্রই আপনারা রোগীর আরোগ্য-কামনা করিয়া থাকেন? আপনি এক রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—পাঁচদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় সে যাত্রা সে বাঁচিয়া গেল এবং আপনাকে মিথ্যা-বাদী হইতে হইল। আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে বলিবেন—হায়! এ রোগীর মৃত্যু হইল না কেন? সে মরিলে আপনার কথা ও মুখ রক্ষা হইত। কি মহাপাতকের ব্যবসা আপনাদের! আমাদের গ্রামে এক বসন্ত রোগের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার ঘরে এক শীতলাদেবী ছিল। মা শীতলা সারা বৎসর রসুই ঘরে এক উঁচু মাচার উপর ধুলা ও ধুঁয়া খাইয়া দিন কাটাইতেন। যখন গ্রামে বসন্ত রোগ না থাকিত তখন চিকিৎসক মহাশয় ঐ শীতলা দেবীকে নামাইয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা করিতেন। উদ্দেশ্য এই যেন আবার গ্রামবাসী-দের উপর মায়ের অনুগ্রহ হয়।

"ডাক্তারবাবু! আপনি শ্মশানে ডোমদের কোদাল পূজা দেখিয়াছেন কি? যখন দেশের লোকের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে এবং শ্মশানে মড়া আসা বন্ধ হইয়া যায়, তখন সেখানকার ডোম মুর্দ্দাফরাসগণ তাহাদের কোদাল খোন্তাগুলি একত্র সাজাইয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া মহা ধূমধামের সহিত তাহার পূজা করে। এইরূপ করিলে নাকি দেশে আবার মড়ক জাগিয়া উঠে এবং ডোম মুর্দ্দাফরাসদের কারবার জোর করে। ডাক্তারবাবু! আপনারা ডোমদের বড়দাদা। সুতরাং আপনাদের যখন dull season বা গর্‌মোর্‌শুম্ পড়িবে, তখন আপনারা সকল ডাক্তার একজোট হইয়া আপনাদের ষ্টেথস্কোপ, থার্ম্মমিটার, পকেট্ কেস, শাঁড়াষী প্রভৃতি একত্র সাজাইয়া ঐরূপ একটা পূজার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাহাতে নিশ্চয়ই যমালয়ের চতুর্দ্বার খুলিয়া যাইবে।

"ধনাঢ্যদিগের টাকা ও গভর্ণমেণ্টের টাকা লইয়া বড় বড় হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। ঐ সকল হাঁসপাতালে দেখিয়াছি, মানুষের প্রাণ লইয়া আপনারা ছিনিমিনি খেলেন। হাঁসপাতালের ঔষধ চুরি ও রোগীদের পথ্য চুরির কথা কাহারও অবিদিত নাই। ডাক্তার সাহেব রোগীর টিকিটে প্রতি মাত্রায় চারি গ্রেণ করিয়া কুইনাইন লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এপথিকারী ও কম্পাউণ্ডার-দিগের কৃপায় ঔষধের ঘর হইতে ইতিপূর্ব্বেই অর্দ্ধাধিক কুইনাইন অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, সুতরাং রোগীর পেটে চারি গ্রেণের স্থলে দেড় গ্রেণ করিয়া কুইনাইন পড়িল। তাহার পথ্যের টিকিটে নিত্য

এক সের দুধ লেখা থাকে, সেস্থলে তাহার পেটে পড়ে তিন পোয়া দুধ, তাহারও আবার অর্দ্ধেক জল। অনেক হাঁসপাতালের এপথিকারী ও ম্যানেজারগণ এই উপায়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই টাকার আণ্ডিল হইয়া দাঁড়ায়। হাঁসপাতালের ডাক্তারদের চিকিৎসা ও নার্সদের সেবা যেন একটা কলে ফেলা কায, তাহার মধ্যে দরদ নামক বস্তুটি প্রায় নাই বলিলেই হয়। প্রাইভেট্ প্রাক্‌টিসে আপনাদের ভ্রমপ্রমাদের জন্য বদনামের ভয় থাকে। হাঁসপাতালে আপনারা সকল কায বেপরোয়ার সহিত করেন, কারণ হাঁসপাতাল যে আপনাদের হাত পাকাইবার জায়গা। তাই সাধারণ লোক হাঁসপাতালগুলিকে যমদ্বার বলিয়া মনে করে। আপনাদের চেষ্টায় কোন রোগী যে বাঁচে না, আমি এরূপ কথা বলি না। তবে হাঁসপাতালে আপনারা যত রোগীকে বাঁচান, তার চেয়ে অধিক রোগীকে চিকিৎসার দ্বারা মারেন। যে সকল ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী এখন অনিষ্টকর বলিয়া বাতিল হইয়াছে, তাহার প্রয়োগে এতাবৎ যে কত রোগীকে মারা হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। জগতের যে সকল অসভ্য দেশে আমাদের মত হাঁসপাতাল নাই, সে সকল দেশের মৃত্যুর হার যে এদেশের চেয়ে বেশী তাহা বলিতে পারি না।

"ডাক্তারবাবু! আপনাদের বিদ্যার বড়াই করিবার কিছুই নাই। মানুষের দেহ হচ্ছে ভগবানের নির্ম্মিত একটি অতি আশ্চর্য্য কলঘর। তিনি এই কলঘরের মধ্যেই লুকাইয়া আছেন। এই কলঘরের ভিতরে কোথাও কিছু বিগাড়াইয়া গেলে তিনিই

প্রকৃতি-জননী রূপে ভিতর হইতে তাহা মেরামত করিয়া লন। এই কলঘরের কায কি প্রণালীতে ও কি ভাবে চলিতেছে সে সম্বন্ধে আপনাদের যে জ্ঞান তাহা নগণ্য বলিলেও চলে। এই সামান্য জ্ঞান বা অজ্ঞান লইয়া আপনারা দম্ভভরে খোদার উপর খোদ্‌কারী করিতে গিয়া বিভ্রাট বাধাইয়া বসেন। তাহার উপর আবার দোকানদারী চালাইয়া অনন্ত পাপ অর্জ্জন করেন।

"ডাক্তারবাবু! আপনি এলোপাথিক ডাক্তার। আপনাদের এক একখানি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের ভিতর পাঁচ সাত রকম ঔষধ থাকে। ইহাদের এক একটি ঔষধের যে কয়েকটি গুণ ও অগুণ আপনাদের চিকিৎসা গ্রন্থে লেখা আছে, তাহা ছাড়া তাহার এমন অনেক গুণ ও অগুণ থাকিতে পারে যাহা বহুদূরস্থিত নক্ষত্রালোকের ন্যায় আজ পর্য্যন্ত আপনাদের জ্ঞানগোচরে আসে নাই। যথার্থ কথা এই, প্রত্যেক উদ্ভিদ্‌ ও জীবের মধ্যে ভগবানের অনন্ত গুণাগুণের ছায়া আছে। যাহাদের জন্ম মৃত্যু ও প্রাণ আছে তাহাদের প্রত্যেকটি অনন্তস্বরূপের প্রতিবিম্ব। আপনাদের একোনাইট্‌, বেলেডোনা, ডিজিটেলিস্‌, থাইরয়েড্‌ ও পিটুইট্রিন্‌ প্রভৃতি ঔষধ উদ্ভিদ্‌ ও জীবদেহ হইতে উৎপন্ন। ইহাদের গুণাগুণের সংখ্যাও অনন্ত, সুতরাং তাহা আপনাদের কল্পনাতীত ও অপরিজ্ঞাত। মোটের উপর, এই ঔষধগুলি হচ্ছে এক একটি dark horse বা অজ্ঞাতকুলশীল বস্তু। আপনারা যে যাহার ইচ্ছামত এই সকল অজ্ঞাতকুলশীল অতিশক্তিশালী ঔষধগুলিকে রোগীর উদর ও দেহের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করাইয়া থাকেন।

একটি রোগীকে দেখিতে এক একজন করিয়া পঞ্চাশজন ডাক্তার ডাকিলে পঞ্চাশ রকমের পঞ্চাশখানি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন হয়। ইহাদের মধ্যে যদি একজন ডাক্তার ঠিক প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করিয়া থাকেন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাকী ঊনপঞ্চাশজন ডাক্তার ভুল প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করিয়াছেন। হয়ত পঞ্চাশজনেই ভুল করিয়া বসিয়াছেন। আপনাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান হচ্ছে একটি চরম অনিশ্চিত বিজ্ঞান (uncertain science), সুতরাং অবিজ্ঞান (un-science)। আপনারা আঁধারে ঢিল মারিয়া চিকিৎসা করেন। এই হেতু অনেক স্থলে আপনারা বিস্তর মাথা ঘামাইয়া যে ঔষধের ব্যবস্থা করেন তাহা সেবন করিয়া রোগীর রোগ বাড়িয়া যায় এবং আপনারা বেয়াকুব বনেন। ফলতঃ আপনাদের চিকিৎসাতন্ত্র প্রতি দশবৎসর অন্তর বদলাইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এলোপাথেরা আফিং ও ব্রাণ্ডী খাওয়াইয়া ওলাউঠার চিকিৎসা করিতেন, তাহাতে শতকরা নব্বইজন রোগী যমালয়ে চালান হইত। এলোপাথদিগের এই বেয়াকুবির ভিতর দিয়াই হোমিওপ্যাথীর অল্পে অল্পে পসার হইয়াছে।

"মহাশয়! কয়েকজন জগৎবিখ্যাত বড় বড় ডাক্তারই আপনাদের ডাক্তারী বিগ্যার বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এ সম্বন্ধে মতামত আপনাকে সংক্ষেপে জানাইতেছি,—

Prof. Francois Magendie, M. D., a distinguished physician, is reported to have said addressing his medical class :

'Gentlemen, medicine is a great humbug. I know it is called science. It is nothing like science. Doctors are merely empirics when they are not charlatans. Gentlemen, you have done me the honour to come here to attend my lectures, and I must tell you frankly now in the beginning that I know nothing in the world about medicine, and I don't know anybody who does know anything about it. Who can tell me how to cure the headache or the gout, or diseases of the heart? Nobody. Oh, you tell me doctors cure people. I grant you people are cured, but how they are cured? Gentlemen, nature does a great deal: imagination a great deal: doctors—devilish little, when they don't do any harm. Let me tell you, gentlemen, what I did when I was physician at the Hotel Dieu. Some three or four thousand patients passed through my hands every year. I divided the patients into two classes: with one I followed the dispensary and gave the usual medicines, without having the least idea why or wherefore: to the others I gave bread pills and coloured water, without, of course, letting them know anything about it: and occasionally, gentlemen, I would create a third division, to whom I would give nothing whatever. These last would feel that they were neglected, but nature inva-

riably came to the rescue, and all the third class got well. There was but little mortality among those who recieved the bread pills and coloured water, but the mortality was greatest among those who were carefully drugged according to the dispensary.'*

---

* প্রসিদ্ধ ফরাসী ডাক্তার প্রফেসার ক্রাক্ষয় ম্যাজেণ্ডি এম্, ডি, তাঁহার মেডিকেল ক্লাসের ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় বলিয়াছিলেন,—

"ঔষধপত্রের দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপার হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড বুজরুকি। আমি জানি, ইহাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে! কিন্তু ইহা আদৌ বিজ্ঞান পদ-বাচ্য হইতে পারে না। ডাক্তারেরা বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করেন না, তাঁহারাও একপ্রকার 'হাতুড়ে' মাত্র। তোমরা আমার চিকিৎসা বিষয়ক লেকচার শুনিতে আসিয়া থাক। কিন্তু আমি সর্ব্বাগ্রেই তোমাদিগকে খোলাখুলি ভাবে বলিতে চাহি যে, আমি চিকিৎসার কিছুই জানি না, এবং কে যে জানে তাহাও জানি না। মাথাধরা, বাত বা হৃদ্‌রোগের প্রকৃত ঔষধ কি তাহা ঠিক জানে এমন কোন লোক আছে কি? কেহই নাই। তোমরা হয় ত বলিবে, ডাক্তারেরা রোগীদের আরোগ্য করেন। আমি মানিয়া লইলাম যে, রোগীরা আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু কি উপায়ে এই আরোগ্য লাভ করে? অনেক রোগ আপনা-আপনিই আরোগ্য হয়। আবার অনেকস্থলে আরোগ্য কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। ফলতঃ ডাক্তারগণ যেটুকু করেন, তাহা যৎসামান্য মাত্র, যদ্যপি তদ্বারা রোগ বাড়াইয়া না দেন। আমি যখন হোটেল ডিউর ডাক্তার ছিলাম, তখন কিরূপে চিকিৎসা করিতাম, তাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা করি। আমাকে তখন বৎসরে তিন চার হাজার রোগীর চিকিৎসা করিতে হইত। আমি সেই রোগীদিগকে দুইভাগে বিভাগ করিতাম। প্রথম ভাগের রোগীদিগকে

Dr. J. M. Good, M. D., F. R. S., says in his work entilled 'The Study of Medicine':

'The science of medicine is a barbarous jargon, and the effects of our medicines on the human system are in the highest degree uncertain, except, indeed, that they have destroyed more lives than war, pestilence and famine combined.' *

Dr. Oliver Wendell Holmes says:

'Mankind has been drugged to death, and the world would be better off if the contents of every

---

আমি দস্তুরমত ঔষধপত্র খাইতে দিতাম, কিন্তু কেন দিতাম তাহা জানি না। অপর ভাগের রোগীদিগকে ঔষধের পরিবর্ত্তে গোপনে তৈরী করা পাঁউরুটির বড়ি ও রং করা জল সেবন করিতে দিতাম। কখন কখন আমি আর একদল রোগীকে ঔষধ বলিয়া কিছুই সেবন করিতে দিতাম না। ঔষধ না দেওয়ায় ইহারা ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু সকলেই বিনা ঔষধে সুন্দর আরোগ্য লাভ করিত। যাহারা ঔষধ মনে করিয়া পাঁউরুটির বড়ি ও রং করা জল খাইত, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুব কম ছিল। কিন্তু যাহাদিগকে দস্তুর-মত ঔষধপত্র দেওয়া হইত, তাহাদের মধ্যেই অধিক লোক মারা যাইত।"

* ডাক্তার জে, এম্, গুড্, এম্, ডি, এফ্, আর্, এস্, তাঁহার "ষ্টাডি অফ্ মেডিসিন্" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"চিকিৎসা শাস্ত্র হচ্ছে যেন কোনও অসভ্যজাতির দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত তন্ত্র। আর মানবদেহের উপর তাহার ঔষধগুলির ক্রিয়ার ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইলেও, ইহা ধ্রুব সত্য যে, জগতের যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ, মড়ক ও দুর্ভিক্ষে এতাবৎ যত লোক মরিয়াছে, এই সকল ঔষধ প্রয়োগের ফলে তদপেক্ষা অধিক লোক মারা পড়িয়াছে

apothecary shop were emptied into the sea, though the consequence to the fishes would be lamentable.

Dr. Billings, President of the American Medical Association, said in his address in 1903:

'Drugs do not cure. Yet many thousands of medical men still plod on in the old beaten paths of artificial therapeutics dosing their patients with varied drugs and combinations of drugs, regardless of the irrational character of such a course, and contend that they have abundant authority and precedent for what they do.': †

Sir John Forbes, M. D., F. R. S., says:

---

* ডাক্তার অলিভার ওয়েণ্ডেল্ হোমস্ বলেন,—

"অসংখ্য প্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া মনুষ্যজাতির দফারফা করা হইয়াছে। এখন যদি জগতের সমস্ত ডাক্তারখানার ঔষধ একত্র করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে বিশ্বমানবের কল্যান সাধিত হইবে, যদিও তাহাতে সমুদ্রগর্ভস্থ মৎস্যকুলের ঘোর অনিষ্ট করা হইবে।

† আমেরিকান্ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার বিলিংস্ তাঁহার ১৯০৩ সালের অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—

"ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না। তথাপি প্রাচীন প্রথামত হাজার হাজার ডাক্তার এখনও তাঁহাদের রোগীদের উদরের মধ্যে রকমওয়ারি বাজে জিনিষ ঔষধরূপে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। তাঁহারা এ কার্য্যের অযৌক্তিকতা দেখিতে পান না। বরং তাঁহারা মনে করেন যে, সাবেক বড় বড় চিকিৎসকদিগের প্রদর্শিত এই পথের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিতেছেন।"

'Some patients get well with the aid of medicine, more without it, and still more in spite of it.'*

Dr. Bostwich, author of 'A History of Medicine', observes :

'Every dose of medicine given is a blind experiment on the vitality of the patient.'†

Dr. James Johnson, M. D, F. R. S., says :

'I declare as my conscientiows conviction founded on long experience and reflection that if there was not a single physician, surgeon, man-midwife, chemist, apothecary, druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality than now prevail'.‡

---

* সার্ জন ফর্বেস্, এম্ ডি, এফ্ আর্ এস্ বলেন,—

"যতগুলি রোগী ঔষধ খাইয়া উপকার পায়, তদপেক্ষা অধিক রোগী ঔষধ না খাইয়া উপকার পায়. এবং এতদপেক্ষা আরও অধিক রোগী ঔষধ খাওয়া সত্ত্বেও উপকার পায়।"

† "এ হিষ্টিরি অফ্ মেডিসিন" নামক পুস্তকের গ্রন্থকার ডাক্তার বস্-উইচ্ বলেন,—

"রোগীকে যে ঔষধ খাওয়ান হয় তাহার এক একটি মাত্রা হচ্ছে ঐ রোগীর সারিয়া উঠিবার স্বাভাবিক শক্তির উপর এক একটি অনিশ্চিত কঠোর পরীক্ষা।"

‡ ডাক্তার জেম্স জন্সন্, এম ডি, এফ্ আর্ এস্, বলেন,—

"বহুদর্শন ও গবেষণার ফলে আমার মনে এইরূপ ধ্রুব বিশ্বাস ও ধারণা হইয়াছে যে, জগতে যদি একটিও ডাক্তার, অস্ত্রচিকিৎসক, পুরুষ-দাই, ডাক্তারখানা বা ঔষধ না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে এত রোগ ও মৃত্যু ঘটিত না।

Prof. J. W. Carson of the New York College of Physicians and Surgeons opines :

'We do not know whether our patients recover because we give them medicine, or because nature cures them. Perhaps bread pills would cure as many as medicines.'

Dr. Alonzo Clarke avers :

'In their zeal to do good, physicians have done more harm. They have hurried many to the grave who would have recovered if left to nature. . . . All of our curative agents are poisons, and as a consequence, diminish the patient's vitality.' †

Prof. Martine Paine of the New York University Medical College states :

---

* নিউইয়র্ক কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ান্‌স এণ্ড সার্জ্জন্‌সের প্রফেসর জে, ডব্লিউ, কার্‌সন্ বলেন,—

"আমাদের রোগীরা ঔষধ খাইয়া অথবা স্বভাবতঃ আপনা-আপনি আরোগ্য লাভ করে তাহা আমরা জানি না। সম্ভবতঃ ঔষধে যত রোগী আরাম হয়, পাঁউরুটির বড়িতেও তত রোগীকে আরাম করিতে পারিবে।"

† ডাক্তার এলঞ্জো ক্লার্ক বলেন,—

"ভাল করিবার আগ্রহাতিশয্যে ডাক্তারেরা মন্দ করিয়া বসেন। চিকিৎসা করিতে গিয়া তাঁহারা যেসকল রোগীকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, চিকিৎসা না করিলে হয় ত তাহারা আপনা-আপনি বাঁচিয়া যাইত। . . . আমাদের রোগারোগ্যের ঔষধের সকলগুলিই বিষ, সুতরাং তৎসেবনে রোগীদের আরোগ্যলাভের স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হয়।"

'Drug medicines do but cure one disease by producing another.'

Prof. Lawson Tait observes :

'I look upon all new drugs with great suspicion. Sir William Gull himself says he has not much belief in drugs. I fear most new drugs do more harm than good ; some of them, such as chloral, most certainly have done so.... I have shown in my published writings that carbolic acid has done far more harm than good. Perhaps it would have been better if we had never heard of it.' †

Dr. Crookshank, Emeritus Professor of Comparative Pathology and Bacteriology at King's College, London, says :

---

* নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজের প্রফেসর মার্টিন্ পেইন বলেন,—

"ঔষধের দ্বারা একটি রোগকে আরোগ্য করিয়া আর একটি রোগের সৃষ্টি করা হয়।"

† প্রফেসর লসন্ টেট্ বলেন,—

"আমি সমস্ত নূতন ঔষধকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি। স্বয়ং সার্ উইলিয়াম্ গল্ বলেন যে, ঔষধপত্রের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা নাই। আমার এইরূপ শঙ্কা আছে যে, অধিকাংশ নূতন ঔষধে উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক করে। ইহাদের মধ্যে ক্লোরাল্ নামক ঔষধে ত অনেক অপকার করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমি কার্বলিক্ এসিডের বহু অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছি। আমরা যদি এই ঔষধের নাম কখনও না শুনিতাম তাহা হইলে ভালই হইত।"

'Unfortunately a belief in the efficacy of vaccination has been so enforced in the education of the medical practitioner that it is hardly probable that the futility of the practice will be generally acknowledged in our generation, though nothing would more redound to the credit of the profession and give evidence of the advance made in Pathology and Sanitary Science.' *

Dr. Charles Crrighton, author of 'Hystory of Epidemics', declares :

'The anti-vaccinists are those who have found some motive for scrutinising the evidence, generally the very human motive, of vaccinal injuries or fatalities in their own families or in those of their neighbours. Whatever their motive they have scrutinised the evidence to some purpose.

---

* লণ্ডন কিংস্ কলেজের কম্প্যারেটিভ্ প্যাথলজি ও ব্যাক্টিরিয়লজির এমেরিটাস্ প্রফেসর ডাক্তার ক্রুকৃশ্যাঙ্ক বলেন,—

"দুর্ভাগ্যক্রমে টিকার বীজ ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধে একটা বিষম ধারণা অধুনা চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে জড়িত হইয়া ডাক্তারদের মনে প্রবেশ করিয়া সেখানে যেরূপ দৃঢ়ভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে, তাঁহারা আমাদের জীবিতকালের মধ্যে এই ভ্রমাত্মক ধারণাকে বিসর্জ্জন দিতে পারিবেন। যদি পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের সুযশ ঘোষিত হইত এবং নিদান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইল তাহাও প্রমাণিত হইত।"

they have mastered nearly the whole case; they have knocksed the bottom out of a grotesque superstition.' †

"হারভার্ড ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসার ডাক্তার রিচার্ড সি ক্যাবট্ এমেরিকান্ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে বক্তৃতা করিবার সময় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যতগুলি রোগীর diagnosis অর্থাৎ রোগনির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকগুলিতে তাঁহার ভুল হইয়াছিল। তাঁহার এই ভুলের জন্য যে কত রোগীর সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। ডাক্তার কাবটের মত লোকের যদি শতকরা পঞ্চাশটি কেসে রোগনির্ণয়ে ভুল হয়, তাহা হইলে আপনাদের মত ডাক্তার মহাশয়গণ বোধহয় শতকরা দেড় শ' ভুল করিয়া বসেন। ডাক্তার বাবু! এ অধীন বক্কেশ্বর গঞ্জিকাসেবী বলিয়া আপনারা আমার কথা উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমি চিকিৎসা জগতের যে সকল দিক্‌পালের মতামত উপরে উদ্ধৃত করিলাম তাঁহারা অবশ্য গঞ্জিকা সেবন করিয়া ঐ সকল কথা

† "হিষ্টরি অফ্ এপিডেমিক্স্" নামক গ্রন্থের প্রণেতা ডাক্তার চার্ল্‌স ক্রাইটন্ বলেন,—

"ভ্যাক্‌সিন ব্যবহার করায় নিজ পরিবার ও প্রতিবাসীদের মধ্যে কিরূপ প্রাণহানী ও বিষম স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া ভ্যাক্‌সিন্ বিরোধী দলের লোকেরা এ বিষয়ের সকল তথ্যের সম্যক্ বিচার করিবার একটা বিশেষ লোকহিতকর কারণ পাইয়াছেন। তাঁহারা এই বিচারের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে,ভ্যাক্‌সিনের অনুকুলে যে বিশ্বাস তাহা একটি কিম্ভূত-কিমাকার অমূলক কুসংস্কার মাত্র।"

বলেন নাই। হায়! যে ডাক্তারী বিদ্যার মধ্যে ষোল কড়াই কাণা, তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য মেডিকেল কলেজের ছেলেরা কতই না আয়াস পায়। তবে তাহারা জানে যে, কলেজ হইতে বাহির হইয়া হ্যাট্‌কোট্ পেণ্টুলেন পরিয়া গলায় নেক্‌টাই আঁটিয়া পকেটে বাইনরাল্ গুঁজিয়া মটরগাড়ী চড়িয়া সমাজের চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া ঐ কাণাকড়ি লইয়া খেলিতে পারিলে দিন কিনিয়া লইতে পারিবে। এই সভ্যতার যুগেই মানুষের প্রাণ লইয়া এই জুয়াখেলা সম্ভব হইয়াছে। এখন ডাক্তারীর বাজারে যিনি যত পাকা জুয়াড়ী তিনি তত বড় ডাক্তার।

"এক পল্লীগ্রামে এক ধনবান গৃহস্থের বাটীতে একটী রোগীর চিকিৎসার জন্য দূরবর্ত্তী সহর হইতে সিভিল্‌সার্জ্জন আদি কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল। তাঁহাদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রোগী মারা গেল। তৎপরে ঐ গ্রামের এক ছোট ডাক্তার একদিন গৃহস্বামীকে পথে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'মশায়! রোগীকে মারিবার জন্য সহর থেকে এত টাকা ব্যয় করিয়া বড় বড় ডাক্তার আনিবার কি আবশ্যক ছিল? কেন, আমরা কি আপনার রোগীকে মারিতেও পারিতাম না?' গৃহস্বামী নিরুত্তর।

"একটি রোগীর যকৃতে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল। এলোপাথিক ডাক্তার বাবুরা দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়া সন্দেহ করিলেন যে যকৃত পাকিয়াছে। তাঁহারা যকৃতের স্থানে সূচ ফুটাইয়া য়্যাস্পিরেট্ করিয়া পুঁজ পাওয়া যায় কিনা তাহা দেখিতে ইচ্ছা

করিলেন। রোগী তাহাতে ভয় পাইয়া পরদিবস দুইজন বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকাইল। তাঁহারা আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া রোগীকে বলিলেন, 'ওঃ! তোমার জোর কপাল, তাই এলোপাথ কসাইদিগকে তোমার পেটে বোমা মারিতে না দিয়া বুদ্ধি করিয়া আমাদের ডাকাইয়াছ। তোমার নেহাত আয়ু আছে। আয়ু থাকিতে মারে কে?' এই কথায় রোগী আশ্বস্ত হইল। হোমিওপাথগণ চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দুই একফোঁটা করিয়া ঔষধ দিয়া প্রত্যেকে প্রত্যহ ষোল টাকা করিয়া ফী লইতে লাগিলেন। ক্রমে যকৃতের পুঁজ বাড়িতে লাগিল। তিন মাস পরে রোগীর আয়ু ফুরাইল। তাহার মৃত্যুর পর এলোপাথরা বলিল, 'জুয়াচোর হোমিওপাথরা তিন মাস ধরিয়া ঠানদিদির জলপড়া খাওয়াইয়া রোগীটাকে ধনে প্রাণে মারিল। ব্যাটাদের ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা কর্ত্তব্য।'

"মশায় গো! আমার সাধ্য থাকিলে আমি আপনাদের সকল চিকিৎসককেই ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতাম—এলোপাথ, হোমিও-পাথ, কবিরাজ, হাকিম ও অবধূত বাছিতাম না। খোদার আদালতে আপনারা সকলেই দণ্ডার্হ। ডাক্তারী স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া প্রথম প্রথম কিছুদিন ঔষধপত্রের উপর আপনাদের অতিমাত্রায় বিশ্বাস থাকে। ক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ে পরিপক্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ঔষধপত্রের উপর বিশ্বাস কমিয়া আসে, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাদের ফীর মাত্রা বাড়িতে থাকে। এক ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ছাড়া আমিও আপনাদের কোন

ঔষধে বিশ্বাস করি না। কিম্বদন্তী আছে যে, মড়ক হইয়া যখন 'দেবগ্রাম গেল রে গেল' এইরূপ রব উঠিয়াছিল, তখন ঐ গ্রামের নিকটস্থ অশ্বথ বৃক্ষ হইতে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে 'গাঁজা খেলে এখনও বাঁচে'। তদবধি আমার এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে যে, কি রোগী কি ডাক্তার সকলেরই সকল রোগে একমাত্র সেব্য মহৌষধি হচ্ছে গাঁজা বা ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা। ধন্বন্তরির অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ স্বষ্টির আদিভিষক্ ধূর্জ্জটিও সর্ব্বদা এই মহৌষধির ধূম পান করিতেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত সেই ধূমরাশি হইতেই চিকিৎসা বিদ্যার উৎপত্তি হয়। এই বিদ্যা লইয়াই আপনাদের দোকানদারী।

শ্রীবক্কেশ্বর বাগ।"

এই পত্রের উত্তরে ডাক্তার বাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন, "বক্কেশ্বর! আমার মনে হয় তুমি একজন মহাত্মা গন্ধীর চেলা। শুনিয়াছি মহাত্মাজী পীড়িত হইলে বিশেষ ঔষধপত্র খান না, তিনি প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। বাপু বক্কেশ্বর! তুমিও দেখিতেছি ডাক্তার ও ঔষধের গ্লানি করিয়া একটি ছোটখাট গন্ধী হইবার চেষ্টায় আছ। এই বেয়াকুবির জন্য তোমার একবার ওলাউঠা হওয়া আবশ্যক। তখন তোমাকে ডাক্তার বাবুদের শরণ লইতে হয় কি না দেখা যাইবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একবার ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের রাজনীতিক কর্ত্তাগণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, দেশের হাজারখানেক চাষাকে ডেলিগেট্ করিয়া তাঁহাদের কংগ্রেসের অধিবেশনে বসাইতে হইবে। কারণ তাহাতে সরকার বাহাদুর বুঝিবেন যে, শিক্ষিত রাজনীতিক পাণ্ডাদের পিছনে দেশের বিশ কোটী চাষা আছে। সুতরাং কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমার নিকট একখানি নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। তিনি আমাকে চিনিতেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "বক্কেশ্বর! এবার-কার কংগ্রেসে আসিয়া তোমাকে কিছু বেয়াকুবির পরিচয় দিতে হইবে।" প্রত্যুত্তরে আমি তাঁহাকে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলাম,—

"মহাশয়!

এবার আপনাদের কংগ্রেসে যাহাতে একহাজার চাষা ডেলি-গেট্ উপস্থিত হয় সেই অভিপ্রায়ে আপনি এই অধীনকে ডেলিগেট্ রূপে কংগ্রেসে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কংগ্রেসের পাণ্ডা আপনারা সকলেই বড় লোক; কেহ জমীদার, কেহ বড় উকীল বা ব্যারিষ্টার, কেহ বড় ডাক্তার, কেহ বা অন্য কোন রকমে দশমান্য ধনকুবের। আপনারা টাকার গদির উপর বসিয়া বক্তৃত

করিয়া ও কাগজ লিখিয়া দেশের কায করেন, এবং সুবিধা হইলে যথাকালে লাট বেলাটের সভায় সম্মানের আসন পাইয়া থাকেন। আপনারাই রাজনীতি চর্চ্চা করিবার যথার্থ অধিকারী, আপনারাই খাঁটি পেট্রিয়ট্, আপনারাই স্বরাজতন্ত্রের প্রকৃত সাধক। আপনারা যে নগন্য চাষাদিগকে আপনাদের রাজনীতির কার্য্যে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন, সেজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কিছু বোঝাপড়া করিতে হইবে। আপনার আজ্ঞামত কংগ্রেসে গিয়া আমি বেয়াকুব বনিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনারা কি এই হাজার চাষা ডেলিগেট্‌কেই আমার মত বেয়াকুব বানাইতে ইচ্ছা করেন ?

"আমরা চাষা লোক, সুতরাং ভদ্র সমাজের মতে আমরা মূর্খ। আমাদের সাদা কথায় বুঝাইয়া দিন, আপনাদের 'জন্মভূমি,' 'মাতৃভূমি,' 'স্বদেশ জননী' প্রভৃতি কথার অর্থ কি ? আপনি হয়ত বলিবেন—উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মদেশ, এই চতুঃসীমার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ তাহারই নাম ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষই হচ্ছেন আপনাদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি বা স্বদেশজননী, যথা ইংরেজদের মাতৃভূমি হচ্ছে ইংলণ্ড, ফরাসীদের মাতৃভূমি হচ্ছে ফ্রান্স্, মার্কিনদের মাতৃভূমি হচ্ছে আমেরিকা। আপনি আরও বলিবেন—ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্বদেশজননী, এবং এই পার্থক্যজ্ঞান হইতেই তাহাদের

patriotism বা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা। এজন্য কেহ আপনার জন্মভূমি কি এবং আপনারা কোন্ জাতি তাহা জানিতে চাহিলে আপনি উত্তর করিবেন—আমার জন্মভূমি হচ্ছে ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং আমি জাতিতে ইণ্ডিয়ান বা ভারতবাসী।

"আপনারা সমাজের উচ্চস্তরের ইংরাজীশিক্ষিত সভ্যলোক। সেজন্য আপনারা ইংরাজী ঢংয়ে এই সকল 'সত্য কথা' বলেন। আর আমরা সমাজের নিম্নস্তরের অসভ্য চাষালোক; তাই আমাকে কেহ ঐরূপ প্রশ্ন করিলে বলিব—আমার নাম বক্কেশ্বর বাগ, আমি জাতিতে কৈবর্ত্ত, আমার জন্মভূমি হচ্ছে অমুক জেলার অমুক মহকুমার মধ্যে অমুক গ্রাম। কেবল আমি কেন, আমার বাপ দাদারাও বরাবর এই পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। আমার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও ভাবে নাই যে জন্মভূমি মানে ভারতবর্ষ।

"আপনারা একালের পলিটিক্যাল্ পণ্ডিত। সুতরাং আপনারা বলিবেন যে, প্রাচীন কালে পৃথিবীর কোথাও patriotism নামে কোন ভাব ছিল না এবং nation নামে কোন লোক-সমষ্টির পরিচয় ছিল না। এই দুইটী নূতন উদ্ভিদ্ নাকি ঈশ্বর বা সয়তানের ইচ্ছায় য়ুরোপের মাটিতে হালে গজাইয়াছে, এবং আপনারা বহুমূল্যে তাহার চারা খরিদ করিয়া এদেশে আনিয়া আপনাদের সখের পলিটিক্সের বাগানে অতি যত্নে রোপণ করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের বিশ কোটী চাষা ভাই এদেশের মাটিতে এই দুই পরদেশী ভুঁইফোঁড় বস্তুর চাষ আবাদ করিতে রাজী

নহে। তাহারা এই চাষের কিছুই বোঝে না। মহাত্মা গান্ধীও আমাদের মত একজন চাষা, তাই তিনি বলেন—My patriotism knows no geographical limits, অর্থাৎ আমার স্বদেশ-প্রেম কোন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নহে। এ কথার অর্থ হচ্ছে, সারা দুনিয়াই তাঁহার স্বদেশ।

"কিছুদিন পূর্ব্বে এক বড় সভায় অধীন বক্কেশ্বরকে একবার বেয়াকুব বনিতে হইয়াছিল। সভায় এক স্বদেশী নেতা দীর্ঘচ্ছন্দে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বড় বড় ছেঁদো কথায় শ্রোতাদিগকে বলিতেছিলেন যে, যখন এদেশে স্বরাজ স্থাপিত হইবে, তখন আমাদের বিরাট সৈন্যদল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া য়ুরোপ আক্রমণ করিবে, তাহাদের কামান ভল্‌গা ও ডানিয়ুব নদীর তীরে বজ্রনিনাদে গর্জ্জন করিবে, তখন আমাদের অর্ণবপোত পৃথিবীর সকল দেশ হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া আমাদের ভারত মাতাকে ব্রিটানিয়ার মত সমৃদ্ধিশালিনী রাজরাজেশ্বরী করিয়া তুলিবে, তখন আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা এমন কামান, বোমা, জেপলিন ও বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুত করিবে, যাহার দ্বারা আমরা পৃথিবীর সকল দেশের লোককে অনায়াসে বিধ্বস্ত করিতে পারিব। সুতরাং এই স্বরাজের আবাহনের জন্য দেশের আপামর সাধারণকে patriotism বা স্বদেশ-প্রেমের মদিরা পানে উন্মত্ত হইতে হইবে। স্বরাজপন্থী বক্তা মহাশয়ের এই সকল কথা আমি হাঁ করিয়া শুনিলাম। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম—'মশায় গো! আপনাদের স্বরাজের পায়ে আমি দূর থেকে নমস্কার

করি। য়ুরোপের সকল দেশের লোক তাহাদের নিজ নিজ স্বরাজকে ফলাও করিবার জন্য স্বদেশ প্রেমের উৎকট সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া অচিরে আপনা-আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিবে। য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে nationalism বা জাতীয়তা নামক বস্তুটি পুড়িয়া ছাই হইয়া উড়িয়া যাইবে। সুতরাং ঐ সব ছাই ভস্মে আমাদের আবশ্যক নাই। আমরা এদেশের শান্তিপ্রিয় চাষালোক, চাষবাস করিয়া কাচ্ছা বাচ্ছা লইয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া কায়ক্লেশে দিন গুজরান করি এবং দিনান্তে একটু ভগবানের নাম করি। আমাদের চাষার পেটে স্বদেশপ্রেম বা পেট্রিয়টিজমের বিলাতী ব্রাণ্ডি বরদাস্ত হইবে না। আপনারা হচ্ছেন ইংরাজী-নবীশ সঙ্গতিপন্ন পলিটিক্যাল্ জীব। আপনারা মরকোমণ্ডিত চেয়ারে বসিয়া সুবিধা ও অবসর মত পেট্রিয়টিজমের ডোজ্ টানিয়া গরম হইয়া পলিটিক্স্ করুন এবং যথাকালে আপনাদের স্বরাজতন্ত্র অর্থাৎ brown bureaucracy বা স্বদেশী বড়লোকতন্ত্র স্থাপন করিবার চেষ্টায় থাকুন। আমরা গরীব চাষালোক তফাতে থাকিয়া আপনাদের পলিটিকাল চাল দেখিতে থাকিব।'

"আমার কথা শুনিয়া শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিল—'এ লোকটা পেট্রিয়ট্ নয়, এ স্বদেশ-দ্রোহী নিশ্চয়ই পুলিসের চর।' এই কথা শুনিয়া সভাস্থ অনেক লোক আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। বেগতিক দেখিয়া সভাপতি মহাশয় আমাকে তাঁহার মঞ্চের উপর টানিয়া তুলিয়া লইলেন। তৎপরে তিনি আমাকে তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তুমি শপথ করিয়া বল তোমার যথার্থ স্বরূপ কি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমি সকলকে শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম—'আমি পেট্রিয়ট্ও নই এবং পুলিসের চরও নই, আমি বিশ্বমানবের মধ্যে বক্কেশ্বর বাগ নামে একজন মানব মাত্র। আমি চাষার ছেলে, নিজ হাতে চাষ করিয়া সপরিবারের উদর পূরণ করি। লাঙ্গল ছাড়িয়া পেট্রিয়ট্ সাজিয়া পলিটিক্স্ করিয়া হাজার লোকের অন্ন কাড়িয়া স্বয়ং বড়লোক হইবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আমার নাই। আমার মাতৃভূমি হচ্ছেন মা বসুমতী, the world is my country। আমার কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকং' অর্থাৎ বসুধার সকল লোকই আমার কুটুম্ব।' এই কথায় একজন শ্রোতা আমাকে বলিল—তুমি মূর্খ চাষা, তোমার মুখে ইংরাজী কেন ? আমি বলিলাম—ইংরেজরা আমার শত্রু নয়, তাহারাও আমার কুটুম্ব, সুতরাং তাহাদের ভাষাকে আমি শপথ করিয়া বর্জ্জন করিতে পারি না, আপনারা আমার এ বেয়াকুবি নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন। অতএব সকলে আমাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া সভা হইতে বিদায় দিল।

"মহাশয় ! আপনারা কংগ্রেসের পাণ্ডা, আপনারা বড়লোক। আপনাদের মধ্যে অনেক জমীদার ও বড় বড় ধনীলোক আছেন। আমরা গরীব ঋণগ্রস্ত চাষালোক, আমাদের সঙ্গে আপনাদের একপ্রকার খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। কালচক্রের আবর্ত্তনে একদিন এ সম্বন্ধ উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আপাততঃ আমরা আপনাদের রাজনীতিক মজলিসে যাইতে ভয় পাই। সেখানে

গিয়া আপনাদের মনের মত কথা না বলিলে আপনারা চটিয়া যাইবেন। আপনারা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রতি সরকার বাহাদুরের কাছে কল্‌কে পান না বলিয়াই আমাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলিতেছেন। এই কারণেই আপনারা 'ভারতের বিশকোটী চাষা ভাই জাগ রে' বলিয়া মাঝে মাঝে ধুয়া ধরিয়া থাকেন। আজ যদি সত্য সত্যই আমরা জাগিয়া উঠি এবং দলে ভারি হইয়া আপনাদের কংগ্রেসে গিয়া এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাশ করি যে, আজ থেকে দেশে আর জমীদার বা মহাজনের আধিপত্য চলিবে না, তাহা হইলে আপনদিগকে কংগ্রেসের জাল গুটাইতে হইবে। তাই বলি, আমদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে ডাকিবেন না।

"আপনারা দেশের বড়লোক ও ভদ্রলোক, আর আমরা হচ্ছি গরীব মুটে মজুর ও চাষালোক। আপনারা সমাজের upper ten—bourgeoisie *, আর আমরা হচ্ছি সমাজের proletariat †। চিরদিনই আপনারা আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কোয়া খাইয়া আসিতেছেন। একদিন কলিকাতা সহরের এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান আমাকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—'দেখ ভাই! আমাদের ভোট নিয়ে বাবুরা মিন্‌সিপালের কমিশনার হন। আমরা সহরের অন্ধকার গলি ঘুঁজিতে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে গাড়ী বলদ নিয়ে বাস করি। আর আমাদের কমিশনার বাবু যেখানে বাস করেন সেখান-

* উচ্চস্তরের লোক। † নিম্নস্তরের খাটিয়ে লোক।

কার রাস্তা ঘাট ও ইলেকট্রিক্ আলোর ঘটা দেখিলে মনে হয় যেন ইন্দ্রপুরী। আমাদের রকম বেরকম টেক্সর টাকা নিয়ে মিন্‌সিপাল ও সরকারের তহবিল পূর্ণ হয়, আর সেই তহবিল থেকে ইন্‌স্পেক্টর বাবুরা মোটা মোটা মাহিনা পান। তাঁদের প্রধান কায হচ্ছে আমাদের এক এক জনকে মাসে চার পাঁচ বার জরিমানা করান। আজ আমার আস্তাবল ভাল করে সাফ করা হয় নি, সেজন্য দশ টাকা জরিমানা। আজ লাইসেন্স্ নিতে দু'দশদিন দেরি হয়েছে, এজন্য পনর টাকা জরিমানা। আজ গাড়ীতে মাল একটু অধিক বোঝাই লওয়া হয়েছে, সেজন্য পাঁচ টাকা জরিমানা। আজ আমার গরুর পায়ে একটু ঘা ছিল, সেজন্য তিন টাকা জরিমানা। এই রকম জরিমানা দিতে দিতে আমি ফেল হইয়া গেলাম, আমার গাড়ী বলদ বিক্রি হয়ে গেল। এখন টেক্স দেওয়া ও ভোট দেওয়ার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।'

"সেদিন পোষ্টাফিসের একটি পিয়ন কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিল—'সব জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য হওয়ায় আমরা যা মাহিনা পাই তাতে আমাদের আর দিন চলে না। এই পেটের দায়ে আমরা সেদিন সব ডাকপিয়ন একজোট হয়ে ষ্ট্রাইক্ করেছিলাম। আমরা বড়ই আশা করেছিলাম যে, সরকার বাহাদুর শীঘ্রই আমাদের মাহিনা বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হবেন। ভাই হে! দুঃখের কথা বল্‌ব কি, আমাদের স্বদেশী বাবু ও স্বদেশী ব্যারিষ্টার বাবুদের ছেলেরা আমাদের সে আশায় বাদ সাধিল। বাবুদের ছেলেরা

শিশু সৈন্ত ও সখের ফৌজ হয়েছে। তারা বিনা বেতনে বাইসিকেল চড়ে ডাক ঘরের স্তূপাকার চিঠি চট্‌পট্ বিলি ক'রে ফেল্‌তে লাগল। আমাদের ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে গেল। অনেক গরীব পিয়নের চাকরী গেল।'

"ডাকপিয়নের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, সমাজের বড়লোকেরা চির দিনই গরীবদের অন্নে ধূলা দিয়া আসিতেছে। মহাশয়! স্বদেশী আন্দোলনের সময় আপনারা মাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদিগকে জব্দ করিবার জন্ত কয়েকটি স্বদেশী কাপড়ের কল খুলিয়াছিলেন। এই স্বদেশী কলগুলির দ্বারা দুইটী কায হয়েছে। প্রথমতঃ, দেশের বড়-লোকরা এই সকল কলের সেয়ার বা অংশ কিনিয়া আজ লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ কর্‌ছে, যেহেতু এখন কাপড়ের দর চতুর্গুণ হয়েছে। দেশের গরীব লোকরা কলের মালিক বড়লোকদের এই লাভের এক কড়ারও অংশ পায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল স্বদেশী কল হওয়ার জন্ত মাঞ্চেষ্টারের বিশেষ কিছু ক্ষতি না হইলেও এদেশের গরীব তাঁতীকুল এক প্রকার নির্ম্মূল হয়েছে। আপনাদের স্বদেশী লিমিটেড্ কোম্পানিগুলির অর্থ হচ্ছে কতকগুলি লক্ষপতিকে ক্রোড়পতি করা, যেহেতু লক্ষপতিরাই টাকার বলে ঐ সকল কোম্পানির সেয়ারগুলিকে একচেটিয়া খরিদ করিয়া বসেন। অর্থাভাবে গরীব লোকরা তাহা করিতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল কলকারখানায় বিস্তর লাভ থাকিলেও দেশের চাষী ও

শ্রমজীবীরা সে লাভে বঞ্চিত। যদি সরকার বাহাদুর গভর্ণমেণ্টের তহবিলের টাকা দিয়া এই সকল কলকারখানা কিনিয়া লন এবং তাহাতে যেসকল লোক খাটিবে তাহাদেরই মধ্যে লাভের সমস্ত টাকা বণ্টন করিয়া দেন তাহা হইলে এই সকল কল-কারখানা স্থাপনে আমাদের আপাততঃ আপত্তি নাই। গভর্ণমেণ্ট এই সকল কারবায়ের লাভ হইতে তাঁহাদের প্রদত্ত ঐ মূলধনের জন্য সুদ বাবত যাহা লওয়া সঙ্গত তাহা লইবেন। কিন্তু দেশের লক্ষপতি ধনীরা এই সকল কলের মালিক হইয়া তাঁহাদের হাজার হাজার কুলী মজুরদিগকে অপর্য্যাপ্ত খাটাইয়া লইয়া মুষ্টিভিক্ষাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রোজখোরাকী দিয়া লাভের বক্রী সমস্ত টাকা নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিবেন না। মহাশয়! এপ্রস্তাবে আপনারা রাজী আছেন কি? আপনাদের কংগ্রেস কি এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে?

"আপনাদের স্বদেশী ও পলিটিক্সের সঙ্গে এইখানেই দেশের চাষী ও শ্রমজীবীদের বিরোধ। এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, politics is the department of deception, অর্থাৎ রাজনীতি হচ্ছে প্রতারণার ক্ষেত্র। আপনাদের বড় পেট, এই পেটের দায়েই আপনারা পলিটিক্স করেন। আমাদের ছোট পেট, আমরা পেটের দায়ে চুরি করি। আমাদের উভয়ের কায একই, তবে বড় আর ছোট। তাই কাংস্য পাত্র ও মৃণ্ময় পাত্রের গল্প স্মরণ করিয়া আমরা আপনাদের পলিটিক্স হইতে তফাতে থাকিতে ইচ্ছা করি। রাজনীতির চর্চা আপনাদের একচেটিয়া

ব্যবসা হইয়া থাকুক। আপনারা রাজনীতি করিয়া সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আপনারা কংগ্রেস করুন, আপনাদের responsible গভর্ণমেণ্ট হোক্, আপনাদের পার্লিয়ামেণ্ট হোক্, আপনারা ক্যাবিনেট্ মিনিষ্টার হউন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের এখনও ঘাস জল, তখনও ঘাস জল। সকল দেশেই আমাদের এই অবস্থা। আপনারা বলিয়া থাকেন যে ফ্রান্স ও আমেরিকায় আদর্শ প্রজাতন্ত্র হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দেখিতে পাই, Labour snarling at the heel of Capital *। চাষা ও শ্রমজীবীদের ভোট লইয়া চতুর রাজনীতিকগণ পার্লিয়া-মেণ্টের মেম্বার হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার মালিক ও বড় ব্যবসাদার হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু তাহাতে গরীব খাটিয়ে লোকদের দুঃখ ঘুচে না।

"মশায় গো! আপনাদিগকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আপনারা স্বরাজ লাভের আশায় কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স্ করিয়া থাকেন। ১৯০৬ সালের বরিশাল কন্‌ফারেন্সে আপনারা পুলিসের রেগুলেশন লাঠির বহর নিজেদের পিঠে বিলক্ষণ মালুম করিয়াছিলেন। আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-তেছি যে, ভবিষ্যতে আপনারা যখন স্বরাজ করিয়া বসিবেন, তখন আপনাদেরও কি রেগুলেশন লাঠিওয়ালা পুলিস থাকিবে? এবং তাহাদের লাঠির বহর কি আমাদের পিঠে পরীক্ষা করিয়া

---

* শ্রমজীবীরা ধনীদের পিছনে দাঁত খিচাইয়া থাকে।

দেখা হইবে ? আর কেবল পুলিসের কথা জিজ্ঞাসা করি কেন ? আপনাদের স্বরাজ রক্ষার জন্য বিরাট সৈন্যবল ও নৌবল থাকিবে কি ? আপনাদের এরোপ্লেন থাকিবে কি ? মেঘের আড়ালে থাকিয়া মেঘনাদ যেমন যুদ্ধ করিত, জেপলিন হইতে জর্ম্মাণরা যেমন লণ্ডনের উপর বোমা ফেলিয়াছিল, এবং সেদিন পাঞ্জাবে এরোপ্লেন হইতে লোকসাধারণের উপর যেরূপ বোমা ফেলা ও মেসিন-গাণ দাগা হইয়াছিল, আপনারা সেইরূপ মেঘের আড়াল থেকে নরহত্যা করিতে পারিবেন কি না ? আপনাদের স্বরাজের সময় ধর্ম্মঘট করিয়া আমাদিগকে আপনাদের ফৌজের সঙ্গীনের খোঁচা খাইতে হইবে কি ? যদি আপনাদের স্বরাজ অর্থে বিরাট সেনাবল, নৌবল ও পুলিস-ফোর্স বুঝায়, তাহা হইলে বলিব, আমরা এরূপ স্বরাজ্য চাই না। যদি বলেন,—'তোমরা স্বরাজ্য চাহ না, তবে কি চাও ?' আমরা বলিব, আমরা স্বরাজ্যের উল্টা জিনিষ অর্থাৎ বৈরাজ্য চাই। যদি বলেন বৈরাজ্য কি ? তদুত্তরে আমরা বলিব যে, আমাদের বৈরাজ্যে পুলিস ও সৈন্য থাকিবে না, তাহার মধ্যে কাহাকেও কস্মিনকালে রেগুলেশন লাঠির গুঁতা বা সঙ্গীনের খোঁচা খাইতে হইবে না। আপনারা বলিবেন—পুলিস ও সৈন্য না থাকিলে সমাজ রক্ষা হইবে কি করিয়া ? উত্তরে আমি বলিব—'লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা ও মক্ষিকা পুলিস ও সৈন্য ব্যতিরেকে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে ; প্রত্যেক পিপড়া ও মাছি আপনার খাদ্য আপনি পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করে। তাহাদের কেহই ফাঁকিদার নহে, সকলেই

স্বধর্ম্মনিরত, একে অপরের খাদ্য অপহরণ করে না। পিপড়া ও মাছিদের মধ্যে চোর ডাকাত নাই, আইন আদালত নাই, সুতরাং হাকিম ও উকিল মোক্তার নাই। তাহাদের মধ্যে রাজা প্রজা রাজকর্ম্মচারী ও পার্লিয়ামেণ্ট নাই। সুতরাং তাহাদের পুলিস ও সৈন্যের আবশ্যক হয় না। সর্ব্বপ্রকার সঙ্ঘবদ্ধ কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যে স্বরাজ্য নাই; তাহারা সকলেই স্বধর্ম্মনিরত হইয়া বৈরাজ্যে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। জ্ঞানচক্ষে দেখিলে ভগবানের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষও একপ্রকার কীটাণুকীট। সে যে মনে করে I am the monarch of all I survey, * সেটা কেবল তাহার অহঙ্কার মাত্র। বাস্তবিক প্রাচীনকালে পৃথিবীর অনেক স্থানে মানবজাতি সভ্য সমাজ-বদ্ধ হইয়া বৈরাজ্যে বাস করিত। মহাভারতে শাকদ্বীপের বর্ণনায় আছে--

ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।
স্বধর্ম্মেনৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরং। †

অর্থাৎ—সেই সকল স্থানে রাজা নাই, রাজদণ্ডের ভয় নাই এবং দণ্ডধারী পুরুষও নাই। সেখানকার মানবগণ স্বধর্ম্মের দ্বারা পরস্পরকে রক্ষা করে। শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রে বিভক্ত চতুবর্ণের সুসভ্য সমাজ ছিল।

টলষ্টয় দেখাইয়াছেন যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে সাইবেরিয়া

---

*আমিই দৃশ্যমান চরাচরের সম্রাট।

ভীষ্ম পর্ব্ব ১১শ অধ্যায়।

ও মঙ্গোলিয়ার জনপদে বৈরাজ্য ছিল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অনেকস্থানে যে বৈরাজ্য ছিল পুরাণাদি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। সৌরাষ্ট্রে ছাপান্ন কোটী যদু বংশীয়দের মধ্যে কেহ রাজা ছিল না। তাহাদের মাথার উপর কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতি কয়েকজন গোষ্ঠীপতি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাজা সংজ্ঞা ছিল না, এজন্য শিশুপাল তাঁহাকে টিট্‌কারি দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দঘোষের বিস্তর গোধন ছিল, তাঁহার অন্য কোন ধন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল না। তাঁহার স্ত্রী যশোদাকে স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া ক্ষীর সর নবনী প্রস্তুত করিতে হইত। এখন পঞ্চাশ টাকা বেতনের কেরাণীবাবুর স্ত্রীকেও এরূপ ছোট কায করিতে হয় না। নিকেলের আধুলি দিয়া তিনি বাজার থেকে এ সব খাদ্য খরিদ করাইয়া থাকেন। বলরাম স্বহস্তে চাষ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা হাল কাঁধে করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার নাম হলধর হইয়াছিল। বৈরাজ্যে কাহারও ফাঁকিদার হওয়া চলে না।

"মহাশয়! আপনারা কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া আপনাদের যে স্বরাজ পত্তন করিতে চাহিতেছেন, তাহার মধ্যে যদি পাশ্চাত্য স্বরাজের অনুকরণে পার্লিয়ামেণ্ট, আইন আদালত, হাকিম, উকিল বারিষ্টার এবং পুলিস ও সৈন্য থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে সাফ বলিয়া দিতেছি যে, আপনাদের এ হেন স্বরাজ অর্থে আমরা brown bureaucracy বা স্বদেশী বড়লোকতন্ত্র বুঝিব। আমরা মনে করি না যে, আপনাদের স্বরাজ বর্ত্তমান white bureaucracy বা ইংরাজ রাজ হইতে উৎকৃষ্ট

হইবে, এবং তাহার দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতি সংসাধিত হইবে। স্বরাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতে অনেক power বা প্রভুশক্তি থাকে। কোনও মহাপুরুষ বলিয়াছেন, 'enjoyment of power depraves man', অর্থাৎ প্রভুত্ব করিতে করিতে মানবের পাপে মতি ও অধঃপতন হয়। এই প্রভুশক্তির পরিচালনা করিলে বুদ্ধ চৈতন্য যীশুখৃষ্টেরও পতন হইত। এই জন্য বর্ত্তমান যুগের সকল স্বরাজের রাজপুরুষগণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ফাঁকিদার হয়। তাহারা চাষবাস ও হাতের কায ছাড়িয়া দিয়া চাষী ও শ্রমজীবীদের খাটুনির ফলে ফাঁকতলে নিজেরা সকল সুখ ভোগ করে। এই জন্য দেখিতে পাই, যেদেশে পার্লিয়ামেণ্টের শাসন প্রথা অর্থাৎ তথাকথিত প্রজাতন্ত্র যতই উন্নতি লাভ করে, সেদেশ হইতে ততই চাষবাসের কায লোপ পায় এবং তাহার স্থানে অতিরিক্ত অদরকারী শিল্পব্যবসা ও বহির্বাণিজ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চ্চার বাড়াবাড়ি হইয়া কলের কামান বন্দুক বোমা ও এরোপ্লেন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে। ইহার ফলে যথাকালে এক স্বরাজের সঙ্গে আর এক স্বরাজের যুদ্ধ বাধিয়া বিরাট নরমেধ যজ্ঞ সংঘটিত হয়। এই যজ্ঞের হোতা হচ্ছেন স্বরাজের ধনী কর্ত্তৃপক্ষগণ, এবং এই যজ্ঞের আহুতি হচ্ছে দেশের লক্ষ লক্ষ চাষা ও কুলিমজুর, যেহেতু ইহারা ঘাড়ে বন্দুক লইয়া যুদ্ধে জীবনাহুতি না দিলে স্বরাজের বিস্তার হইবে কি করিয়া? অতএব আমি বক্কেশ্বর বাগ আপনাকে সাদা কথায় জানাইতেছি যে, আপনারা স্বরাজ পত্তন করিবার জন্য যে ন্যাশনাল্

কংগ্রেস করিতেছেন, আমরা গরীব চাষালোক তাহা হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করি। ইতি

শ্রীবক্কেশ্বর বাগ।"

এই পত্রের উত্তরে কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন,—

"বক্কেশ্বর! আমি জানিতাম যে তুমিই একের নম্বরের বেয়াকুব। তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে আমাকে তোমার চেয়েও অধিক বেয়াকুব বনিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই তাহা হইলে আমাকে এরূপ গাল বাড়াইয়া চড় খাইতে হইত না। যাহা হউক, তোমার নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লওয়া হইল। ভবিষ্যতে তোমার মত কোন চাষা বা কুলিমজুর যাহাতে সহজে আমাদের কংগ্রেসে ঢুকিতে না পারে তদর্থে ডেলিগেশন্ ফী দশ টাকার স্থলে বিশ টাকা করিবার জন্ম আমি কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিব। আমাদের কংগ্রেস মঞ্চে ষাট বৎসরের পুরাতন ব্রাণ্ডি সেবী বড় বড় বাবুরাই বার দিয়া বসিবেন। সেখানে গঞ্জিকাসেবী নগন্য বক্কেশ্বরদিগকে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য হইবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহাযুদ্ধের সময় ভারতবাসীকে স্বরাজ দিবার মানসে আমাদের দয়াল ভারত-সচিব মাননীয় মণ্টেগু সাহেব বাহাদুর যখন সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বড়লাট সাহেবের প্রাসাদে বসিয়া দেশের ছোট বড় বহুতর লোকের মতামত গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ তাঁহাকে সেলাম দিবার জন্য অধীন বক্কেশ্বরেরও সত্বর ডাক পড়িবে। সত্য কথা বলিতে কি, হুজুরে হাজীর হইয়া স্বরাজ্য বা বৈরাজ্যের দাবী করিয়া কিঞ্চিৎ বেয়াকুবির পরিচয় দিবার জন্য আমি তখন প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। আমার চোগা চাপকান, পায়জামা বা হ্যাট্ কোট্ প্যাণ্ট ছিল না। তবে মহাত্মা গন্ধী তাঁহার আট হাতী খাদী পরিয়া খালি পায়ে যদি লাট দরবারে যাইতে পারেন, তাহা হইলে অধীন বক্কেশ্বর বাগ সেরেফ গামছা কাঁধে ও নগ্নপদে মহামতি ভারত-সচিবের দরবারে যাইতে লজ্জা বোধ করিবে কেন? সুতরাং লজ্জা কমাইয়া সাহস বাড়াইয়া লইবার জন্য আমি নিত্য গঞ্জিকার ধূম পান করিয়া তৈয়ার হইয়া থাকিতাম। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ আসিল না। তখন এক সংবাদপত্রের সম্পাদক আমাকে বলিলেন যে, মাননীয় ভারত-সচিব বাহাদুর আমার নিকট

হইতে লিখিত মন্তব্য পাইলে বাধিত হইবেন। তখন আমি যাবতীয় বক্তব্য বিষয় একত্র যোজনা করিয়া তাঁহার নাম বরাবর নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া ফেলিলাম,—

"হুজুর!

আপনি ভারতের তেত্রিশ কোটী নরনারীর ভাগ্যবিধাতা। তাহাদিগকে 'হোম রুল' দিবার অভিপ্রায়ে আপনি এই মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মান্ সাব্‌মেরিনের উপদ্রব তুচ্ছ করিয়া দীর্ঘ সমুদ্রপথ পার হইয়া আমাদের দেশে আসিয়াছেন। আপনার মত সহৃদয় ভারত-সচিব আমাদের অদৃষ্টে বহুকাল মিলে নাই। আপনাকে আমাদের দুঃখ জানাইলে তাহার প্রতিকারের উপায় হইতে পারে। এই কারণে আমি নিম্নের কয়েক দফা বিমজ্জিম আর্জ্জি হুজুরে পেশ করিতেছি।

"এদেশে যত গরীব লোক আছে তাহারা সকলেই কঠোর দৈহিক শ্রম করিয়া অতি কষ্টে দিন গুজরান্ করে। আর দেশের ধনকুবেরগণ কোন দৈহিক শ্রম না করিয়া মর্ত্ত্যের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করে। গরীব ছুতার গদীওয়ালা চেয়ার ও স্প্রিংয়ের খাট পালঙ্ক তৈরি করে সত্য, কিন্তু তাহাতে সে বসিতে বা শুইতে পায় না। বড় লোকরা তাহাতে আরাম করিয়া বসিবার ও শুইবার অধিকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। দীন দুঃখী তাঁতি সারাদিন মাকু ঠেলিয়া মিহি ধুতি ও মসলিন্ কিংখাপ প্রস্তুত করে, কিন্তু ধনীলোকরা ফাঁকতলে তাহা পরিয়া বাবু সাজিয়া বাহার দিয়া বেড়ায়। তাঁতির পোর সেই চিরদিনের

আট হাতী ঠেঁটি ধুতি জন্মেও ঘুচে না। গরীব চাষা ক্ষেতে সারাদিন রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া উৎকৃষ্ট চাল ডাল ও নানাবিধ ফসল উৎপাদন করে, আর ধনবান্ লোকরা সেই সকল জিনিষ বিনা পরিশ্রমে হাতাইয়া আপনাদের পেটে পুরিয়া দেয়। চিরঋণগ্রস্থ চাষা এক সন্ধ্যা মোটা চালের ভাত নুন দিয়া খাইয়া কোন গতিকে দিন কাটায়। এইরূপে হাজার রকমে গরীবরা দেহের রক্ত জল করিয়া খাটিতেছে, আর তাহাদের খাটুনির যত কিছু ফল তাহা দেশের মুষ্টিমেয় ভদ্র বড়লোকগণ ফাঁকতলে ভোগ করিতেছে। দেশময় এইভাবে খাটিয়ে লোকদের উপর আলস্য-পরতন্ত্র ধনীলোকদের ফাঁকিদারী চলিয়াছে। হুজুর যখন গরীবের মা বাপ, তখন হুজুরকে এই ঘোর সামাজিক অবিচারের একটা প্রতিকার করিতে হইবে। হুজুর যদি এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে, ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কার্য্যে দেশের সমস্ত খাটিয়ে লোকরাই ভোট দিবার অধিকার পাইবে, আর ফাঁকিদার ধনীলোকরা ভোট দিতে পারিবে না, তাহা হইলে খাটিয়ে গরীব লোকদের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

"হুজুরের নিকট আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, দেশে যত টাঁকশাল আছে তাহা উঠাইয়া দিবার পক্ষে বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। হুজুরের বংশই সম্প্রতি বিলাতের রূপার বাজারে সর্ব্বময় কর্ত্তা। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই 'মন্টেগু ব্রাদার্স' অর্থাৎ আপনারাই বাজারে রূপার দর বাঁধিয়া দেন। আপনাদের এই রূপাই টাঁকশালের কলে ঢালাই হইয়া টাকা হইয়া দাঁড়ায়। এই টাকাই যত অনিষ্টের

মূল, এই টাকাই মানুষের পতনের কারণ। চোরে চুরি করে টাকার জন্য, ডাকাতরা ডাকাতী করে টাকার জন্য। এই টাকার জন্যই রকমওয়ারি চোর ডাকাতের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহবা মূর্খের মত সরাসরি চুরি ডাকাতী করিতেছে, কেহবা সভ্যতা ও বিদ্যার আবরণে এই কার্য্য করিতেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, টাকা উঠিয়া গেলে সমাজের মধ্যে এই সকল চুরি ডাকাতী বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং তখন পুলিস ও পেনাল কোডের বিশেষ আবশ্যক থাকিবে না। আর একদিকে টাকাই হচ্ছে সমাজ-শরীরের বদ্-রক্ত। এই রক্ত শোষণ করিবার জন্য টাকাওয়ালা লোকদের গায়ে অনেক রকম জোঁক লাগিয়া থাকে। টাকা অদৃশ্য হইলে সমাজে আর এই সকল জোঁকের উপদ্রব থাকিবে না। আমাদের পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের মতে টাকা রোজকার করা ও তাহা খরচ করা হচ্ছে একপ্রকার হাতে কাদা মাখা ও হাত ধুইয়া ফেলা। ধনীলোকদের নিত্য এইরূপে হাতে কাদা মাখিয়া হাত ধুইয়া ফেলিতে হয়। দেশ থেকে টাকা অন্তর্দ্ধান হইলে তাহাদের এই নিরর্থক খাটাখাটুনি ঘুচিয়া যাইবে।

"প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের সমাজে টাকা প্রচলিত ছিল না। তখন দেশের সকল গৃহস্থই পরস্পরের মধ্যে আবশ্যকমত জিনিষ-পত্রের অদল বদল করিত। চাষীরা চাল ডাল দিয়া তাহার বদলে তাঁতির নিকট হইতে কাপড় চোপড় লইত। কামার কুমার সকলেই এই ভাবে আপনাদের হাতে তৈরি করা জিনিষের বিনিময়ে অন্যান্য দরকারী জিনিষ সংগ্রহ করিত। টাকা চলিত

না থাকায় তখন সকল লোককেই কিছু না কিছু দরকারী জিনিষ তৈরি করিতে হইত। যে তাহা না করিত তাহার সংসার অচল হইত। সুতরাং তখন কেহই ফাঁকিদার বা idler হইতে পারিত না। এখন টাকা চলিত হওয়ায় সমাজের অবস্থা একদম বদলাইয়া গিয়াছে। এখন হাতে কিছু টাকা জমাইতে পারিলে কেহ আর পরিশ্রম করিতে চাহে না। এখন হাবা তাঁতির ঘরে টাকা জমিলে তাহার সেয়ানা ছেলেরা অমনি মাকু ঠেলিতে নারাজ হইবে, কেহবা উকিল হইবে, কেহবা নিদেন পক্ষে দারোগা হইবে, এবং সকলেই ফাঁকিদারীর উপর টাকা রোজগার করিতে থাকিবে। এইরূপে দেশের কামার কুমার ছুতার ও চাষার ছেলেরা আপনাপন জাতব্যবসা ছাড়িয়া টাকা কামাইবার জন্য সহরে ছুটিয়া আসিতেছে! ইহাতে একদিকে যেমন শান্তিময় পল্লীসমাজ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তেমনি অপরদিকে সহরে অর্থ-লোলুপ লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া তাহার হাওয়া গরম করিয়া তুলিতেছে।

"কোথাও আগুন লাগিলে যেমন সকলের আগুন ভেল্কি লাগে, আমাদের সমাজেও সম্প্রতি সেইরূপ একটা বিষম টাকার ভেল্কি লাগিয়াছে। এই টাকার ভেল্কি লাগায় স্থাবর জঙ্গম, চেতন অচেতন, সকলেরই ঘোর দশাবিপর্য্যয় ঘটিতেছে। চেতন মানুষ টাকার লোভে ঘোড়দৌড়ের মাঠে ও সেয়ার মার্কেটে ছুটাছুটি করিয়া কেহবা ফকীর কেহবা আমীর হইয়া যথাকালে মনুষ্যত্ব হারাইয়া জড়পদার্থে পরিণত হইতেছে। এই টাকার

ধান্ধায় অচেতন জাহাজ রেলগাড়ী হাওয়াগাড়ী ও এরোপ্লেন সচেতন হইয়া জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে ছুটিতেছে। টাকা রোজগার করিয়া কলের কুলিমুজুরগণ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পাপাচারে ডুবিয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। পাথুরে কয়লা আর ভূগর্ভে লুকাইয়া থাকিতে রাজী নহে। সে এখন বাহিরে আসিয়া রেল ও কলকারখানা চালাইয়া বিস্তর টাকা রোজগার করিতেছে। টাকা কামাইবার জন্য পাট গাছ আসিয়া ধান গাছকে হটাইয়া দিয়া বঙ্গের মাটিতে শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। আশা হয় দেশের লোক একদিন ধান চালের বদলে পাট খাইয়া পেট পূরণ করিতে শিখিবে। টাকার চেষ্টায় চা আসিয়া আসাম অঞ্চলের মাটিতে আসন গড়িয়াছে। টাকা রোজগার করিলে অকুলীনও মুখ্য কুলীন হয়। সুতরাং বিস্তর টাকা কামাইতেছে বলিয়া চা মানুষের অখাদ্য হইলেও সম্প্রতি সভ্য সমাজের একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হুজুর নিশ্চয় অবগত আছেন যে, টাকার অতিরিক্ত চলন হওয়ায় মার্কিন ও বিলাতে প্রতি সাত শত লোকের মধ্যে ছয় শত লোক হাতের খাটাখাটুনি ছাড়িয়া দিয়া ফাঁকিদার ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বাকী একশত লোক দেহ খাটাইয়া চাষবাস ও জিনিষপত্র প্রস্তুত করে। খাটিয়ে লোকরাই সমাজদেহের পদস্বরূপ। এই পদের উপরেই সমস্ত সমাজের ভরণ পোষণের ভার পড়ে। এইহেতু যেদেশের সমাজে টাকার প্রচলন ও ফাঁকি-দারী বাড়িতে থাকে সেখানে চাষী ও শ্রমজীবীর সংখ্যা দিন দিন

কমিয়া আসে। চাষী ও শ্রমজীবীরূপ সমাজের দুই পা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সমাজদেহের পতন অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। সমাজ-দেহের এই পতনের নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। অধুনা য়ুরোপের সর্ব্বত্রই এই রাষ্ট্রবিপ্লবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজ য়ুরোপের শ্রমজীবিগণ এই কারণ বশতঃ ধনীসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতেছে। ধনী ও শ্রমজীবীদের দ্বন্দ্ব হইতে পাশ্চাত্য সমাজে ঘোর অশান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। এই অশান্তিকে আমাদের পুণ্যভূমি ভারতের শান্তিময় সমাজে ডাকিয়া আনা কদাপি সঙ্গত হইবে না। আমাদের সরকার বাহাদুর নিশ্চয় একথা বুঝেন। আর রৌপ্য মুদ্রা হইতে সমাজের যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হয় তাহাও আমাদের সরকার বাহাদুরের বুঝিতে বাকী নাই। এই জন্য বোধ হয় সর্ব্ব অমঙ্গলের নিদান রৌপ্য মুদ্রার অচিরে তিরোধান বিধান করিবার জন্যই কাগজের নোট ও নিকেলের আধুলি সিকি প্রভৃতির প্রচলন করা হইয়াছে। আশা হয় রূপার টাকা অদৃশ্য হইলে তাহার উপর লোকসাধারণের আসক্তিও কমিয়া আসিবে। এখন হুজুর দয়া করিয়া এদেশের টাঁকশাল-গুলি উঠাইয়া দিলে সমাজের ষোলআনা মঙ্গল হইবে। হুজুরের দয়া হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তখন তিনি তাঁহার বজ্রাঘাত করিয়া এদেশের কলকারখানা-গুলির চিমনীরূপী চূড়া সকল চুরমার করিয়া দিবেন। কলকারখানা যত বাড়িতে থাকে, দরকারী জিনিষ পত্রের দরও ততই চড়িতে থাকে। যখন এদেশে ঘানিতে সরিষার তেল হইত তখন চার

আনা করিয়া তেলের সের ছিল। এখন কলে তেল তৈরি হইতেছে, সেই জন্য এক টাকা করিয়া সের। যখন চরকা ও তাঁতে কাপড় হইত তখন দেড় টাকায় এক জোড়া কাপড় পাওয়া যাইত। এখন বড় বড় কারখানার কলে সেই কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, সুতরাং তাহার দাম ছয় টাকা জোড়া। পূর্ব্বে ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাল তৈরি করা হইত, তখন চালের দর ছিল দুই টাকা মণ। এখন বড় বড় কলে সেই চাল প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া তাহার দর হইয়াছে দশ টাকা মণ। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যেদেশে কলকারখানা যত বাড়িতেছে, সেদেশের জিনিষপত্রের দর ততই চড়িতেছে এবং সেখানে চাষবাস ততই কমিয়া আসিতেছে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে মহাযন্ত্রের ব্যবহার বা বড় বড় কল-কারখানা করা নিষেধ আছে। মুদ্রা ও কলকারখানা হচ্ছে দুই যমজ সহোদর। এই উভয়ের তিরোধান না হইলে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে না।

"হুজুরের কাছে এ অধীনের আর একটি আব্দার আছে। জগতের সকল মানুষই পাপী, সকলেই কোন না কোন অপরাধ করিয়া থাকে। জীবনে কোন পাপ কর্ম্ম বা অপরাধ করে নাই এমন লোক কে আছে? সুতরাং যখন ভগবানের কাছে সকল লোকই অপরাধী ও দণ্ডার্হ, তখন একজন লোক আর একজন লোকের অপরাধের বিচারক ও তাহার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতে পারে না। একজন চোর কি আর একজন চোরকে বিচার করিয়া দণ্ড দিতে পারে? এই হেতু, উচ্চ চেয়ারে একজন

মানুষ গোঁফে চাড়া দিয়া হাকিম সাজিয়া বসিবেন, আর একজন মানুষকে হাতে হাতকড়ি দিয়া চোর আসামী রূপে তাহার সামনে কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড় করান হইবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। বোধ হয় এই অন্যায় কাযের প্রতিবাদ করিবার জন্যই কোন কোন আসামী কাঠগড়ার ভিতর হইতে হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া জুতা ছুড়িয়া মারে। মানুষ হাকিম সাজিয়া বিচারাসনে বসিলে তাহার নিজেরও স্বভাব চরিত্রের বিশেষ অবনতি হয়। যিনি হাকিমী করেন তাঁহাকে অনেক লোকের দণ্ড বিধান করিতে হয়। কাহাকেও তিনি বেত মারিবার হুকুম দেন, কাহাকেও জরিমানা করেন, কাহাকেও মেয়াদ খাটিবার আজ্ঞা দেন, কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। এইরূপ দণ্ড দিতে দিতে হাকিমের প্রাণে কঠোরতা প্রবেশ করিতে থাকে। যে হাকিম অনেক লোকের প্রাণদণ্ড করেন, তিনি যথাকালে কষাইয়ের মত নির্ম্মম হইয়া দাঁড়াম। তখন মানুষের প্রাণ লইতে তিনি আর বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করেন না।

"এই কারণে আমি হুজুরকে এদেশের আদালতগুলি উঠাইয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আইন আদালত উঠিয়া গেলে যে, সমাজে চুরি ডাকাতী ও অন্যান্য অপরাধ বাড়িয়া যাইবে, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। দেখা যায়, যে সকল সভ্য দেশে আইন আদালতের চূড়ান্ত বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দেশেই অপরাধের পরিমান লোকসমাজে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আর যেসকল অসভ্য দেশে এরূপ আইন আদালত নাই,

সেসকল দেশের লোক অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী হয় এবং তাহাদের মধ্যে পাপাচারের মাত্রা অত্যন্ত কম থাকে। বাস্তবিক কথা এই যে, মনুষ্যকৃত আইন আদালতের দ্বারা মনুষ্যসমাজ রক্ষিত হয় না। স্বয়ং ভগবান মনুষ্যসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি অপ্রতক্ষ্য ভাবে সতত ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং মনুষ্যকৃত আইন আদালতের তিরোভাব ঘটিলে ভগবানের সৃষ্টি যে নষ্ট হইয়া যাইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। হুজুরের আজ্ঞায় যদি এদেশের আইন আদালতগুলি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবানকে বিচারকার্য্যের ভার লইবার জন্য সশরীরে আসিতে হইবে। আর যদি সম্প্রতি তাঁহার আগমনের সুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে দেশের নরসঙ্ঘ সমাজ-শক্তির দ্বারা অপরাধী ব্যক্তিদিগের সরাসরি বিচার করিয়া কাহাকেও বা সমাজচ্যুত করিবার, কাহাকেও মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া লোকালয় হইতে বহিষ্কৃত করিবার এবং কাহাকেও বা সংক্ষেপে নিকটস্থ গাছের ডালে লট-কাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ হইলে আর ডেপুটী মুন্সেফ্ জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি মোটা মোটা বেতনের অসংখ্য রাজকর্ম্মচারীর আবশ্যক থাকিবে না। ইঁহারা তখন বিচার কার্য্য হইতে অবসর লইয়া স্বহস্তে চাষবাস করিয়া সরল মানবধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে, আইন আদালতের সঙ্গে আইন ব্যবসায়ীদিগেরও তিরোধান সংঘটিত হইবে এবং তাঁহাদের সঙ্গে ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেস প্রভৃতির তিরোধান ঘটিয়া দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন জনিত উপদ্রবের অনেকটা শান্তি

হইবে। তাহাতে উচ্চ রাজপুরুষরাও কিঞ্চিৎ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবেন।

"হুজুরকে আর একটি মহৎ কায করিতে হইবে। যাহাতে ভারতবাসীর মন থেকে অহঙ্কার একবারে দূর হয়, হুজুরকে তাহার একটি উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। শাস্ত্রে বলেছে, 'নাহংকারাৎ পরোরিপুঃ', অর্থাৎ অহঙ্কারের তুল্য মানুষের আর শত্রু নাই। এজগতে মানুষ মোহবশে 'আমার আমার' করিয়া ঘুরিয়া মরে। অহং জ্ঞান হইতেই মমত্ব বোধ, এই অহং জ্ঞানই জীবের বন্ধনের কারণ। ধনবান্ বিষয়ী ব্যক্তি মনে করেন, তিনি দশখানি বড় বাড়ীর মালীক, তাহার একখানিতে তিনি বাস করেন এবং বাকী নয়খানি ভাড়া দিয়া সেই ভাড়ার টাকা হইতে বড়মানুষী করেন। অথচ পরলোকে যাত্রা করিবার সময় এই সকল বাড়ীর একখানি ইটও তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন না। ভ্রমান্ধ জমীদার মনে করেন তিনি অনেক তালুক মুলুকের মালীক, যেহেতু তাহার উপস্বত্ব হইতেই তাঁহার বড়-মানুষী করা সম্ভব হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁহাকে রিক্ত হস্তে লোকান্তরে যাত্রা করিতে হয়, তাঁহার তালুক মুলুক সমস্তই মা বসুমতীর গর্ভে পড়িয়া থাকে। ভারতবর্ষ চিরদিন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দেশ। এদেশে কেহ মিথ্যা মমত্ব বোধে ডুবিয়া পরকাল না হারায়, এই অভিপ্রায়ে শাস্ত্রকারগণ সকল উপার্জ্জন-শীল সম্পত্তিশালী ব্যক্তিকে দানধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইবার আদেশ করিয়াছেন। আমাদের শঙ্করা-

চার্য্য বলিয়াছেন 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভ
ব্যক্তিগণই যথার্থ ভাগ্যবান্। রুষিয়ার বলসেবিগণ তাহাদের দেশের ধনবান্ ব্যক্তিদিগকে পশুবল প্রয়োগে কৌপীনসার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বলসেবীদিগের এই সামাজিক অত্যাচারের ফলে রুষদেশে ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ধনবান্দিগকে এইরূপে জোর করিয়া ভাগ্যবান্ কৌপীনধারী করা হইত না। তাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় ও শাস্ত্রের অনুশাসনে দানসাগর শ্রাদ্ধ ও তুলট প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া আপনাদের সকল সম্পত্তি সমাজের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া কৌপীনধারী হইতেন। রাজা রাজচক্রবর্ত্তিগণ ধর্ম্মানুশাসনে কল্পতরু ও হিরণ্যগর্ভ হইয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া পথের ভিখারী হইতেন। বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল ধর্ম্মানুশাসন লোপ পাইয়াছে। এখন আমাদের ধনকুবেরগণ ব্যাঙ্কে রাশি রাশি টাকা সঞ্চিত করিতেছেন। তাহার ফলে সমাজের দরিদ্রলোকদিগের দারিদ্র্য ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। বিত্তের অসমান বিভাগ অত্যন্ত বাড়িয়া গেলে এদেশের সমাজেও বলসেবিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। এই জন্য হুজুরের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এদেশের আধুনিক স্বার্থান্ধ ধনকুবেরদিগের মমত্ববোধ ঘুচাইয়া দিবার জন্য একটি বিশিষ্ট আইন করা আবশ্যক হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা তাঁহাদিগের ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার পথ বন্ধ করিতে হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহারা যেন আবার প্রাচীন কালের দান-

ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়া অচিরে কৌপীনবান্ ও তথা ভাগ্যবান্ হন।

"হুজুরের নিকট আমার শেষ নিবেদন এই যে, হুজুর ভারত-বাসীকে যেরূপ স্বরাজ দিবার সংকল্প করিয়াছেন তাহাতে অধীন বকেশ্বরের বিশেষ আপত্তি আছে। কাউন্সিল বা পালিয়ামেণ্টের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন জনপদ কখনও শাসিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতের নরপতিগণ কেবলমাত্র সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করিতেন এবং অল্পসংখ্যক পাত্র মিত্র বিদূষক ও রাজকর্ম্ম-চারী লইয়া রাজসভায় বার দিয়া বসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে মৃগয়া করিতে যাইতেন। তাঁহাদের আমলে প্রজাবর্গ একপ্রকার স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত; তাহাদের নিকট হইতে লবণের কর, মদ গাঁজা আফিমের মাশুল, ইন্‌কম্ টেক্স ও ষ্ট্যাম্প ডিউটি প্রভৃতি আদায় করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করা হইত না। প্রাচীনকালের স্বরাজ্যে রাজপুরুষদের সংখ্যা অল্প ছিল, সুতরাং তাঁহাদের সুখভোগের জন্য অল্প পরিমাণ সৌখিন দ্রব্যেরই আবশ্যক হইত। তাঁহাদের উপভোগ্য এই সকল সৌখিন বস্তু প্রজারা হাতেই প্রস্তুত করিয়া দিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যেসকল দেশে পালিয়ামেণ্ট বা তথাকথিত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। আবার ইঁহাদের মধ্যে সকলেই ফাঁকিদার, হাতের কায সকলেই শপথ করিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের আবশ্যকীয় পর্ব্বতপ্রমান সৌখিন বস্তুসকল শ্রমজীবী প্রজাদিগকে

প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। এত অধিক সৌখিন বাজে জিনিষ আর হাতে প্রস্তুত করা চলে না; সুতরাং invention বা আবিষ্ক্রিয়া, বিজ্ঞান ও কলকারখানার আবশ্যক হয়। ইহার ফলে ঐ সকল দেশ হইতে চাষবাসের কায উঠিয়া যায়। টলষ্টয় বলিয়াছেন,—

'The longer representative Goverment lasted and the more it extended, the more did the Western nations abandon agriculture aod devote their mental and physical powers to manufacturing and trading in order to supply luxuries to the wealthy classes, to enable the nations to fight one another, and to deprave the undepraved.' *

"এই সকল কারণে আমি হুজুরকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে এদেশে কয়েকটি ছোটখাট পার্লিয়ামেণ্ট বা লাট মজলিস্ গঠন

---

* ভাবার্থ,—'য়ুরোপে প্রজাপ্রতিনিধি সভার শাসনপ্রণালী বা তথাকথিত প্রজাতন্ত্র যতই দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে, ততই পাশ্চাত্য জাতিসকল চাষবাসের কায ছাড়িয়া দিয়া কলকারখানায় শিল্পপণ্য প্রস্তুত ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি তাহাদের যাবতীয় মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়োগ করিতেছে। ইহার ফলে ধনীসম্প্রদায়ের উপভোগের জন্য বিলাসের বস্তু প্রচুর সরবরাহ হইতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইতেছে, এবং জগতের যে সকল নিরীহ জাতি এতদিন ধর্ম্মের পথে চলিতেছিল তাহারাও পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও নীতিবর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে।"

করিতে নিষেধ করি। এইরূপ প্রজা-প্রতিনিধি সভা সকল স্থাপন করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া পার্লিয়ামেণ্টের শাসনপ্রথা চালাইয়া দিলে এদেশে চাষবাসের কাষ দিন দিন কমিয়া যাইবে এবং ফাঁকিদার নিকম্মার সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। সকলেই টাকা কামাইয়া বাবু ও ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়াইবে, আর তাহাদের ভোগ বিলাসের সৌখীন অদরকারী জিনিষে দেশ ছাইয়া যাইবে, এদেশে য়ুরোপের মত বিজ্ঞান চর্চ্চা ও কলকারখানা স্থাপনের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে—অর্থাৎ ভারতবর্ষের কপাল একেবারে পুড়িবে। অপিচ, এই সকল লাট মজলিস্ স্থাপিত হইলে দেশের অনেক চতুর রাজনীতিক পাণ্ডা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর হইতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে থাকিবেন। তাঁহাদের উপদ্রবে সরকার বাহাদুরকে হয়ত একদিন এই সকল লাট মজলিস্ বন্ধ করিবার জন্য বলিতে হইবে যে, এই সমুদয় পাশ্চাত্য রাজনীতির ব্যাপার প্রাচ্য ভারতবাসীর ধাতে সহ্য হইবে না। অতএব এই প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত এদেশে আদৌ না করাই বাঞ্ছনীয়। আর যদি কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে রাম রাজত্বের অনুকরণে নিষ্ক্রিয় স্বরাজ্য, অথবা যদুবংশীয়দিগের অনুকরণে পুরাদস্তুর বৈরাজ্য স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। ইতি—

শ্রীবক্কেশ্বর বাগ।"

এই পত্রখানি আমি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলাম। কিন্তু যে সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়ের কথামত ইহা

লেখা হইয়াছিল, তিনি পত্রখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "বক্কেশ্বর! আমার মনে হয়, এই পত্রখানি লিখিবার সময় তোমার গাঁজায় দোক্তার মাত্রা কিছু কম পড়িয়াছিল।" তাঁহার গবেষণার দৌড় দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। পত্রখানি যে বিশেষ চড়া গঞ্জিকাধূমপ্রসূত তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং এই চিঠি আর মাননীয় ভারত-সচিবের নিকট প্রেরিত হইল না। প্রেরিত হইলে সহৃদয় ভারত-সচিব তাহা নিশ্চয়ই বিলাতে লইয়া যাইতেন, এবং সেখানে ইণ্ডিয়া আফিসে অধীন বক্কেশ্বরের বেয়াকুবির একটা নিদর্শন থাকিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনেকেই মহাত্মা গন্ধীকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার মত আমার কোন প্রশ্ন না থাকিলেও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ দিবার অধিকার আমার আছে বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা গন্ধী দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা হইতে পারেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে বুদ্ধির গোড়ায় ধুঁয়া দিবার জন্য তিনি কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। যে গঞ্জিকার ধূম পান করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের বুদ্ধি পাকিয়াছিল এবং যাহা পান করিয়া এতাবৎ ভারতের অসংখ্য মহাত্মা ও সাধুগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া আসিতেছেন, মহাত্মা গন্ধী এহেন দেবদুর্লভ গঞ্জিকার ধুমরসে বঞ্চিত। এমন কি, তিনি নাকি তামাক ও বিড়ি পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। মহাত্মাজী সম্প্রতি স্বরাজসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাকে আমার গঞ্জিকাধূমপক বুদ্ধির সামান্য কিঞ্চিৎ অংশ দিতে পারিলে তাঁহার সাধনার সহায়তা করা হইবে। এই বিশ্বাসে আমি তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলাম,—

"*মহাত্মাজি !*

এদেশের দিগ্‌গজ দেশনায়কগণ হ্যাট্ কোট্ পরিয়া নেক্‌টাই আঁটিয়া আরাম চেয়ারে বসিয়া বড় বড় সংবাদপত্র লিখিয়া এবং

কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করিয়া এতাবৎ দেশোদ্ধার করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্য করিয়া তাঁহারা বরাবর হাততালি ও টাকার থলি পাইয়া আসিতেছিলেন। আপান কি হেতু তাঁহাদের এহেন দেশোদ্ধার কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিলেন বলিতে পারি না। আপনিও বড় ঘরের ছেলে। আপনার বাপ পিতামহ উভয়েই পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। আপনি বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং কোট্ প্যাণ্ট্ ও গাউন পরিয়া আদালতে আইনের বক্তৃতা করিয়া আপনার বিস্তর টাকা রোজগার করিবার কথা। তাহা করিলে আপনি ব্যারিষ্টারীর টাকা দিয়া সমগ্র দেশটাকে কিনিয়া রাখিতে পারিতেন, দেশোদ্ধার ত অতি সামান্য কথা। তাহা না করিয়া আপনার সর্ব্বত্যাগী হইবার দুর্ম্মতি হইল কেন তাহা বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মাটির দোষে আপনি বিগ্‌ড়াইয়া গেলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি অনেকেই এই ভাবে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই চাষা বলিয়া কখন নিজের পরিচয় দেন নাই। আপনি কিন্তু সেদিন হলপ্ করিয়া সাক্ষ্য দিবার সময় চাষা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এই কার্য্য করিয়া আপনি বুদ্ধ চৈতন্যেরও উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রমে আপনারা নিজ হাতে চাষ আবাদ করিয়া থাকেন। ইংরাজী পড়িয়া ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া যে চাষা হইতে হয় তাহা এতদিন কেহ জানিত না। আপনি

ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া চাষা হইয়া সকলকে একটা নূতন পথ দেখাইয়াছেন এবং দেশের যাবতীয় পেটমোটা পলিটিক্যাল্ পাণ্ডাদের ফাঁপরে ফেলিয়াছেন।

"যাহা হউক, আপনি যখন চাষা হইয়াছেন তখন চাষার ছেলে অধীন বক্কেশ্বর আপনাকে তাহার স্বজাতি ও সমশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতে পারে। তবে কয়েকটি সামান্য বিষয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। আপনি হচ্ছেন নিরামিষ ভোজী গুজরাটী গন্ধী, আর আমি হচ্ছি আমিষ ভোজী বাঙ্গালী বক্কেশ্বর। আপনি বোধ হয় আপনাকে হনুমান শিম্পাঞ্জি ও বনমানুষাদির শ্রেণীভুক্ত একটি anthropoid বা ঐ জাতীয় জীব বলিয়া মনে করেন। তাই ঐ সকল জীবের ন্যায় আপনি মাছ মাংস বর্জ্জন করিয়া ফলমূল ও শস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করেন। আর আমি বাঙ্গালী, আমি মনে করি শৃগাল কুক্কুরাদি আমিষ ভোজী জীবের সঙ্গে আমাদের একটা জাতিগত সম্বন্ধ আছে। তাই আমরা আহারের ব্যাপারে জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য দুর্ম্মূল্য মৎস্য মাংসের অভাবে চিংড়ি মাছের বাবালোকের কাবাব বানাইয়া খাই। এই হেতুবাদ হইতেই বাঙ্গালী জাতির মৎস্যাহারের ব্যবস্থা। য়ুরোপের লোকরা সম্ভবতঃ বাঘ সিংহের ধর্ম্মাবলম্বী। তাই তাহারা বড় বড় জানোয়ারের অর্দ্ধদগ্ধ মাংস ও হাড় কড়মড় করিয়া চিবাইয়া খায় এবং হামেসাই আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া পরস্পরে কামড়াকামড়ি করে। যে জাতি যত মাছ মাংস খায় তাহাদের প্রাণে দ্বেষ হিংসা তত

প্রবল হয়। বাংলা দেশে আমরা দারিদ্র্য ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার জন্ম অধিক মাছ মাংস উদরস্থ করিতে পারি না। সে কারণে আমরা সাহেবদের মত তেজের সহিত হিংসা করিতেও পারি না, কেবল খবরের কাগজে পরস্পরের গায়ে আইন বাঁচাইয়া কলমের খোঁচা মারি মাত্র।

"মহাত্মাজি! আপনি নিরামিষ ডাল রুটী হজম করিয়া তাহার সঙ্গে দ্বেষ হিংসা ও লোভকেও নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনার প্রাণে যে হিংসা নাই তাহা রাজপুরুষ-গণও একবাক্যে স্বীকার করেন। শুনিয়াছি, গরুর দুধ তাহার বাছুরের হক্ প্রাপ্য এবং অপর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনি নাকি তাহাও কিছু কালের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। গোদুগ্ধ বর্জ্জন করা আমাদের চলিবে না, কারণ আমরা বাঙ্গালী। আমার গুরু কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। আফিম ও দুধ এই দুইটি জিনিষ তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি প্রত্যহ একটি শালগ্রাম শিলা পরিমিত পেট ভরা গোছ আফিম চক্ষু বুজিয়া গলাধঃকরণ করিতেন। এই আফিমের পরজ রাখিবার জন্ম তাঁহাকে উপযুক্ত পরিমাণ গোদুগ্ধ নিত্য পান করিতে হইত। এই দুধের দায়ে তিনি তাঁহার এক প্রিয় গোয়ালিনীর কাছে চিরদিনের তরে বাঁধা ছিলেন। বাংলার ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকরা একান্ত দুগ্ধপোষ্য, তাঁহাদের নিত্য একটু গরুর দুধ না খাইলে চলে না। পয়সাওয়ালা বাঙ্গালী বাবুরা পঞ্চগব্যের মধ্যে মহার্ঘ তিনটি গব্য আপনাদের জন্ম এক-

চেটিয়া করিয়া লইয়াছেন এবং বাংলার চাষাভূষাদের জন্য বাকী সুলভ দুইটি গব্য ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং দুধের পিপাসা দমন করিয়া আমাদিগকে আপনার দুগ্ধবর্জ্জনের খাতায় নাম লিখাইতে হইয়াছে। বাংলা দেশে দুধের দর যেরূপ চড়িয়াছে তাহাতে অসংখ্য গরীব বাবুদেরও বাধ্য হইয়া দুধের পিপাসা ঘোলে মিটাইতে হইতেছে। আর আমার গুরুদেবের আফিম সরকারী আবকারী বিভাগের কৃপা দৃষ্টিতে চাঁদি অপেক্ষাও মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রভু কালাচাঁদের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ভজনা করা সম্প্রতি দীন বক্কেশ্বরের সাধ্যাতীত। সেকারণে আমি আফিমের বদলে নিত্য দুই এক ছিলিম মহাতামাক সেবন করিয়া থাকি। মহাত্মাজি! আপনি একে মহাত্মা, তাহার উপর এই ঘোর বিংশ শতাব্দীতে উচ্চ দরের পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া আমাদের অনেক অতিবুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা আপনাকে উক্ত ধূমপথের পথিক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং আপনার অহিংসামূলক সত্যাগ্রহকে তাঁহারা গঞ্জিকাধূমের রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।

"মহাত্মাজি! রাজনৈতিক পাণ্ডাদিগের দল হইতে আপনার সতত সাধ্যমত তফাতে থাকা কর্ত্তব্য। এই রাজনৈতিক পাণ্ডাদিগের অধিকাংশই অদ্বৈতবাদী। ইঁহারা ভগবান্ ও শয়তান, সত্য ও মিথ্যা, এবং প্রেম ও হিংসার প্রভেদ স্বীকার করেন না। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইঁহারা না করিতে পারেন হেন কর্ম্ম

নাই। আপনার সত্য ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের প্রতি ইঁহারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। ইঁহারা আর কিছু করিতে না পারিলেও আপনার নির্ম্মল সত্যাগ্রহের ভিতর দ্বেষ হিংসা ও লাঠালাঠি ঢুকাইয়া তাহার জাত মারিয়া দিতে বিলক্ষণ পারিবেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদের সময় এই রাজনৈতিক পাণ্ডাদের হাতে সত্যাগ্রহ ছাড়িা দিয়া আপনাকে পস্তাইতে হইয়াছিল এবং কিছুকালের জন্য আপনার আন্দোলন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এই রাজনৈতিক দলের হাতে আপনার পবিত্র আন্দোলন চালাইবার ভার পড়িলে দেশের স্থানে স্থানে জালিয়ান্ওয়ালা বাগের পুনরভিনয় হইতে থাকিবে; তাহাতে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীবৃন্দের ন্যায় ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর অল্পে অল্পে অন্তর্দ্ধান ঘটিবে। বক্কেশ্বর মর্ত্তে থাকিয়া গাঁজা খাইতে পারিবে, কিন্তু গুলি খাইয়া স্বর্গে যাইতে নারাজ। তাহার বেয়াকুবি মার্জ্জনা করিবেন।

"মহাত্মাজি! আপনি স্বয়ং স্বধর্ম্মনিরত চাষী লোক। দেশের পলিটিক্সওয়ালারা প্রায় সকলেই স্বধর্ম্মচ্যুত ফাঁকিদার। এই দলের সঙ্গে আপনার হৃদয়ের মিলন অসম্ভব। অতএব আশা করি আপনি এই ফাঁকিদারের দলকে বর্জ্জন করিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ চাষী ও শ্রমজীবীর মধ্যে আপনার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে থাকিবেন। আপনি এই শ্রেণীকে লইয়া যেসকল কায করিয়াছেন তাহাতেই জয়যুক্ত হইয়াছেন। গুজরাটের কায়রা জেলায় অনাবৃষ্টি হওয়ায় শস্যক্ষেত্র সকল জ্বলিয়া গেল। সেখান-

কার চাষীরা খাজনা দিতে অক্ষম হইল। আপনি তাহাদের কাণে সত্যাগ্রহের মন্ত্র দিলেন। তাহারা খাজানা না দিয়া সরকারী নিলামের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে, এমন কি জেলে যাইতেও প্রস্তুত হইল এবং নির্ব্বিবাদে সরকারী পিয়াদাদের হাতে ক্রোকী মাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। সরকার বাহাদুর হাজার হাজার গরীব চাষীর ফসল ও গো-মহিষ ক্রোক করা ও তাহাদিগকে জেলে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের খাজনা মকুব করা উচিত বলিয়া বুঝিলেন। কায়রা জেলার গরীব প্রজাদের এক বৎসরের জন্য খাজনা মাফ করা হইল। আপনার সত্যাগ্রহের জয় হইল। তাহাতে দুটি ভাল ফল ফলিল। একদিকে ঐ জেলার চাষীদের প্রতি সরকারের কর্ত্তব্য করা হইল, অন্য দিকে এই সঙ্গে চাষীদের মেরুদণ্ড কিছু শক্ত হইল। এই ভাবে ভারতের বিশ কোটী চাষীর মেরুদণ্ড শক্ত হইলে তাহাদের কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ ঘুচিয়া যাইবে, তাহারা একটু খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া চলিতে পারিবে।

“মহাত্মাজি! চাষীরা স্বাধীনভাবে চাষবাস করিয়া খায়, তাহারা কাহারও চাকর নহে। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ ইদানীং যেসকল চাষী অর্থের লোভে স্বাধীন চাষবাসের কায ছাড়িয়া কল-কারখানায় ভর্ত্তি হইয়া বেতনভোগী কুলিমজুর রূপে অদরকারী জিনিষ প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদিগকে সুমতি দেওয়া আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। আপনি আদেশ করিলে এবং বুঝাইয়া বলিলে তাহারা গোলামী ছাড়িয়া আবার স্বাধীন চাষবাসের কাযে ক্রমে

ক্রমে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। আপনার জানা না থাকিতে পারে যে, দেশের অনেকগুলি আইনব্যবসায়ী হিংসাবাদী পলিটিক্যাল্ পাণ্ডা উক্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতারূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রমজীবীদের ধর্ম্মঘটের সময় ইঁহারা এরূপ ভাবে গোপনে কলকাঠি নাড়িতে থাকেন যাহাতে শ্রমজীবীদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে বন্দুকগুলি চলে ও কতকগুলি শ্রমজীবী খুন জখম ও গ্রেপ্তার হইয়া একটা বড় গোছের মামলা মোকদ্দমা বাধে। তখন এই আইনব্যবসায়ী চতুর নেতাগণ আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে দণ্ডায়মান হন এবং বুক ঠুকিয়া সকলকে বলিতে থাকেন, 'দাঙ্গা হাঙ্গামা বর্জ্জিত নন্‌কোঅপারেশন হইতেই পারে না। ইহা মহাত্মা গন্ধীর একটা বিষম বেয়াকুবি। আর তাঁহার দ্বিতীয় বেয়াকুবি হচ্ছে আমাদিগকে ওকালতী ব্যারিষ্টারী বন্ধ করিতে বলা। আমরা ব্যবসা বন্ধ করিলে এই সকল শ্রমজীবী আসামীর কি উপায় হইত?' মহাত্মাজি! সুযোগ পাইলে এই সকল চতুর রাজনৈতিক নেতাগণ আপনাকে এইরূপে ডবল বেয়াকুব বানাইয়া থাকেন। ইঁহারা আপনার নিরুপদ্রব অসহযোগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না করিয়া ছাড়িবেন না। এই মতলবে ইঁহারা কংগ্রেসে নিজেদের শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় আছেন।

"মহাত্মাজি! আপনার সত্যাগ্রহ সত্য এবং অহিংসা অর্থাৎ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহী সত্যের জন্য পাগল। সে যখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সত্যকে ধরিবার জন্য ধাবমান হয়, তখন

কে তাহাকে মারিতেছে, বাঁধিতেছে বা অন্য প্রকারে বাধা দিতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য থাকে না। আমি একবার কিঞ্চিদধিক গঞ্জিকা সেবনের ফলে এইরূপ সত্যাগ্রহী হইয়াছিলাম। তখন আমার মনে হইত আমি যেন শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছি, এবং আমার আশপাশের যাবতীয় লোক যেন আমার ষোল হাজার গোপিনী। তখন যেকেহ আমাকে ধরিতে বা বাঁধিতে আসিত আমি তাহাকে গোপিনী ভাবিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে যাইতাম। এইরূপ মাথা গরম অবস্থায় আমার কাহাকেও শত্রু জ্ঞান করিবার বোধ ছিল না। বাংলা দেশে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ায় আমার মত একজন সত্যাগ্রহীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি আমার মত মহাতামাকের ধূম পান করিতেন কিনা জানি না। তিনি আপনাকে সর্ব্বদা শ্রীরাধিকা বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার কৃষ্ণের উদ্দেশে দিবারাত্র দিশাহারা হইয়া ছুটিতেন। এই সত্যাগ্রহী যে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে বাংলা দেশের মাটি এতাবৎকাল সরস ছিল। পরে বিধাতার বিড়ম্বনায় ১৯০৬ সালে আমাদের ইংরাজী নবীশ পলিটিক্যাল্ নেতাগণ ভাঙা বাংলা জোড়া লাগাইবার জন্য বিলাতী বয়কট্ আমদানী করিলেন। বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে বোমা আসিল। বোমা ও বয়কট্, এ দুইটাই দ্বেষহিংসাময় অত্যন্ত গরম জিনিষ। এই দুইটা জিনিষ হাতে করিয়া আমাদের অনেকগুলি সোনার চাঁদ ছেলে হাত পুড়াইয়াছে। এই দুইটার উত্তাপে বাংলা দেশের মাটি শুকাইয়া ফাটিয়া উঠিয়াছে। এখন ইহার উপর হইতে তিন

কোদালের দর মাটি চাঁচিয়া না ফেলিলে এখানে আপনার অহিংসামূলক সত্যাগ্রহের চাষ আবাদ হওয়া সুকঠিন। আপনার সত্যাগ্রহের প্রতি বঙ্গদেশের স্বরাজপন্থী নেতাগণ বিশেষ আস্থাবান নহেন। ইঁহাদের অনেকের অস্থিমজ্জায় সাবেক বোমা ও বয়কটের হিংসাবিষ প্রচ্ছন্নভাবে সংক্রামিত হইয়া আছে। সেই কারণে ইঁহারা দল বাঁধিয়া নাগপুর কংগ্রেসে গিয়া আপনার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখনও ইঁহাদের অনেকে আপনার সত্যাগ্রহ ব্রত সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ইঁহারা এখনও বুঝিতে চাহেন না যে, এক পশুবলের দ্বারা আর এক পশুবলকে জয় করিতে পারিলেও, পরিণামে পশুবলের রূপান্তরকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। মহাত্মাজি! আপনি একবার আমাদের এইসকল নেতাদের জন্য আপনার সত্যাগ্রহ আশ্রমে কিছুকাল তৃণশয্যা ও সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করুন। এইরূপ সংযম ও কঠোরের ফলে তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যাইবে। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পশু-শক্তির সাহায্যে যে স্বরাজ লাভ হইবে, তাহাকে পশুশক্তির সাহায্যেই সতত রক্ষা করিতে হইবে—অর্থাৎ পশুবলের দ্বারা পশুবলের নিঃশেষে উচ্ছেদ সম্ভব নহে। পশুবলের দ্বারা সংরক্ষিত স্বরাজের মধ্যে আপামর সাধারণ লোকের স্বাধীনতা থাকে না। এই কারণে ইংলণ্ড ফ্রান্স্ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বরাজতন্ত্রের নামে এক একটি কিম্ভূত কিমাকার বড়লোকতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। রুষিয়ার বলসেবিগণ পশুবলের

সাহায্যে বৈরাজ্য গড়িতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইতেছে। মহাত্মাজি! আপনি একবার হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত মানবজাতিকে বুঝাইয়া দিন যে, হিংসা ও পশুবলের পথ মুক্তির পথ নহে, মানব ভোগের পথে বন্ধন এবং ত্যাগের পথে মুক্তি লাভ করে।

"মহাত্মাজি! আপনি দেশের লোককে চরকা ও তাঁতের কাপড় ব্যবহার করিতে বলেন। গ্রামবাসীর সকল অভাব যেন গ্রামে উৎপন্ন জিনিষের দ্বারা পূরণ হয়, ইহাই বোধ হয় আপনার ইচ্ছা। আমি কিন্তু ইহা হইতে বুঝিয়াছি যে, আপনি এদেশে বড় বড় কলকারখানা স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। ফলতঃ আমাদের ধনকুবেরগণ ইহার বিপরীত কায করিতেছেন। তাঁহারা বড় বড় জয়েন্ট-ষ্টক্ ও লিমিটেড্ কোম্পানি গঠন করিয়া নানাবিধ প্রকাণ্ড কারবার ও কলকারখানা খাড়া করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সকল স্বদেশী কোম্পানি ভবিষ্যতে টিঁকিবে কিনা বলিতে পারি না। তবে হালফিল এই সকল কোম্পানির শেয়ার লইয়া শেয়ার মার্কেটে যে একটা বিষম জুয়াখেলা চালাইবার চেষ্টা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সময় আপনি একবার ভারতবাসীর কর্ণে উচ্চকণ্ঠে বলুন 'All speculation is crime against majority,'—অর্থাৎ, এইরূপ কারবার লইয়া জুয়া খেলিয়া অল্পসংখ্যক লোক বহুসংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করে। আর এক কথা এই, যদি এই সকল স্বদেশী কোম্পানি দাঁড়াইয়া যায় ও তাহাদের কারবারে বেশ

লাভ হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ফলে আমাদের সমাজে অদূর ভবিষ্যতে ধনের একটা ঘোর অসমান বিভাগ আসিয়া পড়িবে। তখন একদল মুষ্টিমেয় লোক এই সকল কোম্পানির বিপুল লাভে পুষ্ট হইয়া আধুনিক প্রথামত ব্যাঙ্কে ক্রমাগত টাকা জমাইয়া স্বার্থপর লক্ষপতি ও ক্রোড়পতি হইয়া দাঁড়াইবে, এবং দেশের অবশিষ্ট লোকসাধারণ দরিদ্র হইয়া পড়িয়া ঐ সকল ধন-কুবেরদের সুখের প্রতি রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে আমাদের সমাজে চরম সাম্যবাদ বা বলসেবী ব্যাধি প্রবেশ করা অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব মহাত্মাজি! যাহাতে এদেশে ঐ সকল কলকারখানা স্থাপিত না হইতে পারে তজ্জন্য আপনি সরকার বাহাদুরকে একটি আইন করিতে অনুরোধ করুন। লাট বেলাটের কাছে আপনার যাতায়াত আছে। তাঁহারা আপনাকে সত্য ও অহিংসাবাদী বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। এ চেষ্টায় আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিবেন, আপনার অনুরোধ তাঁহারা সহজে এড়াইতে পারিবেন না। আর যদি তাঁহারা প্রথমে আপনার কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে আপনি এই উপলক্ষে একবার সত্যাগ্রহের কল চালাইয়া দিলেই তাঁহাদিগকে বাগে আনিতে পারিবেন।

"মহাত্মাজি! আপনি বলিয়াছেন, ভারতবাসী একমাত্র চরকার সাহায্যেই সম্বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করিতে পারিবে। অধীন বক্কেশ্বর আপনার এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। অনেক

বণিকবুদ্ধির লোক বলেন যে, কাপড় কিনিবার জন্য প্রতিবৎসর ষাট কোটী টাকা ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। চরকার সাহায্যে আমাদের এই অর্থনাশের পথ রোধ করিতে পারিলে ভারতবাসী আর্থিক মুক্তিলাভ করিবে। আমাদের মুক্তির আমি এরূপ অর্থ করিতে চাহি না। আমি এই বুঝি যে, চরকার মোটা সূতায় যে খাদি জন্মে তাহার কাছে জেলের কয়েদীদের পোষাককেও হার মানিতে হয়। একবার চরকার সূতার খাদি পরিতে অভ্যস্থ হইলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অকাতরে কয়েদীর পোষাক পরিয়া অনায়াসে জেলে যাইতে পারিবে—তাহা হইলেই নিশ্চিত স্বরাজ লাভ। দশাননের রাজত্বকালে লঙ্কায় বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছিল। সেখানে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ এবং এরোপ্লেন্ প্রভৃতি সমস্তই ছিল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গাছের বল্কল পরিয়াছিলেন বলিয়াই সে রাজত্ব ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন। চূড়ান্ত বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক 'সভ্য' সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে আপনি ভারতের তেত্রিশ কোটী নরনারীকে বল্কল পরাইতে চাহিতেছেন। আপনার খাদি হচ্ছে বল্কলের রূপান্তর মাত্র। চরকা হইতে স্বরাজ অর্থে আমি ইহাই বুঝিয়াছি।

"মহাত্মাজি! গত মহাযুদ্ধের সময় আপনি সৈন্যসংগ্রহের সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'যাঁহাদের প্রাণে ক্ষাত্রবৃত্তি প্রবল তাহাদের এসময়ে সরকারী সৈন্য হওয়া আবশ্যক'। আপনি ঘোর অহিংসাবাদী হইয়াও এই সকল ভারতবাসীকে সৈনিক হইতে অনুরোধ করিয়া-

ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তাহারা জানে না যে. হিংসা করিবার শক্তি যাহার না থাকিবে সেরূপ ক্লীবের দ্বারা অহিংসার সাধনা হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দণ্ড দিতে অক্ষম, সে ব্যক্তির ক্ষমা করিবার অধিকার নাই। যাহার বেশ আহার করিবার ক্ষমতা আছে, সে ইচ্ছা করিলে সংযম ও উপবাস করিতে পারে। যাহার রোগে পেট ফুলিয়া ঢোল হইয়াছে, যাহার এক ফোঁটা জল পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ হয় না, সে যদি বলে, 'আমি উপবাস করিতে ইচ্ছা করি', তাহা শুনিয়া লোকে হাসিবে। এইজন্য আপনি সৈন্য রিক্রুট্ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পুরাদস্তুর সৈন্য হইয়া জার্ম্মাণ বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক, অত্যাচারী হুণদিগের পথ রোধ করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, কিন্তু শত্রুকে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণে বধ করা সঙ্গত হইবে না। আপনার এই কথা শুনিয়া কোন উচ্চ রাজপুরুষ নাকি আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'we don't know what to do with this mad cap,' অর্থাৎ 'এ বদ্ধ পাগলকে লইয়া আমরা কি করিব বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।' প্রহ্লাদের পাগলামীতে তাহার পিতা হিরণ্যকশিপুর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। আপনার পাগলামীতেও বড় বড় রাজপুরুষদের অনেক সময় মাথা ঘুরিয়া যায়।

"মহাত্মাজি। আপনি হচ্ছেন আমাদের কলির প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যেও কৃষ্ণনাম ভুলে নাই, এবং সে তাহার নির্য্যাতনকারী পিতাকেও এক মুহূর্ত্তের জন্য শত্রু জ্ঞান

করে নাই। আপনিও দক্ষিণ আফ্রিকায় সহস্র নির্যাতনের মধ্যে সত্যপালন করিতে ভুলেন নাই। আমার মনে হয়, সেখানকার হাকিম যখন আপনাকে জেলে পাঠাইবার হুকুম দিয়াছিলেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই দু'হাত তুলিয়া প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আপনার প্রাণে যে রাজপুরুষদিগের প্রতি বিদ্বেষ নাই তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন। আপনি যে ভগবানের সন্তান, তাঁহারাও সেই ভগবানের সন্তান। কোন রাজকর্ম্মচারী এই সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া আপনার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও, আপনি যখন জ্ঞানী ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী, তখন তাঁহাকে ভাইয়ের মত জ্ঞান করিয়া ভাল না বাসিবেন কেন? শক্তিমদমত্ত কোন রাজপুরুষ ভ্রান্ত হইয়া আপনার প্রতি অকর্ত্তব্য করিলে, আপনাকেও যে তাঁহার প্রতি তদ্রূপ করিতে হইবে এমন নহে। তবে শাসনকার্য্যে রাজপুরুষদিগকে পাপ ও পুণ্য উভয় পথেই পদার্পণ করিতে হয়। আমার মনে হয়, তাঁহাদিগকে এই পাপ ও পুণ্যের অতীত করিবার অভিপ্রায়ে আপনি ইচ্ছা করেন যেন তাঁহাদের শাসনকার্য্য যথাসাধ্য ঘুচিয়া যাক্। সেই জন্যই আপনি বলেন, 'that government is the best which governs the least', অর্থাৎ যে গভর্ণমেণ্ট যত কম শাসন করিবে সে গভর্ণমেণ্ট তত ভাল। সুতরাং আপনার মতে আমাদের সরকার বাহাদুর রাজ্যশাসনকার্য্যে ইস্তাফা দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেই আদর্শ সরকার বাহাদুর হইতে পারিবেন। আপনার গুরু টলষ্টয় একেবারে সাফ বলিয়া দিয়াছেন যে, সরকার

বাহাদুর বা গভর্ণমেন্ট নামে কোন শাসনযন্ত্র থাকিবার আবশ্যক নাই। এইজন্য টলষ্টয়কে কেহ কেহ এনার্কিষ্ট বলেন। কিন্তু তিনি লোকসাধারণকে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে পশুবল প্রয়োগ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। তিনি মানবজাতিকে এই কথা বলেন,—পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রকে মানিয়া লইবে না, সে যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, বা তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে নিজেদের পশুবল প্রয়োগ করিবে না। টলষ্টয়ের সকল শিক্ষা ও উপদেশের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে সত্য ও অহিংসা।

"মহাত্মাজি! আপনি যখন টলষ্টয়ের প্রিয়শিষ্য তখন তাঁহার অহিংসামূলক সত্যব্রত প্রচার করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই আপনি দেশের সকল লোককে প্রহ্লাদ হইতে বলিতেছেন, এবং নিজেও প্রহ্লাদের মত বুকভরা ভালবাসা ও সাহস লইয়া সানন্দচিত্তে সকল নির্যাতন সহ্য করিতেছেন। প্রহ্লাদের সত্যাগ্রহ সাধনা অতি উঁচু দরের জিনিষ। কিন্তু এই ভাল জিনিষের পিছু পিছু একটি ভয়ঙ্কর জিনিষ আসিয়াছিল। নৃশংস ভাবে নির্যাতিত প্রহ্লাদের পশ্চাতে ভীষণ নরসিংহ অবতার আসিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে হিরণ্যকশিপুর নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। এ ঘটনাটি হচ্ছে দ্বাপর যুগের একটি পৌরাণিক সত্য। তবে এ সত্যটি রূপক কি বাস্তব তাহা বলিতে পারি না। রুষিয়াতে টলষ্টয় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া তাঁহার অহিংসা মন্ত্র ও সত্যাগ্রহ ব্রত প্রচার করিয়াছিলেন। তথাপি সম্প্রতি সে দেশেও তুষারের স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া বলসেবীরূপী নরসিংহ

অবতার দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ নরসঙ্ঘ রূপে বিরাজমান নারায়ণ অকস্মাৎ প্রচণ্ড সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেখানকার সকল প্রকার রাজ্যৈশ্বর্য্য-শক্তির নাড়ীভুঁড়ি অতীব নৃশংস ভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। এ ঘটনাটি এই যুগের ঐতিহাসিক সত্য। অহিংসার পশ্চাতে হিংসার তাণ্ডবলীলা সে অসম্ভব নহে, তৎপক্ষে পুরাণ ও ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব হে মহাত্মাজি! আপনাকে খুব হুঁসিয়ার হইয়া এমন ভাবে সত্যাগ্রহ প্রচার করিতে হইবে, যেন তাহার ল্যাজ ধরিয়া কোন অবতার না আসিতে পারেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে অধুনা অবতারের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই অবতার আসিয়া উপস্থিত হন। অতএব আপনি যদি সত্যাগ্রহের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আর কোনও অবতার আসা সম্ভব হইবে না, এমন কি দশম অবতারের আগমনও অনাবশ্যক হইবে। যে কোনও উপায়ে হোক্, আপনাকে ভগবানের ক্লেশ স্বীকার করিয়া মর্ত্ত্যে আগমন রহিত করিতে হইবে। প্রহ্লাদ ও টলষ্টয় এ কায করিতে না পারিলেও, আপনাকে পারিতে হইবে; যেহেতু গুরুর চেয়ে চেলা এককাঠি সরস হইয়া থাকে, গুরুর অসাধ্য কায় চেলার দ্বারা সাধিত হয়।

"মহাত্মাজি! আপনি বারবার বলিয়া আসিতেছেন যে, আপনার সহযোগিতা বর্জ্জনের ভিতর violence বা উপদ্রব প্রবেশ করিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি একথা সত্য হয়,

তাহা হইলে আপনার নন্‌কোঅপারেশনের সঙ্গে এক কোটী টাকার তিলক স্বরাজ ফণ্ড জুড়িয়া দিলেন কেন? আপনার গুরু টলষ্টয়ের মতে অর্থশক্তি হচ্ছে পশুশক্তির রূপান্তর মাত্র; টাকা হচ্ছে একপ্রকার violence—অর্থই যত অনর্থের মূল।* আপনার নন্‌কোঅপারেশন্ হচ্ছে প্রেম, সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি spiritual movement বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন। আপনার বহুপূর্ব্বে বুদ্ধদেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভুও এইরূপ অহিংসা ও প্রেমের স্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সঙ্গে কোটী টাকার ফণ্ড যোজনা করেন নাই। বঙ্গদেশের ১৯০৬ সালের বয়কট্ আন্দোলনের সময় যে ক্ষেত্রে যে কাযের জন্য যে পরিমাণ টাকার আবশ্যক হইত, সে ক্ষেত্রে সেই কাযের জন্য তদনুযায়ী টাকা সংগ্রহ করা হইত। এইরূপ পৃথক পৃথক ভাবে চাঁদা তুলিয়া তখন ন্যাশন্যাল্ কলেজ ও স্কুলগুলিকে সাহায্য করা হইত এবং কারাগারে প্রেরিত স্বদেশী কর্ম্মীদিগের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের উপায় করা হইত। এই প্রণালীর কার্য্যের মধ্যে ফন্দিবাজ লোভী ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির বিশেষ সুযোগ পাইত না, যেহেতু তাহাদের সুবিধার জন্য তখন কোন কেন্দ্রীভূত প্রকাণ্ড ফণ্ড করা হয় নাই। আমাদের বয়কটের তরি স্বদেশী বোমার

* "Instead of power founded on direct violence, we get a monetary power, also founded on violence, not directly, but through a complicated transmission"—Tolstoy.

আঘাতে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহা কোন স্বরাজ ফণ্ডের ডোবা পাহাড়ে লাগিয়া বাণচাল হয় নাই।

"হায় মহাত্মাজি! কেন আপনি এরূপ ভুল করিলেন? এই স্বরাজ ফণ্ডের সংস্পর্শে অসংখ্য দেশভক্ত দরিদ্র ব্যক্তির পদস্খলন হইবে। অর্থ বড় গরম বস্তু। স্বরাজ ফণ্ডের কর্ত্তাদেরও এই অর্থ নাড়াচাড়া করিতে করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাঁহাদের আসেপাশে বহুরূপী চাটুকারের দল জুটিয়া তাঁহাদের মতিভ্রম ঘটাইবে। এই ফণ্ডের টাকার ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া বহুবিধ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে ও দলাদলি বাধিবে। এই অমৃতভাণ্ড লইয়া সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। ইহার ফলে নন্‌কো-অপারেশনের প্রচারকার্য্যে সকল দিকে শৈথিল্য দেখা দিবে। আর স্বরাজ ফণ্ড হইতে প্রদত্ত মোটা বেতনের বেত্রাঘাতে অনেক প্রচারকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে; তাহারা আর খাড়া হইয়া মাথা উঁচু করিয়া তেজের সহিত নন্‌কোঅপারেশনের বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। এইরূপ হইবারই কথা—অর্থ যে violence বা পশুশক্তির মূর্ত্তিভেদ। মেরী কোরেলী তাঁহার 'শয়তানের দুঃখ' নামক উপন্যাসে দেখাইয়াছেন যে, অর্থের পথ ধরিয়াই শয়তান প্রবেশ করে। সুতরাং নন্‌কোঅপারেশনের ভিতর স্বরাজ ফণ্ডের রন্ধ্র দিয়া শয়তান প্রবেশ করিবে ইহা নিশ্চয়। এখন এই ধর্ম্মান্দোলনকে রক্ষা করিবার উপায় কি?

"একদিন নিদাঘ মধ্যাহ্নে আমি গঞ্জিকা সেবনে চিত্তস্থির

করিয়া এই দুশ্চিন্তার বিশ্লেষণ করিতেছিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ আমার ধূমধৌত নির্ম্মল দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অদূর ভবিষ্যতের যবনিকা অন্তর্হিত হইল। আমি স্তিমিত নেত্রে রঙ্গমঞ্চের অপূর্ব্ব অভিনয় সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রথম দৃশ্যে দেখিলাম, এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে স্বরাজ ফণ্ডের জনেক অধিকারী মহাত্মাজীর খাদি পরিয়া উচ্চ মঞ্চোপরি সমাসীন। তাঁহার সম্মুখে বহুতর বাগ্মী, সংবাদপত্র সম্পাদক ও আইনব্যবসায়িগণ বড় ,বড় তৈলভাণ্ড হস্তে লইয়া উপস্থিত। ইঁহারা সকলেই স্বরাজ ফণ্ডের উপর আপন আপন দাবী জানাইলেন। আইনব্যবসায়িগণ বলিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক হাজার টাকা পাইলে তিন মাসের জন্য আদালিতে যাওয়া বন্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন। সম্পাদকগণ বলিলেন, 'আমরা সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিত্য হুজুরের জয়গান করিতেছি, অতএব স্বরাজ ফণ্ড হইতে আমাদিগকে দু'পাঁচ হাজার করিয়া দিতে আজ্ঞা হোক্।' বাগ্মী মহাশয়গণ বলিলেন, 'আমরা সহযোগিতা বর্জ্জনের সকল সভায় হুজুরকে মহাত্মা বলিয়া ঘোষণা করিব, অতএব আমরাও কিছু কিছু পাইবার আশা রাখি।' আর ইঁহারা সকলে সমস্বরে বলিলেন, 'আমরা হুজুরের সঙ্গে যখন যে কমিটিতে বসিব, সেখানে সর্ব্বদা হুজুরের পক্ষেই ভোট দিব; হুজুর আমাদিগকে স্বরাজ ফণ্ডের বঁড়শীবিদ্ধ করিয়া রাজনৈতিক সরোবরে স্বেচ্ছামত খেলাইতে পারিবেন।' হুজুর তখন মিষ্ট স্তোকবাক্যে সকলকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন ইহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'তিলক ভাণ্ডার হইতে যে বিশ

লক্ষ চরকা বিতরণ করা হইবে, তাহার এক লক্ষ চরকা সপ্লাই করিবার কণ্ট্রাক্ট্ আমার পাওয়া চাই, যেহেতু আমি চিরদিন হুজুরের দোহাই দিয়া আসিতেছি।' এ কথার উত্তরে আর একজন বলিল, 'দানে পাওয়া জিনিষের কোথাও কদর হয় না; সুতরাং এই সকল দেনো চরকা অল্পকালের মধ্যেই ঘরে ঘরে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে। অবশ্য, যে সকল গরীব গৃহস্থের প্রাণে চরকা চালাইবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে, তাহারা যে কোন উপায়ে আপনাদের চরকা যোগাড় করিয়া লইবে, তাহা তিলক ফণ্ড হইতে দানে পাইবার প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। অতএব চরকা বিতরণে হুজুর লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করিবেন না।' হুজুর বলিলেন, 'তোমার কথা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। আমি এ জন্য স্থির করিয়াছি যে, তিলক ফণ্ডের টাকা দিয়া কলকারখানার শ্রমজীবীদের ধর্ম্মঘটের সময় সাহায্য করিব, যেহেতু ইহারাই নিরুদ্রব নন্‌কোঅপারেশনের প্রকৃত পিণ্ডাধিকারী। ইহাদের ধর্ম্মঘটের নেতাগণ গ্রেপ্তার হইলে তাহাদিগকে জামিনে খালাস করিতে হইবে এবং তাহাদের মোকদ্দমায় আদালতে রীতিমত লড়ালড়ি করিতে হইবে। শেষে পুলিসের সঙ্গে এই ধর্ম্মঘটকারীদের একটা সংঘর্ষ বাধাইয়া যাহাতে গুলিগোলা চলে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। নন্‌কো-অপারেশনের আদ্যশ্রাদ্ধে এই সকল সমারোহ হওয়া আবশ্যক। ইহাতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।' হুজুরের এই সাধু-প্রস্তাব শুনিয়া সকলে ধন্যধন্য করিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে

সঙ্গে পট পরিবর্ত্তন হইল। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখিলাম, বঙ্গের এক সুদূর পল্লীগ্রামের নিভৃত পর্ণ-কুটীরে বসিয়া জনৈক নন্‌কোঅপারেশনকারী যুবক এক দীর্ঘ হিসাবের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতেছেন। ইনি পল্লী অঞ্চলে গ্রাম্যসমিতি গঠন ও সহযোগিতা বর্জ্জন চালাইবার জন্য স্বরাজ ফণ্ড হইতে পাঁচশত টাকা লইয়াছিলেন। তাহা হইতে বাড়ীওয়ালার দেনা, মুদির দেনা, গোয়ালার দেনা, কাবুলীর দেনা এবং স্ত্রীর গহনাবন্ধকী দেনা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট দেড়শত টাকা লইয়া পল্লীগ্রামে আসিয়াছেন। যুবক আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাসিক বৃত্তির টাকা হইতে কিছু কিছু করিয়া দিয়া এক বৎসরের মধ্যে ঐ তহবিল ভাঙ্গার সাড়ে তিন শত টাকা পূরণ করিয়া দিবেন। কিন্তু সম্প্রতি স্বরাজ ফণ্ডের কলিকাতার অফিস হইতে হিসাবের জন্য তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ কড়া তাগাদা আসিতে লাগিল। সুতরাং গত্যন্তর না থাকায় ইনি এখন একটি মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করিতে বসিয়াছেন। এই হিসাবের প্রথমেই দেখান হইল যে, পনরটি গ্রামে সভা ও বক্তৃতা করিতে এবং সালীশ আদালত বসাইতে ৩৪৭৸/১৫ পাই খরচ হইয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে লেখা হইল যে গত দেড়মাসের মধ্যে পাঁচ শত টাকার সমস্ত তহবিল ফুরাইয়া গিয়া আরও ১২৩।৶১০ আনা কর্জ্জ হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি বুঝিলাম, স্বরাজ ফণ্ডের কৃপায় অনেক দুর্ব্বলচেতা দায়গ্রস্থ সত্যাগ্রহীকে অধুনা বাধ্য হইয়া মিথ্যাগ্রহী হইতে হইবে; এই কেন্দ্রীভূত ধনরাশির সংস্পর্শদোষে

নন্‌কোঅপারেশনের আধ্যাত্মিকঅঙ্গের বিশেষ হানি হইবে; আর এই আন্দোলনের আধ্যাত্মিক অঙ্গ পঙ্গু হইলে ইহার রাজনৈতিক অঙ্গকে সরকার বাহাদুর সহজেই নষ্ট করিতে পারিবেন। তৃতীয় দৃশ্যে দেখা গেল, স্বরাজ ফণ্ড হইতে প্রদত্ত সাহায্যের কিছু টাকা এক জাতীয় বিদ্যালয়ের জনেক শিক্ষকের নিকট গচ্ছিত ছিল; তিনি তাহা খরচ করিয়া ফেলায় বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বচসা আরম্ভ হইয়া তাহা হইতে ক্রমে হাতাহাতি বাধিয়াছে। শিক্ষকের ভরসা এই যে, নন্‌কোঅপারেশনের দিনে আর এই ব্যাপার আদলত পর্য্যন্ত গড়াইবে না, চতুর্থ দৃশ্যে দেখিলাম, দুইজন স্বেচ্ছাসেবক স্বরাজ ফণ্ডের অনেকগুলি টিকিট্ বিক্রয় করিয়া সেই টাকা ফণ্ডে জমা না দিয়া একদম গা ঢাকা দিয়াছিল। দৈবক্রমে আজ তাহাদের সঙ্গে পথে অপর কয়েকজন সেচ্ছাসেবকের সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয় দলে মারামারি বাধিয়াছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমি ভগবানকে কাতর প্রাণে ডাকিয়া বলিলাম, 'হে ঠাকুর! তুমি নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহকে স্বরাজ ফণ্ডের ঘূর্ণীপাক হইতে রক্ষা না করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়!' ঠাকুর বোধ হয় অধীনের কথা কাণে স্থান দিলেন। কারণ পরবর্ত্তি পঞ্চম দৃশ্যে দেখিলাম, সিমলা শৈলে সমারূঢ় সরকার বাহাদুর হুকুম জারি করিতেছেন,—'যেহেতু নন্‌কোঅপারেশন্ যে রাজদ্রোহিতামূলক আন্দোলন তাহা ইতিপূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত নন্‌কোঅপারেশনের সাহায্যের জন্য যে তিলক স্বরাজ ফণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে এবং যাহা

বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি

এক্ষণে এতদ্দেশের কয়েকটি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত্ আছে, তাহাকে আয়র্ল্যাণ্ডের সীন্‌ফীন্ ফণ্ডের বাজেয়াপ্তের নজীর দৃষ্টে অন্ত তারিখে বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারী তহবিলভুক্ত করা হইল, আর হুকুম হইল যে, ঐ বাজেয়াপ্ত ফণ্ডের দ্বারা সরকারী সমর-ঋণ পরিশোধ করা হয় এবং তজ্জন্য ঐ ফণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাত্মা গান্ধীকে সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্তবাদ দেওয়া হয়।' অতঃপর যবনিকার পতন হইল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, হায়! যদি দেশের ভিন্ন ভিন্ন কাযের জন্ত পৃথক পৃথক তহবিল করিয়া টাকা তোলা হইত এবং সেই সেই টাকা তৎক্ষণাৎ সেই সেই কাযে ব্যয় করিয়া ফেলা হইত, তাহা হইলে আর এই অপঘাত ঘটিত না। যাহা হউক, ইহা প্রকারান্তরে আপদের শান্তি! মহাত্মাজি! আপনার ননকোঅপারেশনের ফাঁড়া কাটিয়া গেল। আমি এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, আপনার সত্যাগ্রহশশী স্বরাজ ফণ্ডরূপী রাহুর গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আবার ভারতের ঐহিক এবং পারত্রিক মুক্তিবিধান করিবে। এখন এই চন্দ্রগ্রহণ-কালে সাত্ত্বিক সাধকগণের মৌনাসনে পুরশ্চরণ করা আবশ্যক। শুনিয়াছি পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের করতলে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা স্পর্শ করাইলে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ফিটের মত হইত এবং হাতের আঙ্গুলগুলি বাঁকিয়া চুরিয়া যাইত। এখন রামকৃষ্ণ দেবের ন্তায় কতকগুলি অলোভবিদ্ধ সাধকের আবশ্যক। নন্‌কোঅপারেশনের এই বিপত্তিকালে ইঁহারাই আপনার সত্যাগ্রহের পতাকাকে উর্দ্ধে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন।

"আর মহাত্মাজি! আপনারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, আপাততঃ এক কোটী ভারতবাসীকে কংগ্রেসের মেম্বর করা হইবে এবং তাহাদের প্রত্যেককে বৎসরে চার আনা করিয়া মাশুল দিতে হইবে। এ ব্যবস্থা অনুসারে দেশের তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে ঐ এক কোটী বাদে বাকি বত্রিশ কোটী লোকের সঙ্গে আর কংগ্রেসের এক্ষণে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ন্যাশন্যাল কংগ্রেস বড়লোকদের মজলিস বলিয়া দীনভিখারী বক্কেশ্বর বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ এখন আপনাদের দেশ-মাতৃকার মন্দিরে প্রবেশের জন্য যাত্রীদিগের নিকট হইতে দরজা-আটকানি মাশুল আদায় করিবার ব্যবস্থা হইল। অনেক যাত্রী মাশুল দিয়া প্রবেশ করিতে চাহিবে না। তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে দরজা ছাড়িয়া দেওয়া হোক্, আমরা ভিতরে গিয়া ইষ্টদেবীর পাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায় অর্পণ করিব'। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইবার মাশুল চার টাকাই হোক্ বা চার আনাই হোক্ অথবা চার পয়সাই হোক্, তাহা money qualification for membership, অর্থাৎ অর্থের দ্বারা মেম্বরের পদ খরিদ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে একদিন-না-একদিন ধনীলোকরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়। নূতন প্রণালীতে অর্থের ভিত্তির উপর গঠিত কংগ্রেসের ভিতর এখন হইতে ধনী সম্প্রদায়েরই প্রভাব বাড়িতে থাকিবে। জমীদার, মহাজন ও উকিল-ব্যারিষ্টারগণ তাহাদের অধীনস্থ মূর্খ প্রজা, খাতক ও মক্কেলদিগকে কংগ্রেসের

মেম্বর করাইয়া তাহাদের ভোট লইয়া কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে অবাধে কর্ত্তা হইয়া বসিবে। এখন হইতে কংগ্রেস একটি পাকা রকমের bourgeois institution বা বড়লোক ও বাবুলোকদের বৈঠক হইয়া দাঁড়াইবে। এখানে আর লক্ষ্মী-ছাড়া ভ্যাগাবণ্ডের দল স্থান পাইবে না। তাহারা আর কংগ্রেসে ঢুকিয়া মহাত্মাজীর নামে জয়ধ্বনি করিয়া উৎসাহ ও উত্তেজনার বাণ ডাকাইতে পারিবে না। নূতন কংগ্রেসে আপনার নন্‌কোঅপারেশন্ প্রস্তাবের অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা ভগবানই জানেন। ধনী সম্প্রদায়ের ডেলিগেট্‌গণ নন্‌কোঅপারেশনের ল্যাজ কাটিয়া বেঁড়ে করিয়া ছাড়িয়া দিবার চেষ্টায় থাকিবেন। তাঁহারা দলে ভারী হইলে যে এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য না হইবেন এরূপ বলা যায় না। আর নন্‌কোঅপারেশনের ভেকধারী বন্ধুগণ যে তলে তলে এই দলের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন, অধীন বক্কেশ্বর তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে।

"মহাত্মাজি! আপনারা কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে ভোট-মঙ্গলের অবতারণা করিয়াছেন। কংগ্রেস সম্বন্ধীয় যাবতীয় নির্ব্বাচনকার্য্যে এখন ballot paper বা ভোট-পত্রের প্রচলন হইয়াছে। আপনি যে টলষ্টয়কে একদিন গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, সেই টলষ্টয় এইরূপ ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাকে একটি বিষম পাপের ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অধিকাংশ ভোটদাতাকেই উপরোধ, অনুরোধ, প্রতারণা, তোষামোদ, ঘুষ ও ভয়মৈত্রীর দ্বারা হস্তগত করিয়া

যে কোন ধনকুবের তাহাদের ভোট লইয়া আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারে। ভোটমঙ্গলের এই পাপ কোনও উপায়েই দূর করা যায় না। আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে ইলেক্‌শনের সময় পদপ্রার্থী ধনকুবেরগণ রাশি রাশি অর্থ জলের মত ঢালিয়া দিয়া ঐ সকল অসৎ উপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই পাপের পথ ধরিয়াই সর্ব্বত্র পার্লিয়ামেন্টের শাসনপ্রথা গড়িয়া ওঠে। মহাত্মাজি! আপনি সম্প্রতি এই পথে ভারতের ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতেছেন। আপনি এখন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, এই কংগ্রেসই এককালে ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট হইবে। কেন প্রভো! ভারতের পঁচিশ কোটী কৃষীজীবী ও শ্রমজীবী দরিদ্রলোক আপনার শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাদের বক্ষে একটি পার্লিয়ামেণ্ট বা বড়লোকতন্ত্রের পাষাণ চাপাইতে হইবে? আপনার গুরু টলষ্টয় বলেন,—

'Representative Government and Universal Suffrage resulted in every possessor of a fraction of power being exposed to all the evils attached to power: bribery, flattery, vanity, self-conciet idleness and, above all, immoral participation in deeds of violence. Every member of Parliament is exposed to all these temptations in a yet greater degree. Every Deputy always begins his career of power by befooling people, making promises he knows he will not keep; and when sitting in the House he takes part in making laws that are enforced by violence. It is the same with all Senators and Presidents. Similar corruption prevails in the election of a President. In the United States the election of a President costs millions to those financiers who know that when elected he will maintain certain monopolies.

or import duties advantageous to them, on various articles, which will enable them to recoup the cost of the election a hundredfold.' *

"আর মহাত্মাজি! আপনি এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে হিন্দু-মুসলমানের একতা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা আপনাদের এই ভোট-পত্রের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবে। হিন্দুপ্রধান স্থানে

* ভাবার্থ,—যে দেশে সকল লোক ভোট দিবার অধিকার পায় এবং তাহাদের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের দ্বারা একটি পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপিত হয়, সেখানে প্রত্যেক ভোটদাতাকে ঘুষ ও তোষামোদ পাইবার প্রলোভনে পড়িতে হয়, তাহারা আরামপন্থী নিকম্মা ফাঁকিদার হইতে অভিলাষ করে, এবং তাহাদের প্রাণে অহংকার ও যুদ্ধলিপ্সা প্রবেশ করে। পার্লিয়ামেণ্টের প্রত্যেক মেম্বরের চরিত্রে এই সকল দোষ আরও অধিক মাত্রায় ফুটিয়া ওঠে। প্রজাপ্রতিনিধিগণ প্রথম হইতেই লোকসাধারণকে পদে পদে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ও বৃথা আশায় প্রতারিত করিতে থাকেন। এবং তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টে বসিয়া যেসকল আইনকানুন পাশ করেন সেগুলিকে পশুবলের সাহায্যেই চালাইতে হয়। প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও মন্ত্রিগণও এই পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় চারিদিকে বিপুল ঘুষঘাস দিবার ব্যবস্থা হয়। প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী এক এক জনের নির্ব্বাচনের সাহায্যে সেখানকার কতকগুলি ফন্দিবাজ ধনকুবের ব্যবসার হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। তাহাদের এই রাশি রাশি অর্থব্যয় করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের মনোনীত ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট হইলে, তিনি তাহাদের অর্থাগমের সুবিধার জন্য কতকগুলি আমদানী-শুল্ক অথবা একচেটিয়া ব্যবসা মঞ্জুর করিবেন। ইহার ফলে, তাহারা ইলেক্‌শনের সময় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার শতগুণ অর্থ অনায়াসে ওয়াশীল করিতে পারিবে।

মুসলমান পদপ্রার্থীগণ ভোটের অভাবে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। আপনার single transferable vote, অর্থাৎ একজন পদপ্রার্থীর আবশ্যকের অতিরিক্ত ভোট আর একজন পদপ্রার্থীকে দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতেও কুলাইবে না। Co-option বা অনুগ্রহের খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে তাঁহাদের অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইবেন। দুইভাগ হিন্দু ও একভাগ মুসলমান অধিবাসীর এজমালী দেশে ভোট-পত্রের প্রচলনে নিশ্চয়ই অমঙ্গল ঘটিবে। তাহাতে উভয়ের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মগত বিরোধ বাড়াইয়া দিবে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের জনসাধারণ আবশ্যকমত একস্থানে সমবেত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে একবাক্যে প্রধান নরোত্তম বলিয়া মনিয়া লইয়া মালাচন্দন দিয়া সম্মানিত করিত। সেকালের সরল সমাজে একালের ভোট-পত্রের ভোজ-বাজী, পদপ্রার্থীদিগের ধাপ্পাবাজী ও পক্ষপাতী নির্ব্বাচনাধ্যক্ষগণের ফেরেব্বাজীর ব্যাপার কেহ জানিত না। মহাত্মাজি! আপনি পাশ্চাত্য বড়লোকতন্ত্রের জঘন্য ধারার অনুকরণে এই সকল মহাপাপ এদেশে আমদানী করিতেছেন কেন? অধীন বক্কেশ্বর আপনার একান্ত ভক্ত। সে আপনার নিকট হইতে এই প্রশ্নের জবাব না লইয়া ছাড়িবে না।

"মহাত্মাজি! ভারতবাসীর প্রাণে nationalism বা দেশাত্ম-বোধ জাগাইয়া তাহাদের ঘাড়ে পার্লিয়ামেণ্টের শাসন-প্রথা চাপাইলে ভারতবর্ষকে একটি national State বা জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে। আপনি অধুনা এই কার্য্য করিবার চেষ্টা

করিতেছেন। সেদিন আমেরিকার একজন বিখ্যাত পাদ্‌রী সাহেব বলিয়াছেন যে, রুষিয়ার কর্ম্মবীর লেনিন্‌ এবং ফ্রান্সের ভাববীর রোলাঁ, এই দুই মহাপুরুষের চরিত্র লইয়া আপনার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। লেনিন্‌ কিন্তু রুষদেশে জাতীয় রাষ্ট্র ও পার্লিয়ামেণ্ট কোন ক্রমেই স্থাপিত হইতে দেন নাই। আর জগন্মান্য রোলাঁ বলেন যে, য়ুরোপে যেসকল জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে ধনী সম্প্রদায়ই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার ফলে য়ুরোপ আজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হইয়াছে। এই চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের ধ্রুব বিশ্বাস যে তথাকথিত 'লীগ অফ্‌ নেশন্‌স'ও য়ুরোপকে এই ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। * অতএব হে মহাত্মাজি! যে পথে পদার্পণ করিয়া য়ুরোপ আজ মরিতে বসিয়াছে, সে পথে আর আপনি এদেশের হতভাগ্য হিন্দু-মুসলমানকে পা বাড়াইতে বলিবেন না। তাহারা আপনার নন্‌কো-অপারেশনের তরি খিকি খিকি বাহিয়া স্বরাজ ভাণ্ডারের ডোবা

---

* "I am convinced that faith in the national State, which at one time was a great and fruitful thing, is to-day a cause of folly and of ruin for all the peoples of Europe. From the moment that the money interests fastened upon that religion, (which time has aged and fanaticised,) and exploited it for their own ends, the latter usurped real power and became masters of the States. This mastery now acquired by the money interests seems to me to doom the States to mutual destruction, which no so-called League of Nations can prevent"—Romain Rolland.

পাহাড়ের পাশ কাটাইয়া, জাতীয় রাষ্ট্রসভার ভোটমঙ্গলের ঘূর্ণাবর্ত্ত পরিহার করিয়া বিধাতার কৃপায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন স্বরাজ্য ও বৈরাজ্য বন্দরে ফিরিয়া যাইতে চাহে। আপনি ঈশ্বর প্রেরিত কর্ণধার হইয়া এই ধর্ম্মের তরিকে ঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনার দিক্‌ভুল হইলেই সর্ব্বনাশ!

শ্রীবক্কেশ্বর বাগ।"

আমি এই পত্রখানি যথারীতি লেফাপাবদ্ধ করিয়া মহাত্মা গন্ধীর নামে পোষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে কোনও প্রত্যুত্তর পাই নাই। হয়ত আমার পত্র পোষ্টা-ফিসের কর্ত্তৃপক্ষদিগের কৃপায় মহাত্মাজীর নিকট পৌঁছায় নাই, যেহেতু তাঁহার নিকট প্রেরিত অনেক চিঠি ও টেলিগ্রামের এই দশা হইয়া থাকে। অথবা পত্রখানি পাইয়া থাকিলে মহাত্মাজী যোগবলে জানিতে পারিয়াছেন যে তাহা গঞ্জিকাধূমের বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র, সুতরাং তাহার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, অথবা তাঁহার মত অধূমপায়ী মহাত্মার সাধ্যাতীত। যাহা হোক্‌, পত্রোত্তর না পাওয়ায় দিনের দিন আমার উৎকণ্ঠা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহা প্রশমিত করিবার মানসে আমি একদিন উপর্য্যুপরি পাঁচ ছিলিম মহাতামাক সেবন করিয়া বহির্জগৎ মুছিয়া ফেলিয়া আমার অন্তরস্থ চিদানন্দময় তুরীয় ভাবকে জাগ্রত করিলাম। তখন আমার অন্তর্দ্দৃষ্টির পথে লোকমান্য তিলকের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। তিনি আমাকে অতি মৃদুমধুর স্বরে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "বৎস বক্কেশ্বর! তুমি মন হোতে সকল দুশ্চিন্তা দূর কর। গন্ধী আমার কনিষ্ঠ হইলেও তিনি বড় পাকা ছেলে। আমি তাঁহার উপর সকল কাযের ভার দিয়া আসিয়াছি। দেশভক্ত নিকম্মা ধনীর দল সম্প্রতি স্বরাজ ভাণ্ডার, ইলেক্‌শন্ ও জাতীয় রাষ্ট্রসভা লইয়া উন্মত্ত হইয়াছে। এগুলি যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক জিনিষ, একথা আপাততঃ তাহাদের কাণে স্থান পাইবে না। এই দলকে ছাড়িয়া দিলেও চলিবে না। তাই দক্ষ লোকনায়ক গন্ধী এখন ইহাদের রায়ে রায় দিয়া চলিতেছেন। তিনি ইহাদিগকে ঐ সকল ভ্রান্তির ভিতর দিয়াই যথাকালে গন্তব্য-স্থলে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। এইজন্যই তোমাদের মহাত্মা গন্ধী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—'we shall learn through our mistakes, অর্থাৎ ভুল করিতে করিতেই আমাদের শিক্ষা হইবে।' সে যাহা হোক্, দেশের অল্পবুদ্ধি সাধারণ লোকের কাছে গন্ধী এখন যুগাবতার। তুমি এহেন মহাপুরুষের ভুল ধরিতে সাহস করিয়াছ। এজন্য তাহারা নিশ্চয়ই তোমাকে একটি গঞ্জিকাসেবী প্রকাণ্ড বেয়াকুব বলিয়া সার্টিফিকেট্ দিবে। ইহাই তোমার লাভ।"